কালাপাহাড়

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা-গ্রহণ।

আমার পুথি লেখার চটার কলমটা কে নিলে ? আমার কস কালির দো'ত টাও ত দেখছিনে। আমার গৌতম-সূত্রখানা কে কোথায় ফেলে দিলে ? আমার সটীক সাঙ্খ্য-দর্শনখানা কে মাটিতে ফেলে দিলে ? বেদান্তের পুথি খানা কে এলিয়ে ফেলেছে ? আমার প্রতি এ অত্যাচার—এ অন্যায় কে করে ? আগামী বৎসরের যে একখানা পাঁজি করেছিলাম, সে পাতা কয়টা কে নিলে ? ভারি উপদ্রব, বড় অত্যাচার—এক সুশ্রী ব্রাহ্মণ-যুবক উচ্চরবে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন।

যদি বুঝ্‌তে না পারব, তবে আর আমার তিন কুড়ি আড়াই গণ্ডা বৎসর বয়স হয়েছে কেন? বড় বৌ এখন কাজ কর্‌ছে, সে হয়ত এখন আস্‌তে পারবে না। হুকুমটা একেবারে আমার উপর হলেই ভাল হ'ত না? আমিই নয় বিন্দে হয়ে যেতেম। না, না, আমি আর বিন্দে হতে চাইনে—এ যে দিনের বেলা, এখন সে আসামী গ্রেপ্তার কর্‌তে গেলে কিল চড় অনেক খেতে হবে। এ বড় বো'য়েরি কাজ—

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ যুবক সেই নির্জ্জন গৃহে ক্ষণকাল একাকী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবিলম্বে বহুমূল্য ভূষণ রাশি শব্দিত করিয়া, রূপরাশি বিকিরণ করিতে করিতে এক পরম সুন্দরী যুবতী এক শিশু পুত্র ক্রোড়ে করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের দ্বার দেশে আসিয়াই বলিলেন—

"কি ঠাকুরপো, কি চাই, এত চেঁচাচেঁচি কর্‌ছ কেন?"

যুবা। বড় বউ ঠাকুরণ, তোমার মত বুদ্ধিমতী বউ এ বাড়ীতে আর একটিও নাই। আমি কি চাই, তা তুমি অনেকক্ষণই বুঝেছ।

যুবতী। ঠাকুরপো একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ। রাত দিন ভেদও এখন গেল? তোমার দূতী হ'য়ে গেলে অনেক কিল চড় খেতে হবে।

যুবক। তা বউ ঠাকুরণ, একাজ তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্‌তে পার্‌বে না। আমি বিশেষ দায় ঠেকে এসেছি, নৈলে এত বেহায়া হতেম না।

এই কথার পরেই যুবতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অপরা নবীনা যুবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রথমা যুবতী সেই গৃহের দ্বার দেশে আসিয়া বলিলেন—"আসামী গ্রেপ্তার করে এনেছি, বক্‌সিস্ চাই।"

যু। তা বক্‌সিস্ নিশ্চয়ই পাবে। বৌ-ঠাকুরণ, যে কাজ কর্‌লেন তাতে

করছি, অমনি দেখি নবাবের ভাইঝির এক বাঁদি একটি বড় তরমুজ আর একখানি বড় ছুরি নিয়ে এসেছে। আমি বাঁদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —ওকি? বাঁদি উত্তর করিল,—নবাবের ভাইঝি এই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যা হয় তাই করুন। আমি বাঁদিকে বলে এসেছি আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চারি-দণ্ডের মধ্যেই তাকে বল্‌ব।

যুবকের এই কথায় যুবতীর মুখ অধিকতর ম্লান হইল। তাঁহার আয়ত নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"এতদিনে ঠাকুরদাদার গণনা ঠিক হ'ল। তিনি আমার কোষ্ঠী লিখ্‌তে যেয়ে, খানিকটে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, পিসিমাকে বলেছিলেন, যে এমেয়েটি পরম সৌভাগ্যবান্ পতির পত্নী হবে; কিন্তু স্বামীর সৌভাগ্যের ভাগিনী হবে না। এর জন্যে বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার দেব দ্বিজের প্রতি অত্যাচার হবে। ইহার স্বামী স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম-দ্রোহী হ'বে।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন—"তোমার হাজার বুদ্ধি থাকলেও তুমি মেয়ে মানুষ ও বালিকা। সকল তাতেই ভয়ে কেঁপে উঠ। আমার আবার সৌভাগ্য হবে? পৈতৃক সম্পত্তিটুকুও নষ্ট হ'ল; এত মাথা কোটা কুটি করেও দরবার পাচ্ছি না। তুমি আর অমূলক ভয় না করে, তরমুজ ও ছুরি পাঠানর তাৎপর্য্যটা কি বল।"

যুবতী। ছুরি ও তরমুজ পাঠানর তাৎপর্য্য আমার মাথা খাওয়া। নবাবের ভাইঝির চরিত্র ভাল নয়। তোমার ইচ্ছা হইলে তরমুজ-রূপা তাহার সহিত আলাপের রস তুমি আস্বাদন করিতে পার। ছুরি রূপ আলাপের উপায় সেই করিতেছে। তুমি যদি তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তরমুজটি চিরিয়া নিজে অর্দ্ধেক খানা রাখবে, আর বাকী অর্দ্ধেক খানা তার নিকট পাঠিয়ে দিবে।

সম্ভার সকল যুবক যুবতী সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সে কালের সে সম্ভার অনায়াস-লভ্য ছিল না বলিয়া, অধিকতর স্নিগ্ধ ও মধুর ছিল। তখন লজ্জারূপ সুদৃশ্য যবনিকা সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চের পতিরূপ দর্শক ও পত্নীরূপ অভিনেত্রীর মধ্যে দিবাভাগে দোলায়মান থাকিত। তৎকালে পতিকে এক পথে আসিতে দেখিলে পত্নী পথান্তর অবলম্বনে ক্ষিপ্র গতিতে পলায়নপরা হইতেন এবং পতির ব্যবহারও বিপরীতরূপ ছিল না। তৎকালে দৈবাৎ দিবাভাগে পতিপত্নীর দর্শন মিলিলে উভয়ের মুখের হাসি চঞ্চল বিদ্যুদ্দামের ন্যায় উভয়ের মুখে প্রকাশমান হইয়াই লয় পাইত। সে কি মনোহর দৃশ্য ছিল! কি মধুর ভাব ছিল! সুন্দর ও মনোহর বস্তু অনায়াস-লভ্য হইলে তাহার মধুরতা ও মনোহারিত্বের হ্রাস হইয়া পড়ে। লজ্জা নরভবনের ভূষণ,—নর চরিত্রের উজ্জ্বল রত্ন। বিকসিত কুসুম বায়ুভরে দুলিতেছে, ষট্‌পদ তাহার মধু হরণ করিতেছে, পান্থ তাহার রূপরাশি দর্শন করিতেছে—এদৃশ্য সুন্দর বটে, কিন্তু একটি সুদৃশ্য গোলাপ গাছের পত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি সুদৃশ্য গোলাপ ফুটিয়া আছে, বায়ুভরে সে কাঁপিতেছে না; অলি তাহার মধু পাইতেছে না, পান্থ তাহার রূপ দেখিতেছে না, যে উদ্যান স্বামীর ধন, উদ্যানস্বামী যখন পত্র-সিংহাসনে সেই রূপের রাশি গোলাপ-রাণীকে দেখিলেন, তখন তাঁহার কত আনন্দ। সে ফুলের সৌন্দর্য্য কি অতুলনীয় নহে? বধূ লজ্জাশীলতার সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, পুত্র লজ্জাশীল ভাবে আপন কর্ত্তব্যে রত আছেন ও পিতা মাতা দূরে থাকিয়া পুত্র ও বধূর লজ্জাশীল কার্য্য-তৎপর মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। কথোপকথনে উৎফুল্ল পুত্র ও বধূর মূর্ত্তি দর্শন অপেক্ষা পিতা মাতার নয়নে প্রথমোক্ত দৃশ্য কি অধিকতর প্রীতিপ্রদ নহে? লজ্জা বঙ্গ-গৃহের অমূল্য ধন! অবগুণ্ঠনাবৃত লজ্জা-বনত বাঙ্গালী বধূর মুখ-কান্তি জগতের অতুলনীয় দৃশ্য! যাহা হউক

সৌন্দর্য্যের রুচি সমাজভেদে পৃথক রূপ হইয়া থাকে। লজ্জার উপকারিতা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। লজ্জাই নিরন্ন বঙ্গ যৌথ-পরিবারের বন্ধনরজ্জু। লজ্জা দিবাভাগে দম্পতী-কলহের অন্তরায়। লজ্জা বধূর শ্বশ্রূমাতার সহিত কলহ করিবার পথের কণ্টক। লজ্জা শ্বশুর বা শ্বশুরপরিবারের অপর পুরুষ মণ্ডলের প্রতি বাক্য-বিষ-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার পথের অবরোধ। যত দিন বাঙ্গালা গৃহের বধূর মুখে অবগুণ্ঠন আছে, যত দিন বঙ্গ-বধূর স্বর মৃদু আছে, ততদিনই বঙ্গগৃহে শান্তি—মধুর একতা জনিত শান্তি। লজ্জায় কিছুদিন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অন্তরায় হইতেছে, লজ্জায় কিছুদিন পিতা পুত্রের কলহ নিবারণ করিতেছে, লজ্জায় কিছুদিন যৌথপরিবারের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। লজ্জা, তুমি বাঙ্গালীর গৃহ ছাড়িও না, বাঙ্গালী বধূকে পরিত্যাগ করিও না, নিরন্ন বাঙ্গালী ভ্রাতার অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ নষ্ট করিও না। আবার বঙ্গগৃহ লজ্জার কুসুম-সুষমায় সুশোভিত হউক।

পার্শ্বভঙ্গ গোলাকার হীরকখণ্ড সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মলয়ানিল কুসুম-সৌরভ-সম্ভার অঙ্গে মাখিয়া বিচরণ কালে সেই অপূর্ব্ব হার সন্দর্শনে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেছেন কিন্তু ভুজঙ্গ সন্দেহে সাহসে কুলাইতেছে না। সঞ্চরণ কালে এক একবার পরীক্ষা করিতেছেন,—চন্দ্রমা-খচিত জাহ্নবী নির্জ্জীব হার কি সজীব কালফণিনী! তদীয় ভাব দর্শনে তরঙ্গদল নাচিয়া উঠিল—তাহারা নাচিতে নাচিতে ছপ্ ছপ্ ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে তীরাভিমুখে ছুটিল। পবন অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। জাহ্নবী-তরঙ্গের খেলায়, স্রোতের সঙ্গীতে, চিন্তাশীল দর্শকের শ্রবণসুখ উৎপাদন করিতে করিতে, নিজের শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া—মানবকে তদীয় জীবন-স্রোতের প্রবাহের গতি বুঝাইয়া দিয়া অবিরাম-গতিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন।

এই সময়ে জাহ্নবীর উত্তর তীরস্থিত তাণ্ডা নগরীর বাজারের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কালীমন্দিরের কিঞ্চিৎ দূরে বিকশিত পুষ্প-সমন্বিত বকুলতরু-শ্রেণীর নিম্নে বসিয়া দিগম্বর সার্ব্বভৌম ও অগ্রদ্বীপের কাজি মহাশয় ধর্ম্মতর্ক করিতেছিলেন। দিগম্বর কাজির সহিত একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একমত হইয়া হিন্দুর পৌত্তলিকতার প্রয়োজনীয়তা ও সারবত্তা সপ্রমাণ করিতেছিলেন। কাজি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজির তীব্র প্রতিবাদে দিগম্বর বিষম চাটুকারের ন্যায় চাটুবাক্যে স্বীয় মত যুক্তিতর্কের দ্বারা পোষণ না করিয়া, কাজির কথায় "আজ্ঞা আজ্ঞা" করিতেছিলেন। সংসারের গতি সাংসারিক নর চিনিয়া লও। তোমার পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম, সত্যবাদিতা, যুক্তি, তর্ক উঠাইয়া রাখ। যদি সংসারে ভালভাবে চলিতে চাও—হাসিয়া খেলিয়া মিলিয়া মিশিয়া চলিতে চাও,—অপমান বিড়ম্বনায় ভয় কর—তবে ধীর স্থির ভাবে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও সত্যে জলাঞ্জলি

সৈন্ত। পাটলী গ্রামের নিরু বা রাজুঠাকুর নামে এক দুষ্ট বামন এই বজরায় আছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্ত।

কিং। হো—হো—হো! পাটলীর নিরু ঠাকুর বা রাজু ঠাকুর কেরে? এ বজরায় বামুন আস্‌বে কি জন্য? তোরা এ কার বজ্‌রা ঠাউরিয়েছিস'?

সৈন্ত। বেগম সাহেব! আমরা ছোট লোক, পরের গোলাম। আমরা কাজি সাহেবের হুকুম তামিল করতে এসেছি। আমাদের ঠাওর ঠোওর নাই। কি করবেন না করবেন, তা কাজি সাহেব জানেন।

সহচরীর চেষ্টা বিফল হইল। তরী সবেগে তীরাভিমুখে পরিচালিত হইল। নিরঞ্জন ও নলিরণ বজ্‌রার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নিস্তব্ধে রহিলেন।

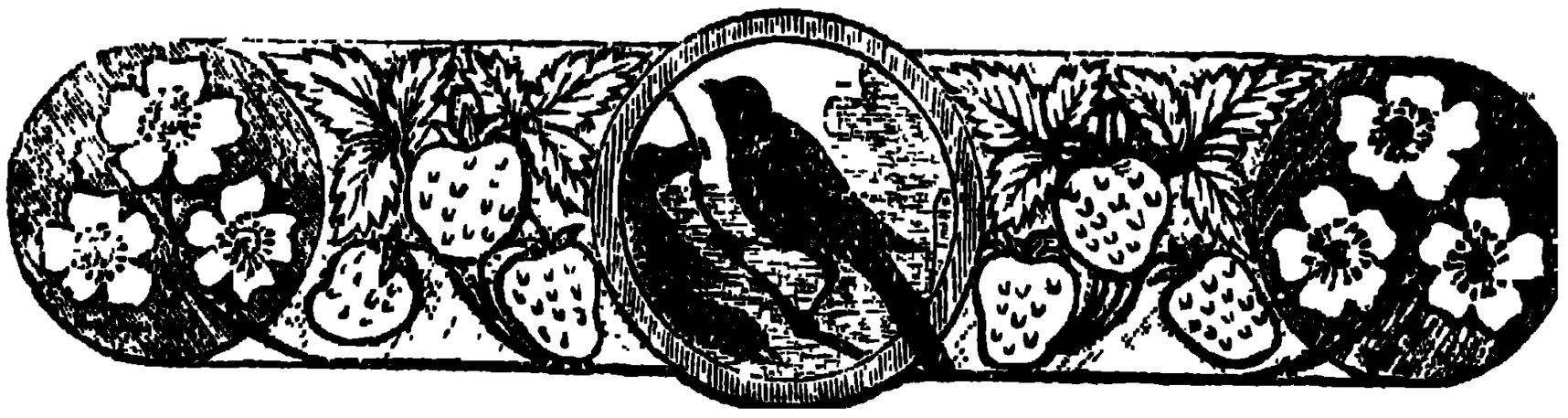

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী তটে।

অগ্রদ্বীপের কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবজ্‌রায় কে?"

সহচরী নির্ভয়ে উত্তর করিল—"তুমি কে?"

কাজি। আমি নবাবের অগ্রদ্বীপের কাজি।

কিং। তুমি জান এ বজরা কার?

কাজি। জানি, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর।

কিং। তবে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে এস কেন? অতিথি হইয়া চোর ধরিতে এস কেন?

কা। নবাবের ঘরে—নবাবের নিমকের গোলাম তাই চোর ধরিতে আসি।

কিং। কাল তোমার কি দশা হ'বে জান?

কা। ইমান মিলিবে।

কিং। কাল তোমার মাথা শেয়াল শকুনে খা'বে।

ব্যতীত এই বজ্‌রার আর দুইটি সহচরী চিল। একটির নাম ছবিরণ ও অপরার নাম জিজিরণ। জিজিরণ সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা ও সুন্দরী। আমিরণ মধ্যে মধ্যে রহস্য করিবার জন্য কেলোর সহিত জিজিরণের বিবাহ দতে চাহিত এবং গহনা গড়িতে বলিত। কেলো সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সার্ব্বভৌমের সহধর্ম্মিণীর নিকট গহনা গড়িবার প্রার্থনা করিত; কিন্তু সাহস করিয়া সার্ব্বভৌমের নিকট কোন কথা বলিত না। সৈনিক পুরুষ কেলোকে বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিয়া নিজে সশস্ত্র হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল।

বজরার যে প্রকোষ্ঠে নজিরণের সহচরীগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, কেলো সেই গৃহে অগ্রে গমন করিল। আমিরণ কেলোর হাত ধরিয়া চুপে চুপে বলিল—ঘোষ মহাশয়, জিজিরণ সঙ্গে এই রাত্রে তোমার বে হবে। গহনা যা পার দিও। এই বজরার গুপ্তগৃহে তোমার বাসর ঘর হ'বে। অগ্রদ্বীপের কাজি আর তোমার সারভৌম ঠাকুর সেই বাসর ঘর ও বে ভাঙ্‌তে এসেছে। খবরদার, সাবধান, সে গুপ্তঘর দেখিয়ে দিলে বে হ'বে না।

কেলো আমিরণের এই কথায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আজ্ঞে, তা, তা আমি তা কিছুতেই দেখাব না। সারভৌম ঠাকুর বড় সয়তান, বড় বেল্লিক। সেদিন শিবনাথ শিরোমণি মশায় মা তাঁর বড় পৌত্রীর সঙ্গে আমার বে দিচ্ছিলেন আরকি,—তা ঐ বজ্জাত বামন ভেঙ্গে দিলে—কত গা'ল দিলে। মা ঠাকুরাণ ভাল, তাই বামুনের বাড়ী থাকি। তিনি মাসের মধ্যে দশটা সম্বন্ধ করেন, তা ঐ দুষ্ট বামুন ভেঙ্গে দেয়।

আমিরণ। তা যা হ'ক কথাটা যেন ঠিক থাকে।

কালা। আজ্ঞে—আজ্ঞে, তা খুব ঠিক থাক্‌বে।

এই কথার পরে জিজিরণ কেলোর দিকে তাহার আয়ত নয়ন ঘুরাইয়া হাসিমাখা মুখে বেশ দুটী কটাক্ষ করিল। কেলোর মাথা ঘুরে গেল,—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কেলো ধীরে ধীরে সার্ব্বভৌমের নিকট উপনীত হইল। সার্ব্বভৌম বলিলেন—বাবা কৃষ্ণচন্দ্র এসেছ, বেশ হয়েছে। কাজি সাহেব এই বজরার গুপ্ত ঘরটি দেখ্‌তে চাচ্ছেন, তুমি বাবা দেখিয়ে দেওত।

কেলো ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ভেঙ্গানের বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—"তুমি মাসের মধ্যে কেলোর দশটা বে ভাঙ্‌বে, আর কেলো তোমাকে গুপ্ত ঘর দেখিয়ে দেবে। এ বে কিছুতেই ভাঙ্‌তে দিচ্ছি না। এ বজরায় গুপ্ত ঘর টর নাই। সকল সময়ে কেলো, আর বে ভাঙ্‌বার বেলায় বাবা কৃষ্ণচন্দ্র, মণি, সোনা, গোপাল, ধন কতই বলা হয়। যাও ঠাকুর যাও। এত রাত্রে এ বজরায় মর্‌তে এসেছ কেন?"

সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, নজিরণের সহচরীগণ তাহাকে বিবাহের কি মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছে। তিনি হাসি মাখা মুখে বলিলেন—"ঘোষজা, এত রাগ করছ কেন? শিবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গেই তোমার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌ব। আমি ভেবে দেখেছি, শিরোমণির মা অতি সাধু প্রস্তাবই করেছেন। দশভুজার বয়স একাদশ বৎসর হয়েছে। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি শিল্পকর্ম্মনিপুণা। আগামী বৈশাখ মাসেই শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর্‌ব।"

কা। যাও ঠাকুর যাও, তোমার আর উদ্বন্ধন হরিনাম ক্রিয়া কর্‌তে হ'বে না। আমার ক্ষমতা থাকে, ঘোষের বেটার বংশে, কুল, রূপ, গুণ থাকে, বে হ'বে, না হয় না হবে। তোমরা এখন বজ্‌রা হ'তে নেমে যাও।

সা। না হে বাপু না। উদ্বন্ধন নয়—উদ্বাহ; হরিনাম ক্রিয়া নয়,

"আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, তোমার কথা শুনে ভাল হয় নাই। এই দেখ আমার সঙ্গে ছোরা রয়েছে ; ও কয়েকজন সৈন্য আর কাজি আমার কিছুই করতে পারত না।"

নজিরণ। আত্মরক্ষা করে পলাতে পারলেও নবাবের রাজ্য ছেড়ে কোথায় যেতে ?

নিরঞ্জন। ছদ্মবেশ ধর্‌তেম, ছদ্মবেশ ধরে হিন্দুর তীর্থে তীর্থে বেড়াতেম, আমারত কিছুই নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, ধনসম্পত্তি নাই, সবই অগ্রদ্বীপের কাজি হ'তে গেছে। যে কয় দিন বাঁচতেম দেশের কার্য্যেই জীবন পাত কর্‌তেম।

নজিরণ। তোমার কথায় আমি বিশ্বাস গেলেম না। স্বয়ং কাজি এক তরবারি লয়ে গুপ্ত গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বজ্‌রার চারিদিকে সশস্ত্র প্রায় ৫০ জন সৈনিক ছিল। এদের হাত ছাড়িয়ে গঙ্গা সাঁত্‌রে আত্মরক্ষা করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই।

নির। তোমার কথায় যে আমি ভীরু কাপুরুষের ন্যায় আমিষ শিশুের মত ধরা পড়লেম, এই আমার আক্ষেপ। আমার ইচ্ছা ছিল, এই ছুরী আমার চিরশত্রু কাজির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিব।

নজি। তা তুমি পারতে না, কাজির সঙ্গে অনেক লোক ছিল।

নির। তুমি আমাকে চা'ল কলা খেকো খোলা কাটা বামনই মনে করেছ। আমি কাশীতে যখন ন্যায় বেদান্ত ও বেদ পড়ি, তখন কাশীরাজের বাড়ীতে ভাল ভাল মল্লের নিকট কুস্তি, তীরন্দাজের নিকট তীর চালনা, অসিচালকের নিকট অসি যুদ্ধ, এমন কি আগ্নেয় অস্ত্রের পর্য্যন্ত ব্যবহার শিক্ষা করেছি ; আমরা যখন কাশীহ'তে পাঠ সমাপন করে বাড়ীতে আসি, আমরা ৮টি মাত্র ছাত্র। প্রায় তিনশত পাঠান দস্যুতে আমাদের ঘেরাও করে। আমাদের হাতে কেবল

নির। সে কথায় কি আর কোন সুফল ফল্‌বে? তুমি যুবতী, আমি যুবক। তোমার সহচরী কয়েকটি যুবতী রমণী, আর তোমার প্রহরী কয়েকজন খোজা। সময় রাত্রি। সার্ব্বভৌম ও কাজি কি ভাবে কথাটা দাঁড় কর্‌বে তারও ঠিক নাই। তারা দুই জনেই আমার পরম শত্রু, তুমি বাঁচলেও বাঁচতে পার; আমার সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা গিয়েছে, কাল আমার জীবনও যাবে।

নজি। আমার জীবন থাক্‌তে তোমার জীবন যাবে না; এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে আমার দোষে নষ্ট হ'তে দিবনা; তুমি জাননা, এরাজ্য আমার পিতার; ধন সম্পত্তি আমার পিতার; সৈন্যগণ আমার পিতার। আমার পিতার মৃত্যুতে সৈন্যগণের সন্দেহ যে না হয়েছে এমন নয়। অনেক বড় বড় সৈনিক পুরুষেরা আমায় বলেছে, আমার চাচাই আমার বাপজানকে খুন করেছে। আমার মার মৃত্যুও সন্দেহজনক।

নির। তোমার পিতার যদি গুপ্তহত্যা হয়ে থাকে, এই ছুতায় তোমার প্রকাশ্য হত্যা হ'বে। নবাব সুলেমান অতি চতুর, এখন সকল উজির, আমির, সেনাপতি, সৈনিক সুলেমানের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর

নজি। তারা চাচার কিঙ্কর, ভয়ে। আমার প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

নির। এ ঘটনা প্রকাশ হ'লে তারা কি মনে কর্‌বে?

নজি। আমি বল্‌ব আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য চাচার এক কৌশল।

নির। মিথ্যা কথা? জীবনের ভয়ে মিথ্যা কথা?

নজি। তোমার কি জীবনের ভয় নাই?

নির। আমার জীবনের ভয় নাই। আমি মরিতেও পারি, মারিতেও পারি। আমার আক্ষেপ, দেশের কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না; জন্ম

ভূমির কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না। আমার কষ্ট—বঙ্গের দুরবস্থা সমান থাক্‌ল। আমার ভয়—নিন্দার। যে নিরঞ্জন হরদেব ন্যায়রত্নের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, যে নিরঞ্জন কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলী-বিজয়ী আদ্বিতীয় পণ্ডিত, যে নিরঞ্জন হিন্দুর পরম সুহৃদ, সেই নিরঞ্জনের পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার কি প্রেমপিপাসু মুসলমানের যুবতীর গৃহে রজনীতে গুপ্ত প্রেমলিপ্‌সা? কা'ল জনসমাজে কি করে মুখ দেখাব? কি মনস্তাপ! কি আত্ম গ্লানি। দয়াময় হরি, এই কি তোমার মনে ছিল? শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মা! আর কত দুঃখ দিবি!

অপরিণাম দর্শীর পরিণাম এইরূপই বটে। আমি ফলাফল না ভেবে, হিতাহিত চিন্তা না করে, তোমার বজ্‌রায় উঠেছি। বালকের ন্যায়, পাগলের ন্যায়, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে পরিণামের দিকে দৃষ্টি করি নাই। এখন বুঝ্‌লেম, আমার ন্যায় অপরিণামদর্শীর এইরূপ আত্মগ্লানি, এইরূপ মনস্তাপ, এইরূপ কলঙ্ক হওয়াই উচিত। আমি যাহার অধিকারী হ'তে পাইব, তাহাতে আর আক্ষেপ কি? কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া মরিতে হয় মরিব, সেও আমার কর্ম্ম ফল। নজিরণ! তুমি যদি মর, তবে আমার বড় মনস্তাপ। আমি তোমা অপেক্ষা বয়সে বড়, অনেক দেশ দেখেছি, অধ্যাপককে আমার জন্য বহু পরিশ্রম কর্‌তে হইয়াছে, কিন্তু আমার যে কোন জ্ঞান হয় নাই, তা আজ জান্‌লেম। তুমি বালিকা, মুসলমানের অন্তঃপুরচারিণী; তোমার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। তুমি আদরের পুতুল, সোহাগের প্রতিমা। তোমার ভ্রম ক্ষমার যোগ্য। আমার দোষের প্রায়শ্চিত্ত নাই, দণ্ড বিধান নাই।

এইরূপে দুই জনে কত কথা হইতে লাগিল। কষ্টের সময়, দুশ্চিন্তার সময়, অন্তরের চাঞ্চল্যের সময়, লোকে নির্জ্জনতা ভাল বাসে। কথা বলিতে

বিশ্বস্ত প্রাচীন ভৃত্য কালীমন্দিরের দ্বারদেশে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল। নিদ্রে! তুমি আজ নিরঞ্জন ও নজিরণকে পরিত্যাগ করিয়াছ কেন? তোমার অব্যাহত গতি, তোমার অসীম বল। তুমি রজনীর সহচরীরূপে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইয়া বিষম যাদুমন্ত্রে তাহাদিগকে মুগ্ধ কর। তোমার অনুচর স্বপ্ন কত কুহকে জীবজগৎকে মুগ্ধ করে। নিদ্রে! তুমি শোকাতুরের শান্তি দাত্রী, তুমি বিপন্নের ক্ষণিক আশ্রয়দাত্রী, তুমি চিন্তাশীলের চিন্তাহারিণী, তুমি শ্রমশীলের শ্রমহারিণী। তোমার মোহ দেখিয়া মহানিদ্রার মোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। পাপ কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়াও মহানিদ্রার অঙ্কে মস্তক রাখিবার সাহস করিতেছি। তোমাতে আর মহানিদ্রায় প্রভেদ কি? তুমি দৈনিক শ্রমের শান্তিদায়িনী, আর মহানিদ্রা জীবনব্যাপী শ্রমের শ্রান্তিহারিণী, তবে কেন মহানিদ্রার জন্য ভীত হইব? নিদ্রায় অল্প সময়ের জন্য স্বজনগণকে ভুলিতেছি; মহানিদ্রায় জানি না কত কালের জন্য স্বজনগণকে হারাইব। এখন বিচার, স্বজন কে? সংসারে কি স্বজন আছে? স্বার্থশূন্য স্বজন যদি পাও, তবে আর তুমি মহানিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইও না। সহধর্ম্মিণীর ক্রোধবঙ্কিম মুখ খানি কি মনে পড়ে? তনয়তনয়ার স্বার্থপূর্ণ চিবুকটি কি মনে হয়? ভ্রাতা ভগিনীর স্বার্থের আকর্ষণ টুকু কি কখন লক্ষ্য করিয়াছ? এসব যদি লক্ষ্য না করিয়া থাক, তবে মানব তুমি অমর হইয়া ইহলোকে বিচরণ কর,—মহানিদ্রাকে আর আহ্বান করিও না।

প্রেমচাঁদ। বড় সর্ব্বনাশ! নিরঞ্জন ঠাকুর আর নবাবের ভাইজি ধরা পড়েছে। কালী বাড়ীতে তাদের বন্দী করে রেখেছে। পাহারার খুব ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। একথা কাউকে বলতে মানা। তুমি বুড়ো মানুষ তাই তোমাকে বল্‌লেম।

যোগ। নিরঞ্জন ঠাকুর হ'ক আর নজিরণ বিবি হ'ক তাতে আমাদের বয়ে গেল। আমার তারা না ধরা পড়লেই বাঁচি। বাবা তুই বাড়ী যা।

এই প্রেমচাঁদের কথায় যোগমায়ার শিরে যেন সহস্র বজ্র পড়িল। তিনি দ্রুতবেগে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে তিনি সহসা মতি স্থির করিলেন। তিনি দীনা, মলিনা ভৈরবীবেশে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণসহ বহির্গত হইলেন।

পথি মধ্যে দেখিলেন এক ক্ষুদ্র তরীতে দুই জন ধীবর মৎস্য ধরিতেছে। তিনি তাহাদিগকে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন। রমণী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অথচ গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীবর ভয়বিহ্বল চিত্তে নিকটে আসিল। যুবতী তাহার হস্তে পঞ্চ মুদ্রা দিয়া বলিলেন—"আমি কালীমার পূজা করি, ভৈরবী গঙ্গার দক্ষিণ পারে থাকি। একটি শবে উঠিয়া গঙ্গা পার হইতাম। সে শব এক্ষণে উদ্ধার হইয়া গেল। আজ আর পারের উপায় নাই। আমি মার পূজার পরে যখন ফিরে আস্‌ব, তখন যোগ মগ্ন থাক্‌ব, কথা বলব না। আমাকে গঙ্গার পরপারে নবাবের ভাইঝির বজরাগুলি যেখানে আছে, ঐ স্থানে নামিয়ে দেবে। আর মাছ মের না, তোমার পারিশ্রমিক দিলাম।"

ইতর শ্রেণীর ধীবর এক সঙ্গে পঞ্চ মুদ্রা পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। যুবতীকে ভৈরবী বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং তাঁহার কথা সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিল।

অনন্তর যোগমায়া দ্রুতপদে কালীমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া দেখিলেন কালীর পরিচারক স্বরূপ দ্বারে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে। মৃদু মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"স্বরূপ! আজ এখানে কেন?"

স্বরূপ নিদ্রোত্থিত হইয়া ভৈরবীর পদে লুণ্ঠিত হইল এবং ভয়বিস্মিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল"—মা! আপনি কে? এত রাত্রে!"

যোগ। বাছা! আমায় চেন না? আমি ত্রিপুরা ভৈরবী। আমি মার পূজা করি। তোমার দিগম্বর ঠাকুরত কেবল ফুল ছড়িয়েই ঘণ্টা বাজান আর চিনি কলা নৈবিদ্যি আর পাঁঠার মাথা বেঁধে নিয়ে বাড়ী পালান।

স্বরূপের এ কথায় বিশ্বাস হইল। সে দিগম্বরের উপর রুষ্ট। দিগম্বর তাহাকে চিনি কলার ভাগ অল্পই দিয়া থাকেন। স্বরূপ বলিল—"মা, তা সত্যি, ঠাকুর পূজা করে না। আমায় কিছু দেয় না। কিন্তু তা হলেও আজত আপনি পূজা করতে পারবেন না। ভাঁড়ার ঘরে বদমায়েস বন্দী আছে। বিশেষ দরজার চাবি আমার কাছে নাই।"

যোগ। বাপ, বল কি? শত বদমায়েস থাক্, তাতে আমার পূজার ব্যাঘাত হ'বে কেন? আমি পূজা না করলে মার পূজা হবে না, আমার দুই দিনের মধ্যে আহার হবে না। মার পূজা না হ'লে কি হয় তা ত জান। তোমারও ছেলেটা মেয়েটা আছে—মার ঘর খুলতে আমি যে চাবি লাগাব তাতেই খুলবে।

স্বরূপ এই কথায় ভয় পাইল। এমন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল। স্বরূপ চুপে চুপে ভৈরবীকে বলিল—"মা, পার ত দরজা খুলে তাড়াতাড়ি পূজা সেরে যাও।"

যোগ। তা যাচ্ছি। আমি ফিরে যাবার সময় কথা কহিব না, তখন আমি যোগমগ্ন থাকিব।

জেলের নৌকা দেখ্‌বে। সেই নৌকায় উঠ্‌বে। সেই নৌকায় উঠ্‌লেই তোমাকে তোমার বজরা গুলি যেখানে আছে সেখানে নামিয়ে দেবে। তুমি তীরে উঠে একটু এদিকে ওদিকে যাবে। তারপরে মাঝিরা অদৃশ্য হ'লে, এ সাজ পোষাক ফেলে দিয়ে, গা ধুয়ে আবার নজিরণ সেজে তোমার বড় বজরায় ঘুমিয়ে থাক্‌বে। কা'ল তোমার চাচা জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বে—"আমি নিরঞ্জন ঠাকুরকে চিনি না। বাঁদী আর খোজারা পাঁচ মোহর সন্দেশ খেতে পেয়ে, কোন ঠাকুর আর তার স্ত্রীকে এক বজ্‌রায় উঠিয়ে ছিল। ঠাকুর বড় ভাল গান করে, তাই বাঁদীদের আগ্রহে আমি একখানা বজরা দিতে হুকুম দিয়ে ছিলেম। পথে কারো সঙ্গে কোন কথা বলো না।"

নজিরণ ভৈরবী সাজিয়া ঈষৎ কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া যোগমায়ার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলেন। বলা বাহুল্য নজিরণ বুঝিলেন, নবীনা ভৈরবী নিরঞ্জনের ধর্ম্মপত্নী। নিরঞ্জন তখন নির্ভয়ে হাসিয়া বলিলেন—"ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার পতিভক্তি!"

যোগমায়া লজ্জিত হইয়া বিষয়ান্তরে কথা লইবার জন্য বলিলেন—দেখ দেখি, তোমার গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষমালা এনে ভাল করে ছিলেম কি না?

নির। তুমি বেমালুম ভৈরবী সেজে ছিলে; এখন তেমনই বেমালুম মুসলমানী সেজেছ। এখন হুকুম কর, কা'ল নবাবকে কি বল্‌তে হ'বে।

যোগ। এই এক প্রহর দেড় প্রহরের মধ্যে বুঝি নিজে হুকুম তামিল করে এখন সকলের কথাকেই হুকুম বল? দাসী আবার প্রভুর প্রতি হুকুম ক'রে থাকে কবে?

নিরঞ্জন এই কথায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার প্রতি সন্দেহ কর?"

করিত। স্বরূপ নিরঞ্জনকে চিনিত। সে নিরঞ্জনের দেবভক্তি, পাণ্ডিত্য ও বাক্‌পটুতার জন্য ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। স্বরূপের যত্নেই নিরঞ্জন সেই বন্দিগৃহে পৃথক্ পর্য্যঙ্ক ও উত্তম শয্যা পাইয়াছিলেন।

ছিল। সুলেমান বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গার উভয় তীরে তাণ্ডানগরী সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তাণ্ডা নগরীতে নবাবের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর উত্তর তীরে তাণ্ডার বাজার ও ধনী মহাজনগণের বিপণি-বীথি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাণ্ডার অবস্থিতি ভূমি ভাল হওয়ায়, বহুদিন বঙ্গে অরাজকতার পর কথঞ্চিৎ শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায় ও সোলেমানের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যে তাণ্ডা সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিল। যে স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বনজ তরুলতার অভ্যন্তরে নানাজাতীয় বিহঙ্গকুল কূজন করিত, সেই স্থলে এক্ষণে গঙ্গার উভয় তীরে সুধাধবলিত সৌধমালা-বিরাজিত নগরী মধ্যে ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমজীবিগণের কোলাহলে পূর্ণ হইল ও গুণী, জ্ঞানী, শিল্পিগণ স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে লাগিল। এই সমৃদ্ধিশালিনী তাণ্ডা নগরী এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে। মোগল সম্রাটদিগের সময়ে সংস্থাপিত বর্ত্তমান রাজমহল নগর তাণ্ডা বিলোপসাধনের পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনুমান হয়, রাজমহলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বে তাণ্ডা অবস্থিত ছিল।

বঙ্গে অরাজকতার সময়ে সোলেমান কররাণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁ স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে একদল পাঠান সেনা গঠন পূর্ব্বক তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গৌড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল জয় করিয়া, নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন ও বঙ্গদেশের অনেক অংশ শান্তিময় করিয়া তুলেন। তাজ খাঁ স্বীয় সৈনিকগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং শাসন ও পালন গুণে তিনি প্রকৃতি পুঞ্জেরও সাতিশয় ভক্তিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সোলেমান তাজ খাঁর সহায় ও অতি বিশ্বস্ত ভ্রাতা ছিলেন। পরে যখন তাজ খাঁর যশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল এবং

লোকে তাজ খাঁকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন সোলেমান মনে মনে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভ্রাতার উচ্চপদ অধিকার করিবার জন্য সোলেমানের লালসা হইয়া উঠিল। অনেকে সন্দেহ করেন, সোলেমান গোপনে বিষপ্রয়োগে ভ্রাতা তাজখাঁর নিধনসাধন করেন। সোলেমানও বুদ্ধিমান ও পরমকৌশলী ছিলেন। তাজখাঁর নিধনে গৌড়ের প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যগণ বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সোলেমান প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যগণমধ্যে বিদ্রোহিতার লক্ষণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ঘৃণাক্ষুব্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের ম্লান মুখ দেখিবার আশঙ্কায় রাজধানী গৌড় হইতে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং নানা উপায়ে সৈন্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান ভাব দেখাইতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃকন্যা নজিরণের প্রতি বড় আদর সোহাগ করিতে লাগিলেন। তাজ খাঁর স্ত্রী বা অন্য পুত্র সন্তান ছিল না। নজিরণ আহ্লাদের পুতুল হইয়া উঠিলেন।

সোলেমান নূতন নগরী নির্ম্মাণের পর বাঙ্গালা বিহারে সুদৃঢ় আধিপত্য সংস্থাপনান্তে মোগলগৌরব রবি বাদসাহ আকবরের সহিত সখ্য স্থাপনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট নানা উপায়ন পাঠাইলেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বাদসাহ আকবরও বিনা শোণিতপাতে পূর্ব্ব রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল দেখিয়া, পরম পুলকিত হইলেন। সোলেমান আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীন বলিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু স্বরাজ্যে স্বাধীন বাদসাহ বলিয়াই ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মোগল-গৌরব-রবি আকবর এই সময়ে রাজপুত-কুল-গৌরব প্রতাপ সিংহের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সহিষ্ণুতা, উদ্যম, উদ্যোগ কৌশল সন্দর্শনে তাঁহার বীর হৃদয়েও

কয়েকখানা গ্রাম সকর ছিল। তাঁহার পাকা দোমহলা বাড়ী ছিল এবং বাটীতেও কয়েকটি দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগ্রহ মূর্ত্তির নামানুসারে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক ছিলেন।

প্রথমে নিরঞ্জন গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তিনি নবদ্বীপে যাইয়া বিখ্যাতনামা পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র হরদেব ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায় ও জ্যোতিষ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শক্রমে মিথিলায় যাইয়া ন্যায়ের কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বারাণসী ধামে যাইয়া বেদান্ত মীমাংসা ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন। যৎকালে পাঠ সমাপন করিয়া নিরঞ্জন বাটী আসিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা সুধীরঞ্জন মিথিলায় ন্যায় পড়িতেছিলেন। নিরঞ্জন যখন গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তৎকালে দেশীয় প্রথানুসারে তিনি মৌলবীর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পারশিক ও আর্ব্বি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন, বেদে ও কোরাণে তাঁহার তুল্য অধিকার জন্মিয়াছিল। পশ্চিম দেশে বেদ পাঠকালে নিরঞ্জন মধ্যে মধ্যে মৌলবী দিগের সহিত বিচার করায় কোরাণাদির তাৎপর্য্য বিস্মৃত হন নাই। নিরঞ্জন বলিষ্ঠ ও সুশ্রী যুবক ছিলেন। তিনি মল্লযুদ্ধ, অসি ও তীর চালনা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। জেতা ও বিজেতার পার্থক্য তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিন্দুগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হইলে, মুষ্টিমেয় মুসলমান হিন্দুর ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে। কাশীতে অবস্থিতি কালে তিনি মল্ল সমাজে অনেক হিন্দুবীর চরিত্র অবগত হইয়াছিলেন। অনেক মুসলমান যোদ্ধৃগণের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, হিন্দুই মুসলমান

হইলেন এবং মাতুলানীগণের নিজ নিজ স্নুষাগণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। যোগমায়া পাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাচিকা, জল-সংগ্রহে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা সুকৌশল-সম্পন্না বলিয়া প্রশংসা পাইতে লাগিলেন। বাটীর শিশু পুত্রকন্যাগণ তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ দীননাথ যোগমায়ার পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মাতা-মহী মুক্তকণ্ঠে যোগমায়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যোগমায়ার এত প্রশংসা—এত আদর সত্ত্বেও সেই বাটীতে কেহ যোগমায়ার শত্রু হইলনা এবং কেহ তাঁহার হিংসা করিত না।

আমরা যে সময় হইতে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি, তখন নিরঞ্জনের তিন মাস তাণ্ডায় আসা হইয়াছিল। সোলেমান কররাণি অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বঙ্গেশ্বর ছিলেন, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত তাণ্ডা নগরীতে বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। বঙ্গেশ্বর মৌলবী ও পণ্ডিতগণকে সমভাবে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার নব নগরীতে জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সকলেই বিশিষ্টরূপ উৎসাহ পাইতে ছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে নিরঞ্জন তাণ্ডায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন দলে দলে মৌলবীগণকে কোরাণের বিচারে ও পণ্ডিতগণকে সাহিত্য, দর্শন ও বেদের বিচারে পরাস্ত করিতে ছিলেন। গায়ক ও বাদকগণ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছিলেন।

নিরঞ্জন যে কেবল বিচার করিয়া নিরস্ত ছিলেন, তাহাও নহে। তিনি নবাবের সহিত দেখা করিবারও যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছিলেন। সেকাল ও একালে অনেক প্রভেদ। বিশেষতঃ নিরঞ্জনের প্রার্থনীয় বিষয় বড় গুরুতর। নবাব-সরকারের আমির ও উজিরগণ নিরঞ্জনকে

আশা দিয়া শুভ সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলেন। সোলেমান গুণগ্রাহী ছিলেন। নিরঞ্জনের বিচার করিবারও উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, নবাব তাঁহার গুণের পরিচয় পাইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের পথ সুপরিষ্কৃত হইবে। বাস্তবিক নবাবও নিরঞ্জনের গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এত দিন নিরঞ্জনের সহিত নবাবের দেখা হইত, কিন্তু তাহার এক অন্তরায় ঘটিয়াছে। নিরঞ্জন তাণ্ডায় সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন জানিয়া, অগ্রদ্বীপের কাজি কোন রাজকার্য্যের ব্যপদেশে কয়েক শত সৈন্যের সহিত তাণ্ডায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার কয়েক জন আত্মীয় নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক পক্ষে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ নিরঞ্জনকে অসাধারণ লোক বলিয়া নবাবের নিকট তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, অন্য দিকে কাজির পক্ষীয় নবাবের পার্শ্বচরগণ নিরঞ্জনকে রাজদ্রোহী, অত্যাচারী, মুসলমানদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিতে ছিলেন। এই কারণে সোলেমান নিরঞ্জনের সহিত দেখা করিতে ইতস্তত করিতেছেন।

সলিম সা ফকির নবাবের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মবলে নবাবের বেগম মহালেও তাঁহার অব্যাহত গতি হইয়াছে। সলিম কথাপ্রসঙ্গে বেগম মহলে নিরঞ্জনের গুণ ও নিরঞ্জনের প্রতি অগ্রদ্বীপের কাজির অত্যাচারের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। নিরঞ্জন সম্বন্ধে নবাব ও সলিমেও কথা হইয়াছে। সলিম বুদ্ধিমান। তিনি ধীরে ধীরে নবাবের মনের গতি নিরঞ্জনের অনুকূলে আনয়ন করিতেছিলেন।

নজিরণ যে নিরঞ্জনের জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে, সে কেবল নিরঞ্জনের সঙ্গীতে নহে। সলিম নজিরণের নিকটও নিরঞ্জনের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সলিমের ইচ্ছা ছিল, বেগম সাহেবা, সম্রাটের প্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা

বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। নবাব অনুমতি করিলে, তাহাদিগকে নবাব সদনে প্রেরণ করা হইবে। এই সংবাদে সোলেমান চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত উজির ও আমিরের সহিত কালীমন্দিরের নিকটস্থ বকুল তরুর মূলে আগমন পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়াছেন। স্বরূপের বাক্য শ্রবণে সোলেমান বলিলেন—"কাজি সাহেব ও সার্ব্বভৌম ঠাকুর! তোমরা বোধ হয় ভুল করেছ। দোষী লোকে নির্ভয়ে ঘুমাতে পারেনা। তোমরা নিরঞ্জনকে যত দোষী বল্‌ছ, আমি তত তার প্রশংসা শুন্‌ছি। সে পণ্ডিত, সে মৌলবী, তার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হবে না।

কাজি। জাঁহাপনা! মাপ্ কর্‌বেন, বোধ হয ভুল হয় নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

সার্ব্ব। খোদাবন্দ! ভুল করি নাই। সেই দুষ্ট আর ছোট বেগম সাহেবা।

সোলেমান। তোমরা কি নজিবণকে চেন?

নজিরণকে, চিনিলেও সার্ব্বভৌম ও কাজিব সাহসে কুলাইলনা। অসূর্য্যম্পশ্যা সম্রাটেব ভ্রাতৃকন্যাকে তাহাদিগের চিনিতে পাবা সঙ্গত নহে। তাহারা উভয়ে সমস্বরে বলিলেন—"আজ্ঞা, আজ্ঞা, তাত বড়—তবে কিনা, তবে কিনা, হুজুবেব বজরা কাপড় চোপড় গহনা গাঁটী অনেক দেখ্‌লেম।"

স্বরূপ এই অবসরে যুক্তকরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমারত সে হুজুরের ভাইজির মত ঠেকেনা। তাদের দুইজনের ভাব দেখে আমার বোধ হলো, ঠিক ঠাকুর ঠাকুরাণী, আমের গাছে শ্যামলতা। আজকালকার দিনে এই রাজধানীতে বাদসাহী ধরণে গহনা কাপড় অনেকেই কর্‌ছে। আমি ঠাকুরকে মানা কর্‌লেম, আমাদের ছোট লোকের কথা কি থাকে?"

পলাশ-সুন্দরীগণ বাসন্তী রঙ্গের বসন পরিয়া তরুশিরে হেলিয়া দুলিয়া যেন গর্ব্বের হাসি হাসিতেছে। তদ্দর্শনে রক্তবর্ণ কিংশুক-বস্ত্র-মণ্ডিতা শাল্মলী পুষ্প সুন্দরীগণ মৃত্তিকায় বদন লুকাইতেছেন। নীলাম্বরাবৃত-দেহা অপরাজিতা পত্রপুষ্পের অন্তরালে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া এই রহস্য অবলোকন করিয়া কৃষ্ণরাগ রঞ্জিত দশনপংক্তি বাহির করিয়া অল্প অল্প হাসিতেছেন। এমন সময়ে স্থলপদ্মিনী বয়োধিকা প্রৌঢ়ার ন্যায় গোলাপী বসন পরিয়া তরুশির হইতে বায়ু ভরে শিরঃকম্পনচ্ছলে যেন সকলকে বলিলেন—"যা লো যা, বসনভূষণের আবার গর্ব্ব কি? বসনভূষণে যদি গর্ব্ব থাকৃত, তবে বল্ দেখি ময়ূরের কাছে হেঁট মুখ নয় কে? গুণের আদর, ধর্ম্মের মান বড়।" এই কথায় শ্বেতবসন গন্ধরাজ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া মাথা দোলাইয়া মল্লিকা সুন্দরীকে বলিল—"দিদি, যা বল্লে তা ঠিক।" কামিনী হাসিয়া খিল খিল করিয়া বলিল—"ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

জনতা বড় বাড়িয়া উঠিল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কোলাহলে নিকটবর্ত্তী দুইজনের কথাও পরস্পর শুনিতে পাইল না। তখন নিরঞ্জন ভূতলে জানু পাতিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন—"জাহাঁপনার অনুমতি হইলে, আমার ধর্ম্মপত্নী তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে আসিতেন। আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় অনেক আছে। আজ যদি সুপ্রভাত হয়েছে, জাহাঁপনার দর্শন লাভ ঘটেছে, তবে আজ সকল দুঃখের কথা নিবেদন করব।

সোলেমান একবার সেই সুবৃহৎ জনতার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। একবার আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিলেন ও একবার আরক্তনয়নে অগ্রদ্বীপের কাজি ও সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি কাজটি বড় ভাল কর নাই। তোমার কাছে আমার মান সম্ভ্রম লইয়া টানা টানি পড়িবে। নজিরণের নিকলঙ্ক

দেবালয়ের সুন্দর ভাব আর কি জীবনে দেখিব? ধর্ম্মভাবে আর কি মন প্রাণ পূরিয়া উঠিবে—এই বলিতে বলিতে তিনি কান্দিতে লাগিলেন।"

সোলেমান যোগমায়ার প্রার্থনা শুনিতে আসেন নাই। তিনি জনতা বিতাড়িত করাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জনতা তাঁহার সঙ্গেই আসে। সোলেমানের আশা পূর্ণ হইল। সোলেমান বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রজা-বধূ, আমি নবাব; তুমি মা, আমি পুত্র; অথবা তুমি কন্যা, আমি পিতা। আমার আবদার তোমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত; তোমার স্বামীর অপরাধ হইয়া থাকে, পরে বিচার করিব। অগ্রদ্বীপের কাজি ও সার্ব্বভৌম কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহারও দণ্ড বিধান হইবে। তোমার প্রার্থনীয় বিষয় সকলও পরে জানিব। প্রার্থনা শুনিবার ও বিচার করিবার এ সময় নহে। জনতা হইতে যে যে কথা উঠিতেছে, মা তাহা তোমার কর্ণগোচর হইতেছে। মা! আজ এক নিরপরাধা ভদ্রমহিলার চরিত্র লইয়া আন্দোলন হইতেছে। তুমি নিরঞ্জনের ধর্ম্মপত্নী, কি আমার ভ্রাতৃকন্যা নজিরণ—উপস্থিত জনতার এই সন্দেহ। তুমি সন্তানের কথায় তোমার দেবোপম মুখ জনতাকে দেখাইয়া অন্য সতীর চরিত্রদোষ ক্ষালন কর। তুমি নারী জাতি। তুমি সকলেরই মাতা; তুমি মাতৃভাবে সকলকে তোমার মুখ দেখাও। তুমি কালীমন্দিরের রকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তোমার দেবী মূর্ত্তির বিমল জ্যোতি বিকিরণ করতঃ যে কলঙ্কের ছায়া নজিরণের চরিত্র গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে দূর কর। সতীর অন্য সতীর গৌরব রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তুমি পতির আদেশে, পতির সঙ্গে, পতির সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পতির অনুগতা হইয়া যে কার্য্য করিতে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে সকলেই তোমার প্রশংসা করিবে—বঙ্গে চিরকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।"

বন্ধন করা না হইলে, তিনি বড় অসুখী হইতেন। নিরঞ্জনের পত্নী বৃদ্ধার কেশবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার অপরা পৌত্রবধূ আসিয়া বৃদ্ধার চরণযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। তৃতীয়া বধূ তাঁহার করযুগল অলক্তরাগে চিত্রিত করিতে লাগিলেন। চতুর্থ বধূ আসিয়া তাঁহার শরীর তৎকালোচিত অঙ্গরাগের দ্রব্য হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও শ্বেতচন্দনে রঞ্জিত করিতে লাগিলেন।

যৎকালে বৃদ্ধা এইরূপে বধূগণ কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা বা সজ্জিতা হইতেছিলেন, তখন নিরঞ্জনের মাতামহ দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া বাহিরে যাইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"আজ বুড়ীর এ সাজসজ্জা কেন?" বৃদ্ধা ব্যস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া মস্তক আচ্ছাদন করিলেন।

যোগমায়া এ বাটীতে আসার পূর্ব্বে কোন পৌত্রবধূ দীননাথের সহিত কথা কহিতেন না। যোগমায়াকে তাঁহার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সম্প্রতি অনেক বধূই বৃদ্ধের সহিত কথা কহিতেন। একটি বধূ বলিলেন,—"আজ প্রভুর দোলযাত্রা, তাই রাধার বেশবিন্যাস।"

এই কথায় বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—"বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী বটে, বৃদ্ধার সহমরণে এইরূপ ঘটাই হবে?"

সকল বধূগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ষাট্—ষাট্, এ অমঙ্গলের কথা কেন?"

বৃদ্ধ পুনরপি বলিলেন—"এ আর অমঙ্গলের কথা কি? তোমাদের সকলকে রেখে আমি মরি, আর বুড়ী ঘটা ক'রে সহমরণে যায়, এইত এখন মহানন্দের কথা।"

বধূগণ নিস্তব্ধ হইলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। এখন সকলের রহস্য পড়িল যোগমায়ার প্রতি। বৃদ্ধা কহিলেন—"আমায় যেমন পেতনি সাজাতে

এই বধূটি একটু লজ্জিতা হইলেন এবং অপরা বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ভৈরবী দিদি! এত অল্প সময়ে তোমার সে বুদ্ধি কেমন করে হলো? তোমার এত লজ্জা, এত ভয়, তাতে তোমার এত সাহস কোথা হ'তে এলো? তুমি অত লোকের মধ্যে ঘোমটা খুলে মুখই বা কেমন করে দেখালে?"

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"যা করেছি দিদি! তা মনে কর্‌লে আমার এখন চমৎকার বোধ হয়। বুদ্ধি সাহস সকলই মা জগদম্বা দিয়েছিলেন। রাত্রি দুপুর হ'লো, তিনি এলেন না, তরমুজ ছোরার কথা মনে পড়লো; তখন বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। যখন চৌকিদারের মুখে শুন্‌লেম,—তিনি বন্দী, তখন শরীরটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল। ভক্তিভাবে মা জগদম্বাকে ডাক্‌লেম, বুদ্ধি সাহস চাইলেম। আগে ভেবে দেখ্‌লেম, সকলকে জানালে একটা মিছে হৈচৈ পড়্‌বে, সব কাজ মাটি হবে। বুদ্ধি, সাহস, বল যেন কোথা হ'তে এলো। যাঁকে যে ভালবাসে, যে যাতে তন্ময় হ'য়ে থাকে, তাঁর ইষ্ট বস্তুর অমঙ্গলে তার আর জীবনের প্রতি মমতা থাকে না। জীবনের প্রতি মমতা না থাক্‌লেই নৈরাশ্য আসে। নৈরাশ্য ফলে অসীম বল, অসীম সাহস, অসীম বুদ্ধি আসে। আমি ভেবে দেখ্‌লেম, আমার পিতৃকুলে এক মাতুল এবং শ্বশুরকুলে স্বামী ও তাঁহার মাতামহ বংশ ভিন্ন আর কেহই নাই। তাঁর জীবনে আমার জীবন, তাঁর মরণে আমার মরণ। যদি আমি মরিয়াও তাঁহার কোন উপকারে আস্‌তে পারি, তবু আমার নারী-জীবন সার্থক হবে। যদি তিনি কলঙ্কী হয়ে জীবনে মরেন, তবে আমার কলঙ্ক, বিপদ ত অতি তুচ্ছ। যদি চেষ্টায় বিফল হই, তবে নবাবের জল্লাদের প্রথম তরবারির আঘাত হইতে পতির জীবন রক্ষা কর্‌ব—তার পরে তাঁর অদৃষ্টে না থাকে, তা হ'বে। স্বামীর সুখের ভাগী হ'তে চাই, তাঁর আমোদের

হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে আমি এই বলিতে চাহি, যে কার্য্য জনসমাজে যে পরিমাণে প্রসারিত হয়, তাহার সত্য তত সহজে বাহির হইয়া পড়ে। নজিরণ ও নিরঞ্জন কালীমন্দিরে এক সঙ্গে ধৃত হইয়া লজ্জা পাইলেন না বটে, কিন্তু সত্য ঘটনা তিন দিনের মধ্যেই তাণ্ডার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

যে রাত্রিতে নজিরণ ও নিরঞ্জন কালীমন্দিরে বন্দী হন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালেই সার্ব্বভৌমের পরিচারক বুদ্ধিমান কেলো ঘাটে পথে গান করিতে লাগিল—"বিয়ের বাকি নাইকো আর, আমিরণ বলেছে মোরে যায়, জিজিরণের সঙ্গে কেমন মজায়, আরে কেমন মজার। কপাল খুলেছে মোর এবার, জিজিরণ মোরে দেখে বার বার, সাজ পোষাকে জিজিরণের কেমন বাহার, আরে কেমন বাহার।" কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষজার সঙ্গীত শ্রবণে তাহার শ্রোতৃগণ সঙ্গীতের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র রজনীর আমূল ঘটনা মুক্তকণ্ঠে তাহাদের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিল।

স্বরূপ তাহার সহধর্ম্মিণীর নিকট অতি গোপনে রজনীর ভৈরবীর কথাটি বলিল। স্বরূপ-পত্নী সেই কথা আবার অতি গোপনে তাহার তিনটি সমবয়স্কার নিকট প্রকাশ করিল। তাঁহারা তিন জনে আবার সেই কথা সর্ব্বাগ্রে অতি সঙ্গোপনে তাঁহাদিগের স্বামীর নিকটে প্রকাশ করিলেন। স্বামিগণ আবার তাঁহাদের বয়স্যগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

সাধু অতি গোপনে তাহার মাতার নিকট রজনীতে যাহা দেখিয়াছিল তাহা বলিল। সাধুর মাতা বহুকষ্টে এই কথা প্রায় এক ঘণ্টা গোপন করিয়া রাখিয়া, অতি গোপনে বিশ্বাসিনী হরির মাতৃষসার নিকট প্রকাশ করিল। তিনি আবার তাঁহার বিশ্বাসিনী হরির জননী, রামের

সহধর্ম্মিণী ও গোবিন্দের প্রণয়িনীর নিকট গোপনে প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে প্রত্যেকে তাঁহাদিগের তিন সখীর নিকট প্রকাশ করিলেন।

ধীবর তাহার পঞ্চমুদ্রা প্রাপ্তির কথা তাহার ধর্ম্মপত্নীর নিকট বলিল। ধীবরবধূ সে কথা আবার তাহার প্রিয় সখীর নিকট বলিল। প্রিয় সখী আবার পঞ্চমুদ্রার স্থলে পঞ্চশত মুদ্রা প্রাপ্তির নূতন সংবাদ গঠন পূর্ব্বক স্বামীর আহারের কালে গল্প করিয়া সখীর কপাল প্রসন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

আমিরণ প্রভৃতি নজিরণের সখীগণও হিন্দুরমণীর প্রত্যুৎপন্নমতি, পতিভক্তি, সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত হিন্দুললনার বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিলেন। বিবাহিত জীবনের সহিত অবিবাহিত জীবনের সুখদুঃখের তারতম্য দেখাইলেন। বলা বাহুল্য, কথাটা অবশ্য সহচরীগণের মধ্যে অতি গোপনেই হইল।

গোপনীয় কথাই বড় রটে। যে দিন প্রাতঃকালে নিরঞ্জন কালীমন্দির হইতে পত্নীসহ মাতামহালয়ে গমন করিলেন, সেই দিনই সন্ধ্যাকালে কোন ধনী মহাজনের নৈশ বিশ্রামাগারে ঐ মহাজনের প্রিয় সখা বলিয়া উঠিলেন—"কথাটা আর বুঝিতে বাকি নাই। তাইতেইত আমাদের মুনি ঋষিগণ আট বৎসরের কন্যার বিবাহ ব্যবস্থা করেছেন। নজিরণের বয়স ১৬ বৎসর, আমার দশভুজার তিন দিনের ছোট, আর অন্নপূর্ণা হ'তে ১৮ মাস ১৭ দিনের বড়। নবাবের বড় অন্যায়। এতবড় অবিয়েত মেয়ে একা একা কেবল দাসী খোজা নিয়ে নৌকায় থাকে। প্রাতঃকালে ছোরা তরমুজ নিরুর নিকট পাঠায়। রাত্রিকালে নিরুকে নৌকায় তুলে নিয়ে আমোদ করতে থাকে। কাজি ও সার্ব্বভৌম বহু কষ্টে ধরে। নিরুর বৌটা বড় চালাক। ভৈরবী সেজে নজিরণকে পার করবার জন্য মাঝিকে

আশা অবিনশ্বর ভাবিতেছ। সকলে চলিয়া যাউক, আর তুমি নিষ্কণ্টকে নিরাপদে সকল সম্পদের অধিকারী হও—এই আশা করিতেছ। তুমি কতক্ষণ এই মহীমণ্ডলে আছ, তাহা কি একবার মনে কর? এই পান্থ-শালায় কত দিনের জন্য অবস্থিতি করিবে, তাহা কি কখন মনে হয়? পার্থিব সম্পদের অসারতা, মানবজীবনের অনিত্যতা কি কখন চিন্তা করিয়া থাক? জীবন স্বপ্ন। ইহার ক্রিয়াকলাপ স্বপ্নের অস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র। যদি দিনান্তে একবার মনে কর, তোমার জীবন-স্বপ্ন এই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে পারে, তোমার সম্পদ বিভব তোমার নয় এবং তুমিও তোমার নও, তাহা হইলে তুমি সকল পাপ তাপ হইতে অনেক উপরে থাকিতে পারিতে।

নজিরণ! তোমায় সকলে ঘৃণা করে করুক, কিন্তু আমি তোমাকে ঘৃণা করিবনা। আমি জানিতেছি, এখনও তুমি নিষ্পাপা। কেবল পাপপ্রবৃত্তি মাত্র তোমার মনে উদয় হইয়াছিল। তুমি সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতেও কিছু অগ্রসর হইয়াছিলে, অবসর পাইয়াছিলে, সুযোগ হইয়াছিল; তাই তুমি অগ্রসর হইয়াছিলে। আমি আমার মনোমন্দিরের স্মৃতির প্রকোষ্ঠ খুলিয়া ফেলিলাম, হায়! হায়! হায়! কোন্ পাপের প্রবৃত্তি আমার মনে উদয় হয় নাই? কোন্ পাপে মগ্ন হইতে অগ্রসর হই নাই? সুযোগ ও অবসরের অপেক্ষায় পাপগুলি অসংঘটিত রহিয়াছে। কোনটির চেষ্টা বা বিকল হইয়াছে। আমি চোর, দস্যু, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারী, রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতী ইত্যাদি ইত্যাদি যত বিশেষণে আমাকে আমি নিজে নিজে বিশেষণ-যুক্ত করিতে পারি, পরে যদি আমাকে এই কথা বলে, তবেই আমার বড় ক্রোধ। পরকে ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে নিজের সহিত তাহার একবার তুলনা করা উচিত। তাই নজিরণ, আমি তোমায় ঘৃণা করিবনা।

নজিরণ! চক্ষুর জল মুছিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর। জীবন পরীক্ষার

করিতে চাও, যদি বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে চাও, যদি মোগল দস্যুগণকে ফুৎকারে উড়াইতে চাও, তবে হিন্দু মুসলমান এক হও। এই উদ্দেশ্যে সকলে সমবেত হও। হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা ও সুবুদ্ধির সহিত পাঠানের শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতার যোগ হউক—মণি কাঞ্চনের যোগ হউক। আমার শৈশব-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার শিক্ষানুসারে আমি অন্তঃপুরচারিণী হইলেও, এই লক্ষ্যের বীজ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি—এই লক্ষ্য-বীজ বঙ্গবাসী হৃদয়ে পোষণ করুন,—আসমুদ্র হিমাচল-ভারতবাসী হৃদয়ে পোষণ করুন। আমি মরিব, তাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, তবে জীবনে কিছুই করি নাই। তাই ইচ্ছা, কিছু দান করিয়া যাই।”

এই কথার পর নজিরণ স্তূপীকৃত দ্রব্যসামগ্রী দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুক দল তাঁহাকে ঘেরিয়া লইল। যে যত দান পাইতে লাগিল, সে তত অধিক দান পাইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। বিষম গোল উঠিল—মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই সময়ে এক পাগল, কিম্ভূত কিমাকার পাগল, সবেগে সৈনিক বাঁধা না মানিয়া ভিক্ষুক দলে আসিয়া প্রবেশ করিল। ইহাকে ফেলিয়া, উহাকে সরাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া দিয়া নজিরণের সম্মুখে আসিল! উচ্চরবে পাগল বলিতে লাগিল—

“আমায় মণ্ডা দিবি, মেঠাই দিবি, কাপড় দিবি জোড়া।
আমায় ঢাল দিবি, তরয়াল দিবি, দিবি একটা ঘোড়া॥
আমায় সেনা দিবি, সামন্ত দিবি, দিবি রাজ্য পাট।
আমায় তুল্‌চে দিবি, গালচে দিবি, দিবি রাজার খাট
ওরে দিবি নবাবের খাট॥

এই কথা বলিয়া পাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—আমি প্রাতঃকাল হ’তে কিছুই খাই নাই, আমার

কিছুই দিলে নারে। আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দিবে, দিবে।—

নবাবজাদি লক্ষ্মী মেয়ে সোনার মত মুখ।
মণ্ডা মিঠাই খেয়ে কাঙ্গালী পাচ্ছে কত সুখ॥
জোড়ায় জোড়ায় দিচ্ছে কাপড় ফেল্‌ছে গোল্লা গালে।
অভয় পাগ্‌লা নেচে উঠ্‌ল লাফের তালে তালে॥"

আবার এই বলিয়া পাগল নাচিতে আরম্ভ করিল এবং উচ্চরবে গান ধরিল—

ওরে মাঘ ফাগুনে ফোটে ফুল, চৈত্র মাসে গুটী।
কেউ খায় ভাত থালে থালে, কেউ খায় বা রুটী॥
সাওন মাসে কাত্তিক পূজো বাড়ী বাড়ী ধূম।
সেটের মা বিধ্‌বে হলো আমার নাইকো ঘুম॥

পাগল এইরূপ কত কি গান করিতে লাগিল। অনন্তর নজিরণের হাত ধরিয়া টানিয়া মিষ্টান্নের নিকট লইয়া বলিল—"আমায় এক কোচ দে।" বস্ত্রের নিকট লইয়া বলিল—"আমায় এক বোঝা দে।" তার পরে চীৎকার করিয়া বলিল—"ওরে আমি এর কিছুই খাব নারে, আমি খাব তোর ঐ গহনা পরা কান।" এই বলিয়া হা করিয়া পাগল নজিরণের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গেল।

কয়েকটি সৈনিক পাগলকে তাড়াইয়া দিতে আসিতে আসিতে সে লম্ফ দিয়া ভিক্ষুক মণ্ডলের বাহিরে গেল এবং "আমি কিছুই নেব না" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার গৃহীত বস্ত্র ও মিষ্টান্ন ভিক্ষুক দলের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সভা হইতে সবেগে কোথায় পলায়ন করিল।

নজিরণ ধীরে ধীরে দানের কার্য্য শেষ করিলেন। পরে এক ভদ্র

হিন্দু ভ্রাতৃগণ, হরিবোল বলিয়া নজিরণের পবিত্রতা ঘোষণা করি—হরি বোল হরি—হরি বোল হরি—হরি বোল হরি।”

এই সকল কথা জনতার মধ্য হইতে শেষ হইতে না হইতে সেই কোরাণধারী পক্ককেশ মৌলবী বলিতে লাগিলেন—“আমরা কি মূর্খ। কি অজ্ঞান! আমরা কি ঘৃণাহীন! নজিরণ নবাব-কন্যা, আমাদের মাতা। আমরা নবাবের আহ্বানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতৃচরিত্র পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। আবার কি না নারীহত্যা দেখিতে আসিয়াছি। ছি-ছি—ছি লজ্জায় আমাদের মুখ লুকাইবার স্থান নাই, মাথা উঁচু করিবার উপায় নাই। মাতা নজিরণ যেরূপ সগর্ব্বে, নির্ভয়ে, অকপটহৃদয়ে মৃত্যু নিকটে জানিয়াও তাঁহার পদোচিত ভাষায় ও ভাবে তাঁহার পবিত্রতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাহাতেও কাহার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না। এস, আমরা সকলে ‘ধন্য নজিরণ’, ‘ধন্য নজিরণ’ বলিতে বলিতে বাড়ী যাই।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। সোলেমানও লজ্জায় অবনতমুখে রহিলেন। নবাব এবং অমাত্যগণের আদেশ ও উপদেশক্রমে নজিরণ কিঙ্করীগণের সহিত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

ফকির। দেশের কার্য্য কর্‌তে পারেন না?

স্বামী। দেশ কারে লয়ে? মানব মানবী লইয়াইত দেশ—তারা ধর্ম্ম পথে থাক্‌লেই দেশের কার্য্য হইল।

ফকির। উৎপীড়নকারী ও উৎপীড়িত এদের দিকে কি দৃষ্টিপাত করেন না? কেবল পর জগতের প্রতিই কি আপনার লক্ষ্য? ইহ-জগতের প্রতি কি আপনার দৃষ্টি নাই?

স্বামী। আমি হিন্দু।

ফকির। তা বুঝ্‌লেম। হিন্দুর লক্ষ্য পর জগতের প্রতি। অত্যা-চারী আর অত্যাচরিত হতে যে পাপ স্রোত প্রবাহিত হয়, তেমন পাপের স্রোত কি আর কোথাও আছে?

স্বামী। উপায় কি! পথ যে দেখি না।

ফকির আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নিরঞ্জনের সহচর সেই সলিম সা ফকির। "স্বামীজি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহাঁর নাম জ্ঞানানন্দ-স্বামী। ইনি তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করেন ও ইহাঁর উদ্দেশ্য ইহাঁর নিজের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার উভয়ে কিছুকাল তরুমূলে নিস্তব্ধ থাকিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সেলিম বলিলেন—"স্বামীজি! আমি একটা প্রস্তাব কর্‌তে চাই।"

স্বামী। করুন, সচ্ছন্দে করুন।

ফকির। অত্যাচার উৎপীড়ন হ'তে দেশে ঘোর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে। হিন্দু পাঠানের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল জ্বল্‌ছে। ঐ যে মোগল আবার এলো এলো। মোগল বালসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে রাজপুতানা দগ্ধ হচ্ছে, পরে সকল ভারত দগ্ধ হ'বে। আপনি স্বামী, আপনার হিন্দু মহালে সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি। আমি ফকির মুসলমান মহালে আমার গতিও সেইরূপ। আসুন, উভয়ে মিলিয়া বিদ্বেষের আগুন নিবাতে চেষ্টা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবাবের অধিরোহণোৎসব।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাণ্ডায় খুব উৎসব হইয়া থাকে—অনেক ধনী মহাজন আসিয়া থাকে ও অনেক গুণী শিল্পীর সমাগম হইয়া থাকে। তাণ্ডায় প্রকাণ্ড মেলা বসে— সুন্দর প্রদর্শনী খোলা হয়। অনেকেই কিছু কিছু উপহার পাইয়া থাকেন। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গের সোলেমান কররাণি বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার রাজ্য দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য বাড়িতেছে, তাণ্ডানগরীর শ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও সোলেমানের যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইতেছে। সোলেমানের সর্ব্ববিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধিরোহণোৎসবের আড়ম্বরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই অধিরোহণের উৎসবে তাণ্ডায় যে: কেবল একটি বৃহতী মেলার অধিবেশন হয়, তাহা নহে। এই উৎসবের সময় সৈনিক গণের পদোন্নতি

এদিন অসি যুদ্ধেও অভয় সিংহ অদ্বিতীয় হইলেন। কোন অসিচালক তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি অসিচালনার, এমন কতকগুলি কৌশল দেখাইলেন যে, তাহাতে দর্শকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তিনি কাহারও হস্তে একটি লেবু রাখিয়া কেবল লেবুটি মাত্র কাটিলেন, অসি হস্তস্পর্শও করিল না। তিনি কাহারও মস্তকে আতা রাখিয়া কেবল আতাটি মাত্র কাটিলেন, অসি মস্তকের কেশও স্পর্শ করিল না। তিনি কতক গুলি তীক্ষ্ণধার অসির উপর দিয়া নগ্ন পদে ক্ষিপ্র গতিতে হাঁটিয়া গেলেন অসি গুলি তাঁহার চরণের ত্বকও স্পর্শ করিল না। তিনি যোদ্ধৃগণকে অসি ধরিতে বলিলেন, চারিখানি অসির মধ্যে আট অঙ্গুলি প্রশস্ত একটি বর্গক্ষেত্রের আয়তন থাকিল। তিনি দূর হইতে যোদ্ধৃগণের স্কন্ধের উপর দিয়া সরল ভাবে আসিয়া সেই চারি অসির মধ্যস্থিত ব্যবধান দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পদাতিকদিগের সৈনিক-ক্রীড়ায়ও তিনি বিশিষ্টরূপে পারদর্শিতা দেখাইলেন।

চতুর্থ দিনে অশ্বারোহী সৈনিকগণের ক্রীড়া হইল। প্রথমে অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনার খেলা। একটি বহুমূল্য সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া ক্রীড়া ক্ষেত্রে আনীত হইল। সমাগত যোদ্ধৃগণ একে একে তাহাতে আরোহণ করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। অনেকেই সেই অশ্বে আরোহণ করিতে পারিলেন না। অশ্বে আরোহণ করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অভয় সিংহ অশ্বের নিকট গমন করিলেন। অশ্বটি পশ্চিমাভিমুখ ছিল, তাহাকে দক্ষিণাভিমুখ করিলেন। তিনি অনায়াসে অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে দক্ষিণমুখে পরিচালিত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে স্বেদজনিত ফেনায়মান অশ্বের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন," অশ্বের দিক

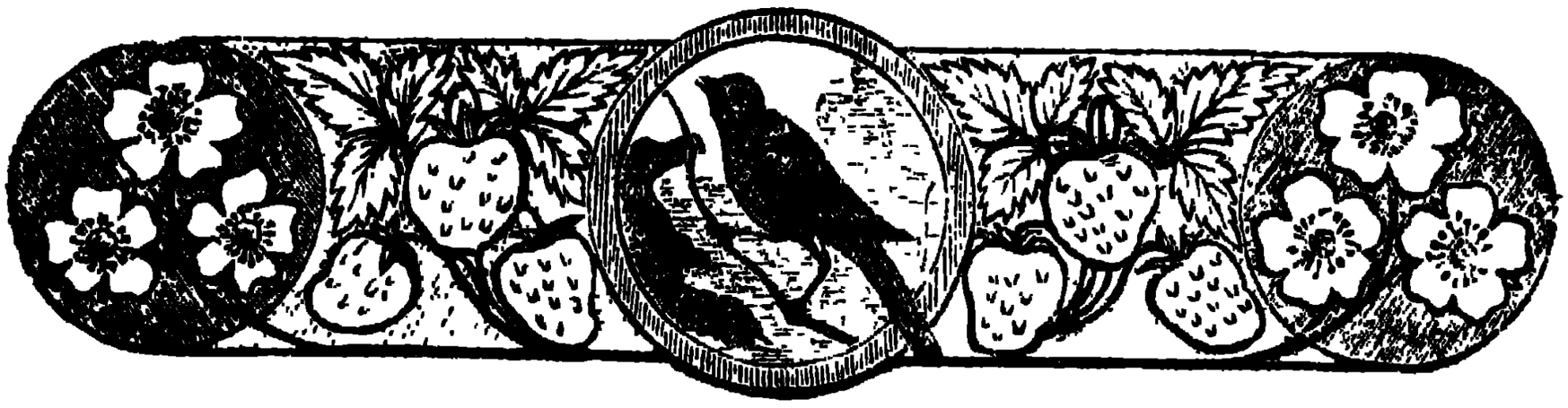

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নবাব-দরবারে।

অদ্য তাণ্ডার নবাব ভবনে বিরাট দরবার। তাণ্ডার বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ি-মহলে বারওয়ারী পূজার খুব ধূম চলিতেছে। মেলায় ও প্রদর্শনীতে বহুদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইতেছে ও বহুলোক গমনাগমন করিতেছে। মল্ল, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, অসিচালক, পদাতিক, অশ্বারোহী, বীর ও সৈনিকগণের ক্রীড়া-প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। নৃত্য, গীত বাদ্য দিবারাত্র কয়েক দিন চলিতেছে। আর কত দিন চলিবে! অদ্য উপাধি-বিতরণ, উপহার-দান, সৈনিকগণের পদোন্নতি-ঘোষণা, নবসৈন্য-নির্ব্বাচন, নবাব-সরকারের গায়ক, বাদক, ভাস্কর, চিত্রকর প্রভৃতির নির্ব্বাচনের কার্য্য হইবে।

সুবৃহৎ নীল রত্নাদিখচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বহুসংখ্যক মহার্ঘ্য আসন

সমূহ আনীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পদস্থ জনগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। রত্নাদি খচিত সর্ব্বোচ্চ আসন বঙ্গেশ্বরের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার নিম্নে বহুমূল্য আসন সকল আমির ওমরাহ-গণের জন্য নবাবের দক্ষিণ দিকে সংগৃহীত রহিয়াছে। নবাবের বাম পার্শ্বে অমাত্যগণের নিমিত্ত বিচিত্র আসন সকল বিরাজ করিতেছে। আমির ওমরাহগণেরও দক্ষিণ পার্শ্বে মৌলবি ও পণ্ডিতগণের নিমিত্ত মনোজ্ঞ আসন সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুষ্পমালা, পতাকা, চিত্রপট, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি ধাতু বিনির্ম্মিত অসংখ্য প্রতি-মূর্ত্তি সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের দর্শক, উপাধি-প্রার্থী উপহার-প্রার্থী, পদপ্রার্থী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে সমাগত হইয়াছেন।

এই বিরাট সভায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। অবিলম্বে চামর হস্তে দুই নকিব আসিয়া নবাবের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। অবিলম্বে সহর কোতৃয়াল বহুমূল্য বসনে সজ্জিত হইয়া রৌপ্যদণ্ড স্কন্ধে করিয়া নবাব-সিংহাসনের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গেশ্বর সোলেমান অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

উপাধি বিতরিত হইল, উপহার-দান সম্পন্ন হইল, দাতা ও গৃহীতার মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল। অতঃপর সৈনিক-নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সেই কৃষ্ণকায় মল্ল অভয় সিংহের ডাক পড়িল। অভয় সম্ভ্রমে নবাব-তক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। অভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া প্রধান অমাত্য বলিতে লাগিলেন—অভয় সিংহের মল্ল ক্রীড়ায় বঙ্গেশ্বর ও দর্শকগণ বিশিষ্টরূপ পুলকিত হইয়াছেন। অভয়ের অসিশিক্ষাও অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। অভয়ের তীর চালনার কৌশল অতুলনীয়। অভয় একজন প্রধান গোলন্দাজ। অভয় একজন প্রধান পদাতিক ও

মন্দ অনেক কথাই হইতেছে। আমার মনে বড় কষ্ট, হৃদয়ে বড় ব্যথা। প্রতিহিংসা-বহ্নি আমার হৃদয়ে নিয়ত জ্বলিতেছে। যতদিন না অগ্রদ্বীপের কাজির সমুচিত দণ্ড-বিধান হইবে, আমার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া না পাইব, আমার বিগ্রহগুলিকে স্ব স্ব মন্দিরে পুনঃ স্থাপন করিতে না পারিব, যতদিন না আমার গৃহে অতিথিসৎকার আরম্ভ হইবে, ততদিন আমি সভয়ে বলিতেছি, আমার সৈনিক কার্য্য করিবার অধিকার নাই।"

এই সময়ে সলিম শা ফকির বঙ্গেশ্বরকে কি সঙ্কেত করিলেন। বঙ্গেশ্বর তখন বলিতে লাগিলেন—"নিরঞ্জন! আমি জানিলাম তুমি প্রকৃত বীর, রাজদ্রোহী নহ। অগ্রদ্বীপের কাজিকে বন্দী করিবার পরয়ানা বাহির করিলাম। তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলাম। তোমাকে আর ৫ খানি গ্রাম নিষ্কর দিলাম। তোমার সতীর্থ, নবদ্বীপ নিবাসী হরনাথ বিদ্যাভূষণের নিকট সনন্দ পাঠাইলাম যে, তিনি তোমার সম্পত্তি রক্ষা, বিগ্রহ পুনঃস্থাপন ও অতিথিসৎকার পুনরায় আরম্ভ করেন। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমিও তাঁহার নিকট পত্র দিতে পার। তোমার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। তোমার সম্বন্ধে কোন কুৎসা আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তুমি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছ, আমায় ক্ষমা কর'বে। তুমি যেরূপ অচল অটল কালাপাহাড়ের ন্যায় ক্রীড়া-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলে, তাহাতে তোমার 'কালাপাহাড়' উপাধি হওয়া উচিত। আমি তোমাকে 'কালাপাহাড়' উপাধি দিলাম।"

চতুর্দ্দিক হইতে দরবার কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল—"জয়, কালাপাহাড় জী কি জয়, জয়, কালাপাহাড় জী কি জয়, জয় কালাপাহাড় জী কি জয়!"

নবাব পুনরপি বলিলেন—"সময় ভাল হইলে তোমার সম্পত্তি পুনর্লাভের অনুমতির সহিত তোমাকে গৃহ গমনের অনুমতিও দিতাম, কিন্তু

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আবার স্বামী জী ও ফকির।

তাণ্ডায় বঙ্গেশ্বরের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান আছে। সকল উদ্যান গুলিই অতি সুন্দর ও সযত্নে রক্ষিত। সে সকল উদ্যানে যাহার তাহার যাইবার অধিকার নাই। নবাব-পরিবারের ব্যক্তিগণ ও নবাবানুগৃহীত আমীর ও ওমরাহগণ এই সকল উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। এই সকল উদ্যানে বসিবার নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মঞ্চ রহিয়াছে। ফকির সলিম সা এই সকল উদ্যানে বিচরণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

তাণ্ডার এক প্রান্তস্থিত এক উদ্যানে একদিন অপরাহ্নে ফকির সলিম সা বিচরণ করিতেছেন। উদ্যানের পার্শ্বস্থিত পথ দিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামী যাইতেছেন। ফকির সাহেব জ্ঞানানন্দকে ডাকিলেন। উভয়ে এক মঞ্চোপরি উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ফকির

খুব কাজের। তোমার মত অনেক ফকির যদি মুসলমান সমাজে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিষ্ঠুরতা কমিয়ে হিন্দুর প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাইতে পারে—হিন্দু মুসলমানের একতার ফল বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহ'লে কিছু শুভফল হলেও হ'তে পারে।

ফকির। আপনার দলে কতলোক আছে?

স্বামী। আমার দলে সহস্রাধিক লোক। তোমার দলে কত?

ফকির। আমার দলে এখনও শত লোক হয় নাই। আমরা প্রথমে ২৭ জন লোক এই মিলনের কার্য্যে ব্রতী হই, এখন ক্রমে ক্রমে আমাদের মতের লোক ৮০।৮২ জন হ'য়েছে। বারেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ফুলবাড়ী নামক স্থানে ফকিরগড় নামে আমরা একটা গড় করেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যভ্রষ্ট, স্বদেশ-বিতাড়িত ভূপতিও আছেন। আমরা ঠিক বুঝেছি, বৈদেশিক অরাতির বিরুদ্ধে এখন কোন কাজ করতে হ'লে হিন্দু-পাঠানের মিলন চাই, দেশের একতা বৃদ্ধি চাই, দেশের শক্তি বৃদ্ধি চাই।

স্বামী। উদ্দেশ্য খুব সাধু, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি, যত দিন না এই মিলন হবে, তত দিন আর দেশের কল্যাণ নাই। একথা হিন্দু বেশ বুঝেছে। তোমার পাঠানের মাথায় এই কথা প্রবেশ কর্‌লেই একতা হ'তে পারে। একটা নবাব বা ক্ষমতা-শালী লোককে এই কার্য্যে ব্রতী কর্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।

ফকির। চেষ্টায় আছি, একটা লোক গঠন কচ্ছি। এ অসাধারণ লোক, এ দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমান এক কর্‌তে পার্‌ব। আমি পুরুষ পক্ষ গঠন কচ্ছি, আপনি প্রকৃতি পক্ষ গঠন করুন।

স্বা। লোকটি কে?

ফকি। পাটুলীর নিরঞ্জন রায়।

পুত্র যদু যে জেলাল নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, তাঁহারও উপচেষ্টা এই ফকির সম্প্রদায়ের একজন। আমি স্বয়ং ফকির গড়ে গমন করিয়াছি। গড় যে অতি প্রাচীন, তার আর সংশয় নাই। গড় ও মৃত্তিকাস্তূপ অদ্যাপি ইহাদের বার্দ্ধক্যের পরিচয় দিতেছে। গড়-মধ্যে এক্ষণে কয়েক ঘর পলিয়ার বাস।

কারণে ইষ্ট দ্রব্য লাভের পথে অনেক বাধা বিঘ্ন। মানুষ তাহার প্রকৃতির দোষে কষ্ট পায়। সে অভাব গড়িয়া লয়। সে দুরাশা করিয়া লয়। মানব মানবী আপন কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহার জন্ত আক্ষেপ করিব না; মানবের কষ্ট দেখাইতে চেষ্টা পাইব। নজিরণ নবাবের ভ্রাতৃকন্যা। কত মুসলমান সেনাপতি আমির ওমরাহ, ভিন্নদেশীয় নবাব তাহার পাণি পীড়নের প্রয়াসী। নজিরণ মুসলমান স্বামী চাহেন না। নজিরণ চাহেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিরঞ্জনকে তাহার পতিত্বে বরণ করিতে। তাঁহার সুখের পথে কণ্টক, তাঁহার ইষ্ট বস্তু লাভের পথে বাধা, তাঁহার ইষ্ট বস্তু লাভ সময় সাপেক্ষ। নজিরণের এই ক্লেশ, তাঁহার স্বকৃত ব্যাধি।

নজিরণ নিরঞ্জনকে তাঁহার ইষ্ট বস্তু করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ কষ্টের বিড়ম্বনার একশেষ। নজিরণ কালীমন্দিরে বন্দী হইয়াছেন। তাণ্ডার সর্ব্বত্র নজিরণের কুৎসা রটিয়াছে। প্রকাশ্য দরবারে নজিরণের পরীক্ষা হইয়াছে। নজিরণ বন্দিনী হইয়াছেন। আর কি নজিরণের ক্লেশ দেখিতে চাও? যদি দেখিতে চাও, তবে এস পাঠক এস, আমরা চুপে চুপে সভয়ে বঙ্গেশ্বর নজিরণকে যে উদ্যান-ভবনে বন্দিনী করিয়াছেন, তথায় প্রবেশ করি।

ছি ছি! নজিরণ! এত রোদন কেন? তোমার স্নেহময়ী জননী ইহলোকে নাই। তোমার বঙ্গবিজেতা পিতা—স্নেহপারাবার পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের জন্ত কয় ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাক? কোথাকার কে নিরঞ্জন, অজ্ঞাতকুলশীল নিরঞ্জন, ঘরদ্বার সম্পত্তিহীন ব্রাহ্মণসন্তানের জন্য এত ক্রন্দন কেন? একি তোমার স্বকৃত ব্যাধি নয়? তুমি নবাবকুমারী, সম্রাটকুমার বা অন্ত নবাব-কুমারের সহিত পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করিলে এত ক্লেশ পাইতে না। দুরাশা ক্লেশের প্রসূতি। লোকের অধিকাংশ ক্লেশ দুরাশায় হইয়া থাকে।

কখন জীবনে কোন বিষয়ে বাধা পাও নাই। তোমার যৌবন বন্যায় মনোবৃত্তি তরঙ্গে ছুটিয়াছে। তুমি কখনও এ বৃত্তি রোধ করিতে শিখ নাই—তোমার সখীগণ এ বৃত্তির গতিবৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস করিতে জানেনা ; তার পর ফকির সলিম সা তোমার এই গতি ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর করিতেছে। রোরুদ্যমানা নজিরণের নিকট আসিয়া আমিরণ বলিলেন—"নবাবজাদি! আপনি শুনেছেন, আজ নিরঞ্জন ঠাকুরের কি হ'লো? নিরঞ্জন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেলেন, আর তিনি একজন বড় সৈনিক হলেন।"

নজিরণ। তাতে আমার কি? সে বামন ঠাকুর। তার সতী লক্ষ্মী স্ত্রী আছে।

আমিরণ। সে বামন ঠাকুরই হ'ক, আর যেই হ'ক, তার জন্যই ত তুমি পাগল। এমন দুধে আলতার রং তার ভাবনায় কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। চখের উপর কাল দাগ পড়েছে। দিন দিন শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তারও ত তোমার উপর পুরা টান। তার যদি তোমার প্রতি ভালবাসাই না থাক্‌বে, তবে সেদিন পাগল সেজে এসে তোমার কানে কানে নিজের পরিচয় দিয়ে গেল কেন? তোমার যাতে মিথ্যা কথা বল্‌তে না হয়, তার উপায় করে গেল। সেত নিজের জীবন দিতে এসেছিল বল্লেও চলে। নবাব তাকে চিন্‌তে পার্‌লে, তার মাথা নিশ্চয় কাটতেন।

নজি। সে আমায় ভাল বেসে আসে নাই। তার দোষে একটি নারীবধ হ'বে তাই রক্ষা কর্‌তে এসেছিল। সে বীর তার জীবনের মমতা নাই।

আমি। ভালবাসার লোককে কি এতই সন্দেহ কর্‌তে হয়? যদি ভালই না বাস্‌বে, তবে নবাব-সরকারে কাজ নেবে কেন? তার ভালবাসা না থাক্‌লেও এই নবাব-সরকারে কাজ কর্‌তে কর্‌তে, তার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তোমায় পেতে তার ইচ্ছা হবেই হবে।

উপর অত্যাচার না হয়—হিন্দুপাঠানের মিলনের পথে কাঁটা না পড়ে। কিসের মোগল, কিসের সম্রাট, হিন্দু পাঠানে মিলিত হইলে আমাদের সঙ্গে পারে কে? মা! আমি এখন আসি।

একটু বুঝ্‌তে পারি। আমি দিব্বি চোখে দেখ্‌ছি ভৈরবী বৌর আর কপাল পুড়্‌তে বাকি নাই। ঠাকুরপো পূজা আচ্চা ছেড়েছে, তার পরে মুসলমানের খানা ধরবে, তার পরে মুসলমান হ'বে, আর যে দিন মুসলমান হ'বে, সেদিন সেই ডাকিনী টাকে বে' করবে। তখন এত সোহাগ, এত আদর, এত প্রণয়, এত ভালবাসা হুপুরের ফুলের মত সব শুকিয়ে যাবে।

বড় বৌ। তা ভৈরবী বৌ করবে কি? যা অদৃষ্টে আছে, তাই হ'বে। স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য তাই ক'চ্ছে—নারী জাতির যা কর্ত্তব্য তাই করেছে। বিপদে পতিত স্বামীকে উদ্ধার করেছে—স্বামীর দোষে নারীর মৃত্যু রক্ষা করেছে। ওর ধন্যি বুদ্ধি! ধন্যি ফিকির!

ধলা বধূ বলিলেন—বলি দিদি! ভাসুর ঠাকুর তো তোকে পূর্ব্বের মতই ভালবাসে?

এই কথার উত্তর হইতে না হইতে নিরঞ্জন গলা ও পদের শব্দ করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিলেন। ঝঞ্ঝা বায়ুর প্রভাবে প্রভাতী কুসুমরাজি বৃন্তচ্যুত হইয়া যেরূপ উড়িয়া যায়, গৃহস্থের আগমনে তস্কর যেমন পলাইয়া যায়, সূর্য্যের আগমনে শশাঙ্ক যেমন পলায়ন পর হন, বধূকুল সেইরূপ নিরঞ্জনের আগমনে ভূষণ-সিঞ্জন করিতে করিতে দ্বার দিয়া বহির্গতা হইলেন। কেবল বড় বধূ একটু অপেক্ষা করিলেন। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড় বৌ ঠাকুরাণী, আপনারা কে কে এখানে ছিলেন?"

বড় বৌ। আমরা অনেকেই এখানে ছিলাম। ঠাকুরপো! তুমি নাকি শীঘ্র যুদ্ধে যা'চ্ছ?

নিরঞ্জন। শীঘ্র নয়, কল্য।

বড় বৌ। এত তাড়াতাড়ি? ঠাকুরপো করলে কি? পূজা আচ্চা ছেড়েছ, আবার যুদ্ধে চল্লে। তুমি যে কি করতে কি করে বসো, সেই আমার ভয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আবার তাণ্ডায় দরবার।

করিম। বল্‌দিন ফতে মামুদ আজকের দরবারে কি হ'বে?

ফতেমামুদ। তা আর জানি না! বিষ্ণুপুর ও পাটনার জাইগীর-দারের মাথা কাটা যাবে। পাহাড় সাহেব আজ সেনাপতি হবেন।

করিম। ওরে আমাদের যে সেনাপতি আছেন। এক সেনাপতি থাকতে আর এক সেনাপতি হবেন কি করে?

ফতেমামুদ। আমাদের আছেন নামে সেনাপতি, কামে ত পাহাড় সাহেবই সব। পাহাড় সাহেবের বুদ্ধিবলেই বিষ্ণুপুর জয়। পাহাড় সাহেবের যুদ্ধকৌশলে পাটনা লাভ।

করিম। তা ভাই গুণের আদর কি সব জায়গায় হয়? তার পর পাহাড় সাহেব হেঁদু।

পাঠক বুঝিয়াছেন, উপরে যে দুই ব্যক্তির কথোপকথন উল্লিখিত হইল, তাহারা দুই জনেই সৈনিক পুরুষ। তাহারা উভয়ে পাটনা ও বিষ্ণু-

পাঠানের মিলনে তাণ্ডার নবনগরী ও সোলেমান কররাণির ইতিহাস-বিখ্যাত শাসনকাল। বিজেতার বিজিতের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও উভয়ে এক মত হইয়া দেশের কার্য্যে মনোযোগ করণ ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বিজেতৃগণ যদি কেবল বিজিতগণকে দলন করিতে থাকেন, একে একে তাহাদের সত্বাধিকার হরণ করিতে থাকেন, তাহাদিগের মস্তক উত্তোলনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মুষলাঘাত করিতে থাকেন, তবে আর দেশের কল্যাণ কোথায়? মোগল রাজকুল-গৌরব বাদসাহ আকবর উদার নীতি অবলম্বনে হিন্দুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করায় মোগলসাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তদীয় প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব তদ্বিপরীত রাজনীতি অবলম্বন করায় মুসলমান সাম্রাজ্য অন্তঃসার শূন্য ভঙ্গপ্রবণ পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন। বিজেতৃগণ, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া এই কথার অনুসন্ধান লও। বিজিতগণ, তোমরাও মিলনের জন্য প্রস্তুত হও। বিজেতৃগণ, মিলিতে মিশিতে আর কাল বিলম্ব করিও না। আমার কথায় যদি একজন বিজেতা ইতিহাস অনুসন্ধানে ভারত সুশাসনের মূলমন্ত্র লাভ করিতে পারেন, তবে লেখনী পরিচালন সার্থক জ্ঞান করিব ও পরিশ্রমের জন্য সফল কাম হইব।

পূর্ব্ব-বর্ণিত দরবারের ন্যায় তাণ্ডায় অদ্যও এক বিরাট দরবার। এ দরবার নবাবের সিংহাসনাধিরোহণ পর্ব্ব নহে—এ দরবার নবাবের জয়-ঘোষণা। বিষ্ণুপুরের ও পাটনার জাইগীরদারগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দিরূপে তাণ্ডায় আনীত হইয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালা বেহার, বঙ্গেশ্বর সোলেমানের করতল গত হইয়াছে। কালাপাহাড়ের সুখ্যাতিপূর্ণ বীরত্বে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়াছে। আজ যুদ্ধবিজয়ী সৈনিকগণকে উপহার

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দম্পতি।

শুনেছ আজ আমার কি হয়েছে? জাইগীরদারগণের বিদ্রোহ দমনে নবাব বড় পরিতুষ্ট হয়েছেন। আজ আমি খাঁ সাহেব উপাধি পেলেম ও খেলাত পেলেম। নবাব আর বল্লেন, আমি মুসলমান হ'লে নবাব আমার সাতে তাঁর কন্যার বে দিতেন—এই কথা গুলি নিরঞ্জন রজনীতে শয়ন-মন্দিরে তাঁহার পত্নী যোগমায়াকে বলিলেন।

যোগমায়া রোদন করিতেছিলেন। নিরঞ্জনের এই কথায় তিনি অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। হাস্যের ধ্বনি, প্রফুল্লতার প্রতিমা, পতিভক্তির মূর্ত্তিমতী দেবী আজ পতির উন্নতির কথাতে এত রোরুদ্য-মানা কেন? স্বার্থ! তুমি জগৎ হ'তে দূর হও। তুমি নীচতার খনি, তুমি মনুষ্যত্ব নাশের সুতীক্ষ্ণ অসি। তুমি দেবীত্ব ধ্বংশের কঠিন অশনি। তুমি গৃহবিচ্ছেদের তীক্ষ্ণধার কুঠার। তুমি ভ্রাতৃস্নেহ-নাশের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা। তুমি যৌথ ব্যবসায়-ধ্বংশের জ্বলন্ত আগ্নেয় অস্ত্র। তোমার মোহে মানব পশ্বাচার করে। তোমার অত্যাচারে জনসমাজ

ছারেখারে যায়। আইন আদালত, মামলা মকর্দ্দমা, তোমার ভেল্‌কি ; বিচারপতি এবং ব্যবহারশাস্ত্রোপজীবিগণ তোমার ক্রীড়ার পুতুল। যুদ্ধ তুমি বাধাও। দাঙ্গা হাঙ্গামের মূলেও তুমিই আছ। যে মানব স্বার্থ বলি দিতে পারে, সেই দেবতা। বুদ্ধ স্বার্থবলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন ; তাই তিনি আজ জগতের এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীর উপাস্য দেবতা। খ্রীষ্ট ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং ভগবানের পুত্র। রাম রাজ্য ও বনিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন ও লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাই রাম বিষ্ণুর অবতার। স্বার্থ কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে পারিলেই মানব মর্ত্ত্য-ধামে জন্মিয়াও অমরত্ব লাভ করিতে পারে। যোগমায়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। পরে সীতার কথা মনে করিয়া অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎ-কাল মৌনী হইয়া থাকিয়া তিনি হাস্যময়ী হইলেন। তিনি স্বার্থ বলি দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চিরজীবন পতির শুভাকাঙ্ক্ষিনী থাকিবেন, স্বীয় স্বার্থ পতির চরণে উৎসর্গীকৃত করিবেন, কখনও নিজের সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না ও পতির মনে কখন কষ্ট দিবেন না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। শুনে বড় সুখী হলেম।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"এত ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হলো কেন? এ যেন তোমার মনের—প্রাণের কথা নয়।"

যোগ। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। যুদ্ধের ক্লেশ, মুসলমানের মধ্যে থাকার কষ্ট, অযত্ন, অনাহার এই সকলে তুমি বড়ই কষ্ট পাও। আর ভাবছিলেম সেনা হ'তে সহকারী সেনাপতি হ'লে ক্লেশ আরও বাড়্‌ল। সেনাপতি হ'লে ক্লেশের এক শেষ হবে। তবে তুমি যাতে সুখী হও, আমিও তাতে সুখী হই। তারপরে তোমার নবাবের ভাইজির সঙ্গে বের কথাটাও ভাব্‌ছিলেম। বে'টা হলেই বা ক্ষতি কি?

সকল জাতি সেই শক্তি-পুষ্প মালার ফুল হবে, আর স্বামীজি ও ফকির সাহেবের দল সেই মালা গাঁথ্‌বেন। তোমার যদি মুসলমানের প্রতি এত বিদ্বেষ হয়, তবে সে মহামিলন কার্য্য কিরূপে হ'বে?

যোগ। আমিত মুসলমানকে ঘৃণা করিনা। মুসলমানের মহম্মদ একজন অসাধারণ লোক। কোরাণের আল্লা ও উপনিষদের ব্রহ্ম এক। অভ্যাসের দোষে, আচারের প্রভেদে খাওয়া পরা, ওঠা বসায় আমার মুসলমানের সঙ্গে মিস্‌তে ইচ্ছাকরে না। মুসলমান দেখ্‌লেই যেন প্যাঁজ রসুনের গন্ধ আমি নাকে পেতে থাকি। গো ও কুক্‌ড়ার মাংস আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাকি। মনে ভাবি ঘৃণা ত্যাগ করি, কিন্তু ঘৃণা আপনিই এসে পড়ে।

নির। এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের দোষ।

যোগ। এ অভ্যাস আমি ছাড়্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

নির। আর কর্‌লে! তোমার শুচিবাই যেন দিন দিন বাড়্‌ছে। আমাকেই এখন স্নান ক'রে তোমার ঘরে আস্‌তে হয়।

যোগ। ঠাকুরের পঞ্চ গোব্য স্নান যে সেবা ও ভক্তির লক্ষণ।

নির। কা'ল হ'তে কি সে শুলাতেও স্নান করতে হ'বে নাকি?

যোগ। নারায়ণ ঠাকুর যাতে স্নান কর্‌তে পারেন, তাতে তুমি স্নান কর্‌লে আর দোষ কি?

নির। আমিত আর নারায়ণ নয়, আমি যে কালাপাহাড়।

যোগ। কালাপাহাড়েইত নারায়ণ হয়।

নির। কালাপাহাড়ে শিল, নোড়া, থালা, বাটী, পাথর, গ্লাস, হুঁকো খল কতই হয়।

যোগ। মেয়ে মানুষের পক্ষে স্বামী নারায়ণ হতে তুমি পাথরের যত দ্রব্য বল্লে সব হ'তে পারে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ সংবাদ।

বঙ্গদেশের অনেক স্থান কাল-সহকারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, ইহাই ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত। বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরেন্দ্রভূমি দীর্ঘকাল হইতে বহু-সংখ্যক জমিদারগণের বাসভূমি। বর্ত্তমান সময়েও ইংরাজ-শাসনে বরেন্দ্রভূমিতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামিগণের বাস। এখন হইতে ৩৷৷০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বরেন্দ্রভূমি নরপতিবৃন্দে ভূষিত ছিল। যে জ্বরে গৌড় বিধ্বস্ত হয়, সেই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের রংপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জেলা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর লোকে আকীর্ণ ছিল। তখন বরেন্দ্র ও রাঢ়দেশ বঙ্গের গৌরব ছিল। নিম্ন বঙ্গের অধিকাংশ স্থান জল জঙ্গলে পূর্ণ ও শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল। প্রায় মাসাধিক হইল, ফকির সলিম সা পূর্ব্ব বর্ণিত ফকিরদুর্গে গমন করিয়াছেন। জ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার পূর্ব্বেই পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আজ তাণ্ডায় বড় গোল। ফকির সলিম সা তাঁহার এক শিষ্য-

আসিলেন। নজিরণের মূর্ত্তি দেখিয়া বঙ্গেশ্বর সিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"মা! আমি এতই কি পর হয়েছি যে বেমারের সংবাদও আমাকে দিতে নাই? সে বর্ণ নাই, সে রূপ নাই। চেহারায় মালুম হচ্ছে যেন কত কালের পুরাণ রোগী।"

নজিরণ উত্তর করিলেন—"আমার আছে কে? কাকে বল্‌ব? (সজল-নয়নে) পিতা মাতা ইহলোকে নাই। ভ্রাতা ভগিনী কোন দিনই ছিল না। মাতৃকুলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক অনেক দিন রহিত হয়েছে। মাতুল-কুল হিন্দু, তাঁহারা মুসলমানের সহিত সম্বন্ধই বা রাখ্‌-বেন কেন? এক খুল্লতাত বঙ্গেশ্বর, আমি ত তাঁহার বন্দিনী। আমি ত বঙ্গেশ্বরের কুলের গ্লানি, কুল-কলঙ্কিনী আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সভায় কুলকামিনীর চরিত্র পরীক্ষা আমার অদৃষ্টেই ঘটেছে। আমার ন্যায় কুলললনার—প্রকাশ্য দরবারে চরিত্রের পরিচয় পবিত্র কররাণী-বংশের গৌরবের, বিষয় হইল! আমার, আর চিকিৎসার প্রয়োজন কি? যমের—"

বঙ্গেশ্বর। মা! থাম থাম। আর তিরস্কার করিতে হবে না। আমার যে ভুল হয়েছে সে ভুল কি তোমার বীর পিতার হইতে পারিত না? তোমার পিতার হিন্দু-কন্যা বিবাহ করা—বল ও কৌশলে, হিন্দু-কন্যা বিবাহ করা কি একটা ভ্রম হয় নাই? মায়ের নিকট পুত্র সর্ব্বদাই ক্ষমা পেয়ে থাকে। নজিরণ, আমায় ক্ষমা কর। আমাকে তিরস্কার ক'রে আর লজ্জা দিও না। আমি তোমার বিবাহের জন্য কয়েকস্থানের নবাবের লোক আস্‌তে লিখেছি; তোমার যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতেত আর এখন সে সব কথা হ'তেই পারে না। আমায় ঠিক বল, খুলে বল তোমার কি পীড়া?

নজিরণ। আমার কোন পীড়া নাই। বন্দিনীর বন্দিদশাই পীড়া।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে চতুরা আমিরণ পূর্ব্বের পরামর্শ অনুসারে সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"জাহাপনা! বাঁদীর ব্যাদবি মাফ ক'রবেন। নবাবজাদীর সেই ব্যারামই আছে। পানির উপরে উঠে আবার সাবেক মত বেড়ে পড়েছে। ফকির সাহেব হাত দেখে শুনে বলেছিলেন যে, নবাবজাদীর নাড়ী যেরূপ ভাবে ক্ষীণ হচ্ছে, তাতে তিনি আর ৬ মাসের বেশী বাঁচ্‌বেন না। ফকির সাহেবের ইচ্ছা ছিল, জাঁহাপনাকে এ কথা জানান, কিন্তু নবাবজাদীর বিশেষ নিষেধে জাঁহাপনাকে জানান নাই। ফকির সাহেব হাকিমের কাছে শুনে আরো বলেছেন, নবাবজাদী বজরায় উঠে তাণ্ডায় থাক্‌লেও চল্‌বে না—ব্যামার সার্‌বেনা। তিনি বলেছেন তাণ্ডা হ'তে ২।॥ রোজের পথ ভাটীতে যাওয়া উচিত।"

বঙ্গেশ্বর। ফকির এ কথা কত দিন বলেছেন?

আমিরণ। ফকির সাহেব ফকির-গড়ে যাবার আগের দিন বলে গিয়েছেন।

বঙ্গেশ্বর। আচ্ছা, আমিরণ! তুমি নিজে জোগাড় করে বজরা ভাওয়ালে, লোকজন, সিপাই শাস্ত্রী, টাকা কড়ি, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে নজিরণকে নিয়ে আবার পানির উপর কিছু দিন থাকগে। আমি এখনই বড় উজিরকে হুকুম দিচ্ছি, তোমরা যা চাবে তাই পাবে। নাজরণ! তুমি জাননা রাজ্য শাসন কি কঠিন কাজ। আমি তোমাকে যেমন দেখিবার অবকাশ পাই না, সেইরূপ কাহারও তত্ত্ব লইতেই সময় পাই না। কা'ল সংবাদ এসেছে বঙ্গেন্দ্রের জমিদারগুলা বিদ্রোহী হচ্ছে। এক দিনও শান্তি নাই, এক মুহূর্ত্তও শান্তি নাই।

নজিরণ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"তাত বটেই। নূতন রাজ্য। জেতা-বিজেতার ভাব এখনও যায় নাই। বাজিকরকে যেমন বনের

বক্তা সৈনিক পুরুষের নাম করিম। করিমের কথা শেষ হইতে না হইতে আবেদ বলিল—কি ভাই করিম কি বল্‌ছ?

করিম। কি আর মাথা মুণ্ডু বল্‌ব? জেনানা লোককে বুঝান বড় দায় হয়েছে। আমার জরু বল্‌ছেন কি না, হেঁদু হলো সহকারী সেনাপতি; এ যুদ্ধে তিনি হলেন কর্‌তা। তাঁর অধীনে যুদ্ধে যেওনা। বিবি সাহেব জেনানা মহলে থাকেন, পাহাড় সাহেবের গুণ কিসে জান্‌বেন?

করিমের পুত্রের নাম ফজ্‌লু। তবে তাহার আর একটা বড় নামও আছে। আবেদ করিমের স্ত্রীকে ফজ্‌লুর মা বলিয়াই ডাকিতেন। আবেদ বলিলেন—ফজ্‌লুর মা! তুমি পাহাড় সাহেবের সুখ্যাতি আজও শুন নাই। অমন মেহেরবান কাদেরদান আদ্‌মি দুনিয়ায় হয় নাই, হবেনা। খোদার তালার দোয়ায় সাহেবের যেমন যুদ্ধে কেরদানি, তেম্‌নি সকলের প্রতি ব্যবহার। ঐ যে হেঁদুদের যাত্রায় শুনি, কর্ণের মত দাতা নাই, যুধিষ্ঠিরের মত ধারমিক নাই, ভীমের মত গায় বল আওলা লোক নাই, অর্জ্জুনের মত তীরন্দাজ নাই. আমাদের পাহাড় সাহেবের এক ঘটে সব গুণ। পাহাড় সাহেবের গতরে যেমন বল, সকল অস্ত্র চালাতে তেম্‌নি পটু। ভয় কারে বলে, তা জানেন না। আল্লার কি মর্‌জি, পাহাড় সাহেব ছোট বড় কারে বলে জানেন না। সকলের সঙ্গে সমান ব্যাভার ব্যামোপীড়ে হ'লে, হাত পা কাটা গেলে, কালাপাহাড় তার হাকিম, বাপ, মা, পরিবার। কি কব ফজলুর মা! আমি এক মুখে তার সুখ্যেত করে উঠ্‌তে পারি না। যখন আমাদের বুড়ো সেনাপতি সাহেব বাঁকুড়া ছেড়ে আস্‌বেন ঠিক কর্‌লেন, তখন পাহাড় সাহেব বল্লেন, একটা রাত্ত অপেক্ষা করুন। পাহাড় সাহেব, হনুমান পাঁড়ে আর ছাবেদ খাঁ রাত্রের অন্ধকার মধ্যে সাঁতরিয়ে গড় পার হলেন। গড়ের তিন্‌টা

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোন সৈনিক-বধূ রন্ধনের ঘটা করিতেছেন; কোন সৈনিক-মাতা পুত্রের পরিচ্ছদের সংস্কার করিতেছেন। কোন সৈনিক-ভ্রাতা ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়িতেছেন না। কোথাও সৈনিকপরিবার একত্র হইয়া কত গম্ভীরভাবে কথোপকথন করিতেছেন। কোথাও সৈনিকবধূ সৈনিক-মাতা, সৈনিক-ভগিনী প্রভৃতি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গোপনে অশ্রুজল মুছিতেছেন। কোথাও কর্ত্তব্যপরায়ণা ঐ সকল বীরললনা সৈনিককে স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া রণক্ষেত্রের মৃত্যুর সুখ বর্ণনা করিতেছেন। রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন মহাপাপ বুঝাইয়া দিতেছেন। কোথাও নকিব দল হিন্দি ও পারশিক ভাষায় উত্তেজনাপূর্ণ বীররসাত্মক সঙ্গীত গান করিয়া বীর হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিতেছে। কোথাও ভাটদল ও ভাটবালকদল বীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বীর হৃদয় বীরত্বে পূর্ণ করিতেছে ও বীর প্রসবিনী ভারত মাতার জয় জয় নাদে দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। তাহারা গাইতেছেঃ—

বহু বর্ষ হ'লো রাম নাই হেথা।
বহু বর্ষ হ'লো ভীষ্ম গেছে কোথা।
পার্থ ছিল অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ যথা।
কালের কবলে সকলি লয়॥

পাণ্ডবের গুরু দ্রোণাচার্য্য নাই।
নাই বলী ভীম তুল্য নাহি পাই।
নাই কংসঅরি সদা যারে চাই।
সকলি হয়েছে কালেতে লয়॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বীরের প্রধান।
সে পরশু রাম ব্রাহ্মণ সন্তান।
সুধন্বা সুধীর অব্যর্থ সন্ধান।
গিয়েছে গিয়েছে কালের কোলে॥

প্রবীরের নাম জানে হিন্দুগণ।
অভিমন্যু-কথা জুড়ায় শ্রবণ।
ঘটোৎকচ বীর সাবাস কেমন।
হায় কোথা গেল হরিয়া নিলে॥
মরেছে মরেছে গিয়েছে গিয়েছে।
সুকীর্ত্তি তাঁদের পড়িয়ে রয়েছে।
শ্রীরামে এখন সকলে পূজিছে।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয়॥
কুমার ভীষ্মের নাহিক সন্তান।
তথাপি কোথায় যাবে তাঁর মান।
তোয়াঞ্জলি করে হিন্দু মাত্রে দান।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয়॥
সুকৌশলী যোদ্ধা অর্জ্জুন সুমতি।
লক্ষ্য ভেদি লভে কৃষ্ণা গুণবতী।
কুরুক্ষেত্র রণ জয়ী মহারথী।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয়॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সুধন্বা প্রবীর।
পরশু রামাদি অভিমন্যু বীর।
তাঁহাদের যশে ঝরে অক্ষিনীর।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয়॥

আজ তাণ্ডা সজীব। আজ তাণ্ডায় উৎসাহ, উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা, কর্ম্মকুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান ও মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ তাণ্ডায় এমন নর-নারীর মুখ নাই, যাহা উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ নহে। আজ তাণ্ডায় এমন লোক নাই, যে সযত্নে কর্ম্ম না

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্র ভূমে।

শান্ত্রী। বন্দেগি।

নিরঞ্জন। বন্দেগি। কি খবর কোরমাণ?

শান্ত্রী। হুজুর! একটা নূতন খবর আছে। সাহস দিলে বল্‌তে পারি।

নির। এত ভয় কি? বলুন।

কো। তুরস্ক না আবিসিনীয় দেশ হ'তে দুইটা ছোঁড়া এসেছে। তারা নক্‌রি মাঙ্‌ছে। তারা কান্নাকাটী করে তিনদিন আমায় বড় ধচ্ছে। হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।

নির। আচ্ছা, নিয়ে এস।

এই কথা গুলি নিরঞ্জন ও কোরমাণ খাঁয়ের সহিত হইল। নিরঞ্জন এখন বরেন্দ্র ভূমিতে। পুঁটীয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন। শুনা যায়,

হইয়াছেন। এই স্থান পুঁটীয়ার রাজবংশের জমিদারীর অন্তর্গত। পুঁটীয়ার রাজবংশ তোগলকদিগের সময়ে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই সময়ে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাজবংশ নবাব-সৈন্তের আগমনে ভয়শূন্য ও চিন্তাশূন্য হইয়া নবাব-চমূর সহায়তা করিতেছেন। এই স্থান সেই লাল খাঁর নামানুসারে লালপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। এই স্থান এক্ষণে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ও নাটোর মহকুমার অধীন। (এই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে একটি পুলিশ ষ্টেসন, একটি ইংরাজি বিদ্যালয়, একটি পোষ্ট আফিস, পুঁটীয়া রাজ বংশের কাছারী ও নীলকর সাহেবের কুঠী বাড়ী আছে।) এই লালপুরের এক সর্ব্বোচ্চ শিবিরে নিরঞ্জন রায় কালাপাহাড় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন্ পথে কোন্ দিক দিয়া যাইয়া বিদ্রোহি-সৈন্ত আক্রমণ করিবেন, তাহার উপায় ও রাস্তাদির অনুসন্ধান করিতেছেন। এই শিবিরেই শান্ত্রী কোরমাণ আসিয়া দুইটি আবিসিনীয় যুবকের আগমন বার্ত্তা জানাইয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোরমাণ আবিসিনীয় যুবকদ্বয়ের সহিত কালাপাহাড়ের শিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কালাপাহাড় কোরমাণকে বিদায় দিয়া যুবকদ্বয়কে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। এ সময়েও কালাপাহাড় হিন্দুর ভয়ের আস্পদ কালাপাহাড় হন নাই, তিনি সনাতন ধর্ম্মরত সর্ব্বসদ্‌গুণ সম্পন্ন উদারচরিত বীর নিরঞ্জন রায়।

নিরঞ্জন যুবকদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুবকদ্বয়ের দুগ্ধফেননিভ উজ্জল বর্ণ। দীর্ঘ আকর্ণ বিশ্রান্ত সরলতা ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক নয়ন। তাঁহাদিগের বর্ম্মাবৃত শরীর। কটিদেশে অনতিদীর্ঘ কোষবদ্ধ অসি। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। মুখে অনতিদীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রু। তিনি তাহাদিগকে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোন্ ভাষায় কথা বলিতে পার?"

যুবকদ্বয় উত্তর করিলেন—"তাঁহারা উর্দ্দুর ২।৪টি কথা জানেন ও বলিলে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা আরবিক ও পারশিক ভাষায় ভাল কথা বলিতে পারেন।"

অতঃপর নিরঞ্জনের সহিত তাঁহাদিগের পারশিক ভাষায় কথোপকথন হইতে লাগিল। আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই কথোপকথনের মর্ম্ম এস্থলে বঙ্গভাষায় দিব।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি কাজ জান? কোথায় কি কোন কাজ করিয়াছ?"

যুবকদ্বয়। আমরা অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করিতে পারি। আমরা শরীর-রক্ষকের কাজ খুব ভাল জানি। আমরা তুরস্কের সুলতানের শরীর রক্ষকের কাজ করেছি।

নিরঞ্জন। সে কাজ ছেড়ে এদেশে এলে কেন?

যুবকদ্বয়। দেশ পর্য্যটন ও আদি সভ্য ভারতের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি দেখ্‌তে।

নির। কত দিন থাক্‌তে পার্‌বে

যু। ছয় মাস, একবৎসর।

নির। তোমাদের নাম কি?

যু। সের আলি আর নুর আলি।

নির। কি বেতন চাও?

যু। আহারীয় আর পরিধেয়।

নির। আমার ত শরীররক্ষকের প্রয়োজন নাই। অশ্বারোহী দলে তোমাদিগকে রাখ্‌তে পারি।

যু। আপনার ন্যায় সেনাপতির শরীর রক্ষকের প্রয়োজন নাই?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রভূমিতে কার্য্যের সূচনা।

লালপুরে থাকিতে থাকিতেই পুঁটীয়ারাজ বাকি রাজস্ব ও উপায়নের সহিত আসিয়া বঙ্গেশ্বর-প্রেরিত সেনানায়ক রায় নিরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তি সপ্রমাণ করিলেন। তাঁহার লোক জন পূর্ব্বেই লাল খাঁর ও পরে রায় মহাশয়ের অভ্যর্থনা ও সহায়তা করিতেছিলেন। পুঁটীয়ারাজ ও রায় মহাশয়ের কয়েক দিনের পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব জন্মিল।

একদিন সেনাপতি ও পুঁটীয়ারাজ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন প্রহরী পারশিক ভাষায় লিখিত একখানা পত্র আনিয়া দিল। প্রহরী বলিয়া দিল, পত্র এবাদত খাঁ লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্রে এবাদত খাঁর সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এক্ষণে বরেন্দ্রভূমির যে প্রকাণ্ড ভূভাগের উপর বলিহার, ধূবল-হাটী, কাশিমপুর, মহাদেব পুর ও তাহেরপুরের জমিদারগণ জমিদারী

সন্নিবেশ করিবেন। আমি এবাদতপুরই আপনার শিবির সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান মনে করি। আপনি শিবির সংস্থাপন করিলেই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইব। বরেন্দ্রের অপরাপর ভূস্বামিগণের সহিত আমি জোট বদ্ধ নহি। তাঁহারা কি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার সম্বন্ধে আমি অকপটে বলিতেছি সন্ধি করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে।

অধিক কি লিখিব আর আর বিস্তারিত আপনার সাক্ষাতে নিবেদন করিব। বাহুল্যে অলম্ ইতি সন ৯৫৭ তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।

নিতান্ত অনুগত
শ্রীএবাদত খাঁ

নিরঞ্জন পত্র পাঠ করিলেন। পুঁটীয়ারাজ মনোযোগের সহিত পত্র শ্রবণ করিলেন। নিরঞ্জন পত্রে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন —পত্রে যাহা লিখেছে, তাই যদি এবাদতের মনের কথা হয় তা হ'লে বরেন্দ্র জয় করাত অতি সহজ হবে।

রাজা। এবাদতই এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। পত্রের কথা এবাদতের মনের কথা ব'লে আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। যে এবাদতপুরে আপনার শিবির সংস্থাপন কর্‌তে বল্‌ছে, সে স্থানটী ভাল নয়। তার এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেখানে শিবির সন্নিবেশ করিলে আপনি তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইতে পারেন। কৌশলে আপনাকে বিপন্ন করা এবাদতের ইচ্ছা বোধ হয়।

নিরঞ্জন। এবাদতপুরের এক দিকে নদী আছে। আমি এরূপ ভাবে আমার ছাউনি করিব যে চারিদিক হ'তে আক্রান্ত হলেও আমাকে বিশেষ বিপন্ন কর্‌তে না পারে। এই অপরিজ্ঞাত বিল নদী পূর্ণ দেশে এসেছি

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা সদাশয় সোলেমান কেবল যে জাইগিরদারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা সোলেমানের বাধ্য অনুগত থাকার অঙ্গীকার করায় তিনি তাঁহাদিগের জাইগির প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

আমার সহিত সৈন্যসামন্ত নিতান্ত কম নহে। হস্তী, অশ্বও অনেক আছে। আমাকে সমস্ত বরেন্দ্রভূমিতে বেড়াইতে হইবে। কোন্ ভূস্বামী কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এদেশ ও এদেশের সৈন্য সামন্তের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সকল ভূম্যধিকারীর পক্ষে নবাবের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধি করা উচিত। আমি আপনার সাধু প্রস্তাবে পরম প্রীত হইয়াছি। আশা করি, আপনি আমার বরেন্দ্র বিজয়ের প্রধান সহায় হইবেন। বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিবেদন করিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত নিবেদন ইতি সন ৯৫৭ তারিখ ১৭ ফাল্গুন।

নিঃ শ্রীনিরঞ্জন দেবশর্ম্মা।

পত্র পত্রবাহকের নিকট অর্পিত হইল। পত্র প্রেরণের পর নিরঞ্জন লাল খাঁকে ডাকিয়া এবাদতপুরে যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইতে বলিলেন। পুঁটীয়ারাজ নিরঞ্জনের ব্যবহারে ও তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পুঁটীয়ারাজ প্রৌঢ় ও নিরঞ্জন যুবক। তিনি নিরঞ্জনকে বরেন্দ্রভূমিতে অতি সতর্কতার সহিত গমনাগমন করিতে ও যুদ্ধাদি করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন বরেন্দ্রভূমির অনেক জমীদার পূজা অর্চ্চনা, দান, অতিথিসৎকার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ খ্যাতিপন্ন হইলেও তাঁহাদের অনেকেই ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয় ও ন্যায়বান নহেন। প্রজাপীড়ন ও স্বার্থপরতা দোষে তাঁহারা অনেকেই কলঙ্কিত। নিরঞ্জন পুঁটীয়ারাজের উপদেশ বাক্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

হইল। মৃত হস্তীর পর মৃত হস্তী, মৃত অশ্বের উপর মৃত অশ্ব, মৃত মনুষ্যের পর মৃত মনুষ্য, মনুষ্যের পর হস্তী, অশ্বের পর মনুষ্য, মৃত অশ্ব হস্তী মনুষ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে আকীর্ণ হইয়া পড়িল। হস্তহীন, পদহীন, আহত সৈনিক দলের চীৎকারে যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ণ হইল। নবাবসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উচ্চ জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়া উচ্চরবে বলিতে লাগিল—আল্লা-আল্লা-আল্লা। জয় বঙ্গেশ্বরের জয়! জয় সোলেমান কররাণীর জয়!

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বারকয়ের জমিদারী।

বর্ত্তমান সময়ে রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী নওয়া গাঁ মহকুমা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে ধুবলহাটী গ্রামে যে দানশীল রাজবংশ আছেন, তাহা অনেক বঙ্গবাসী অবগত আছেন। এই রাজবংশের জমিদারীকে যে বারকয়ের জমিদারী বলে, তাহাও রাজসাহী অঞ্চলের অনেকে বিদিত আছেন। এই জমিদারীর সহিত কালাপাহাড়ের বরেন্দ্রবিজয়ের সংস্রব আছে। আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই ইতিহাস বিবৃত করিব।

ধূবলহাটীর রাজবংশ শৌণ্ডিক জাতীয়। ইহাঁদের আদি পুরুষ অতি ধার্ম্মিক মধ্যবিৎ গৃহস্থ ছিলেন। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত তাঁহার নানাবিধ আয়োজন থাকিত। অতিথিকে যে দিন তিনি আহার দিতে না পারিতেন, সেদিন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে দিনাতিপাত করিতেন। রৌদ্রের তেজ বাড়িলে তিনি পথিমধ্যে খাদ্যোপকরণ লইয়া অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের নামে ছত্রের নাম রাখিতেন। পান্থগণ কাহার ছত্র জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের নাম করিয়া বলিতেন, ছত্র রামা-

কলেবরে রুধিরসিক্ত বসনে ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে সেই রাজবংশের আদিপুরুষের ছত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কত গ্রাম, কত স্থান অতিক্রম করিয়াছেন, কেহই তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন নাই। সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বীরোচিত রুধিরাক্ত বসন, সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ, উচ্চ উচ্চ অশ্বের ক্ষিপ্র গতি দর্শনে সকলেরই ভয় হইয়াছে। রাজবংশের আদিপুরুষ তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া বলিলেন—"আসুন আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। এই কুটীরে আসুন। বড় শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। পানাহারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।"

সৈনিকগণ পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছেন। তাঁহারা বিনাবাক্য ব্যয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ব্যস্ততার সহিত স্নান আহ্নিক করিলেন। তাঁহারা সুশীতল বারি পান করিলেন। এই সময়ে ছত্রের অপরাপর অতিথিগণ আহার ও বিশ্রাম করিয়া বিদায় হইয়াছিলেন। আগন্তুক সৈনিকগণ যে যে আহারীয় দ্রব্য পাইলেন, তন্মধ্যে বারটি কৈ মৎস্য প্রধান; সেরূপ কৈ মৎস্য—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ব্যস্ততার সহিত স্বপাক অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া আবার যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। যাত্রাকালে ছত্রের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় দয়া করিয়া আপনার নামটি বলুন।"

ছত্রের কর্ত্তা নাম বলিলেন এবং আগন্তুকদিগের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন সৈনিকদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন—"আমাদের নাম ধাম জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা নবাব-প্রেরিত সৈনিক। এবাদতপুরে আমাদের ছাউনী। এবাদতপুর এখান হইতে কোন দিকে, কত দূর?

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা আশীর্ব্বাদ করি, আপনার এই পুণ্যফলে আপনি ও আপনার বংশধরগণ রাজোপাধিধারী জমিদার হউন। একটি কথা আপনাকে ব'লে যাই, যদি কখন বঙ্গেশ্বরের সহকারী সেনাপতি নিরঞ্জন রায় আপনাকে ডেকে পাঠান, তবে আপনি অবশ্য দেখা করবেন।"

ছত্রস্বামী উত্তর করিলেন—"এবাদতপুর তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব দিকে—এই মাঠ,ঐ গ্রাম ও তার পরের মাঠ পার হইলেই এবাদতপুর। আজ্ঞে, আমি জমিদারী চাই না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ও আমার বংশধরগণের যেন দেবদ্বিজে ভক্তি হয় ও পরলোকে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। আর আশীর্ব্বাদ করুন, বরেন্দ্রে শান্তি স্থাপিত হউক, নর-রক্তে আর যেন বরেন্দ্র প্লাবিত না হয়।"

সৈনিকগণ এই কথায় আর উত্তর না করিয়া লম্ফ প্রদানে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা অশ্বে কশাঘাত করিয়া অশ্ব এবাদত পুরের দিকে ছুটাইয়া দিলেন।

লোকের অতিথি হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহারে তিনি বড় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ভদ্রলোক তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত এই অপরাহ্ণ কালে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ কৈ মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মৎস্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নাম ধাম লেখাইয়া রাখিলেন। বরেন্দ্র বিজয় হইলে সেই ভদ্রলোককে জমিদারী দিয়া পুরস্কৃত করা হইবে, ইহাই সকলের মত হইল। অনন্তর অরাতির অনুগমনকারী অন্যান্য সেনানায়ক দল তাঁহাদিগের অনুগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক গুপ্তচর আসিয়া জানাইল, অপর জমিদারগণের সৈন্য দল বগুড়া হইতে ৫ পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোন বৃহৎ প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। গত রজনীতে ঝড়, বৃষ্টি ও করকাপাত না হইলে অদ্য এবাদতখাঁর কথোপকথন সময়ে সেই সব। সৈন্য আসিয়া নবাব সেনার চারিদিকে আক্রমণ করিত। এবাদতখাঁর সহিত জমিদার সৈন্যের এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। এবাদত এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুনরায় সৈন্য সমবেত করিয়া সম্ভবতঃ জমিদার সেনাদলের সহিত মিলিত হইবে।

অনন্তর কালাপাহাড় সেনানায়কগণের সহিত যুদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলের মতে এই পরামর্শ স্থির হইল, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে অদ্য রজনীতেই বগুড়াভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। বিপক্ষ সেনা অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে হইবে। নবাবসেনা ভিন্ন ভিন্ন পথে যত গোপনে যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইবে। সকল সৈন্য মিলিত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। পথিমধ্যে এবাদতের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কতক সৈন্য এবাদতের কটকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ও কতক সৈন্য বগুড়ায় যাইবে। এবাদতের সৈন্যের সহিত জমিদার-সৈন্যের মিলন হইতে দেওয়া হইবে না। যুদ্ধ

মুখে আরও শুনা গেল যে, এবাদতের সৈন্য জমিদার সৈন্যের নিকট যাইবার জন্য অথবা জমিদার সৈন্য এবাদতের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য পথমধ্যস্থিত সকল নদীতেই নৌকার সেতু প্রস্তুত রহিয়াছে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে প্রহরিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সৈনিক ও হস্তী অশ্বাদির খাদ্য সামগ্রীও রহিয়াছে। এবাদতের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গমন করিতে পারিলে, তাঁহারা পথিমধ্যে বিশেষ সহায়তা পাইবেন আশা করা যায়।

এবাদতপুরের যুদ্ধ জয়ের আমোদ আহ্লাদ থামিয়া গেল। সৈনিকগণকে স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। সৈনিকদল দ্রব্যাদি বন্ধন করিতে লাগিল। যানবাহন সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। যুদ্ধসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী সকল শকটে ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে উত্তোলন করা হইতে লাগিল। অতঃপর গতিসূচক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল।

নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব নষ্ট ও অপহৃত দ্রব্যের সদুপায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

বেলা এক প্রহরও নাই। গৃহিণী যে সময়ে দিবায় নিদ্রিতা বধূদিগকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতে ছিলেন, বধূগণ যে সময়ে শশব্যস্তে উঠিয়া ক্ষুণ্ণমনে নিদ্রোত্থিত অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে উচ্ছিষ্ট বাসন জলাশয়ে লইয়া মাজিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় অপরা সমবয়স্কা বধূকে পাইয়া শ্বশুর কুলের শ্বাশুড়ী ননদিনীগণের গুণবর্ণনে বাগ্মিতার পরিচয় দিতেছিলেন, যে সময়ে ভদ্রপল্লীর মহাশয়েরা দাবা, পাশা ও তাসের খেলায় গণ্ডগোল করিতেছিলেন, যে সময়ে মাঠের রাখালগণ গবাদি পশুকে শস্পাস্বাদনে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া হোল ডুগ্ ডুগ্ ও ডাণ্ডাগুলি খেলায় প্রমত্ত হইতেছিল, যে সময়ে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, মালাকর মধ্যাহ্নের আহার বিশ্রামান্তে নবোদ্যমে আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিল, যে সময়ে ক্ষৌরকারবধূ আল্‌তা গুলিয়া ক্ষুর নরুণ ধার দিয়া অলক্তরাগে ললনা-চরণ রঞ্জিত করিবার উদ্‌যোগে ঝাঁপী সাজাইতেছিল, যে সময়ে তাঁতিকুল ঘন ঘন মাকু চালাইয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছিল, যে সময়ে রজককুল স্ব স্ব বনিতার সহিত হাস্য পরিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কখন গৃহিণীর অঞ্চল টানিয়া, কেশ নাড়িয়া, নথাকর্ষণে নাসিকায় বেদনা দিয়া ধৌত বস্ত্র ভাঁজ করিতেছিল, যে সময়ে ভদ্রপল্লীর বয়োধিকা বামাদল, সর্ব্ববিদ্যা বিষয়ক বাগ্‌বিতণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে, তাম্বূল চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে, কাঁথা, শিকা, চুলের দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিলেন, যখন পবন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর জাগ্রত হইবার উপক্রমে হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা একটু একটু নাড়িতেছিলেন, যখন নৈশপুষ্পসুন্দরীগণ কোরকাকারে দুলিতেছিলেন ও ভ্রমর গুঞ্জনে লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন এবং যখন জলে নলিনী, ও স্থলে সূর্য্যমুখী প্রাণপতি দিবাকরকে

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সের আলিসহ বিংশতি জন সৈন্ত সমরে পতিত হইয়াছে। কালাপাহাড় দেখিলেন, নুর আলি কাঁন্দিতেছে। তখন আর কথার সময় নাই। যুদ্ধের বেগ হ্রাস হয় নাই। কালাপাহাড় নুর আলিকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"সের কতদূরে কতক্ষণ কিরূপে পড়িয়াছে ?"

নুর আলি উত্তর করিলেন—"বলিবার সময় এখনও হয় নাই।"

যুদ্ধ প্রায় আর দুই দণ্ড হইল। জমিদার-সৈন্ত সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। যখন পাঁচ কি ছয় সহস্র সৈন্যমাত্র জীবিত থাকিল, তখন তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া নবাব সেনাপতির শরণ লইল। সেনাপতি যুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে অভয় দিলেন। নবাব-সৈন্য আল্লা—আল্লা রবে দিগন্ত কম্পিত করিল।

অহো যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর মহামারী! সংগ্রাম কি মহাপাপ! আহব কি নিষ্ঠুরতার রঙ্গ ভূমি! রণ কি জীবন্ত জীবের সমাধিক্ষেত্র! সমর কি মূর্ত্তিমান যম! স্বার্থ অভিমান! সংগ্রাম তোমাদেরই পৈশাচিক কাণ্ড। উচ্চাশা! তুমি কি ভয়ানক রাক্ষসী। রাজপদ! তুমি কি ঘোর নরক। রাজ্যলিপ্সা! তুমি কি নিষ্ঠুরা ডাকিনী। রণক্ষেত্র কি বাস্তবিক, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, ভূত, প্রেত প্রভৃতির রঙ্গালয়? বাস্তবিক তাহা নহে। স্বার্থ ভূত, অভিমান প্রেত, অহঙ্কার রাক্ষস, উচ্চাশা রাক্ষসী, রাজ্যলিপ্সা ডাকিনী, অর্থপিপাসা যোগিনী, তাহাদের রঙ্গালয়ই সমরক্ষেত্র। মানব! তুমি কি ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর! তুমি স্বার্থের মোহে, ভোগ বাসনার লালসায় না করিতে পার এমন কাজ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তোমার কথার কথা। দয়া, মমতা, সহানুভূতি তোমার ছলনা। তুমি নিষ্ঠুর—তুমি নিষ্ঠুরাদপি নিষ্ঠুর। তুমি মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতা। তোমার স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িলে তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, দয়ামমতা সব

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নুরআলি। সের যেখানে পড়েছে, সেই স্থানে সেরের হাতের নিশানটি স্তূপীকৃত মৃত জীবের মধ্যে বসাইয়া আসিয়াছি। সের হুজুরকে বাঁচাইতে যাইয়াই নিজে মরিয়াছে। হুজুর যে সময় তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন জমিদার-সেনার একজন তীরন্দাজ হুজুরকে লক্ষ্য করে এক সুতীক্ষ্ণ তীর ছাড়ে, সেই তীরে হুজুরের জীবন নষ্ট হতে পারিত। সের ঢালে পেট ঢাকিয়া কাত হইয়া সেই তীরের সম্মুখে থাকে। সেই শর লাগিয়া সের ঘোড়া হ'তে পড়ে যায়। তখন তুমুল যুদ্ধ—সেরের কোথায় শর লাগিল, তাহা দেখিতে পাই নাই।

কালাপাহাড়। সের তবে না মরিতেও পারে।

নুর। তা হতে পারে।

তখন সেনাপতি ও নুর আলি আর কালবিলম্ব না করিয়া আলোক-লইয়া কতিপয় ভৃতের সহিত সেরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। বিশিষ্টরূপ যত্ন সহকারে সেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে এক নির্জ্জন পটমণ্ডপে লওয়া হইল। বারটার মধ্যে সেরের জ্ঞান হইলনা। যখন জ্ঞান হইল, তখন সের কেবল পানীয় জল চাহিলেন। তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা নুরের নিকট জানিলেন। সেনাপতিও রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অতি উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর সেরের জ্ঞান হইলে, সেনাপতি শয়ন করিলেন। রজনীর শেষ ভাগে সের আলির ভয়ানক জ্বর হইল। নুর আলি ও সের আলির পটমণ্ডপে হাকিম বা সেনাপতি যাইতে পারিতেন না। নুর আলির মুখে রোগীর অবস্থা শুনিয়া হাকিম ঔষধ দিতেন। সের আলি, 'এখন মরে তখন মরে' এইরূপ অবস্থায় সাত দিন অতীত হইল। অষ্টম দিন হইতে ক্রমশঃ অবস্থা ভাল হইতে লাগিল। এক পক্ষ মধ্যে সের আলি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা গেলনা।

যে দিন অপরাহ্ণে বগুড়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবাদত খাঁর সকল সৈন্য সুলতানপুর হইতে বগুড়ায় আসিবার পথে আসিয়া সমবেত হয়। কালাপাহাড়ের যে সকল সৈন্য এবাদত খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য পথিমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহারা আসিয়া সবেগে এবাদত খাঁকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে এবাদত খাঁ নিহত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধে বন্দী হইল। কতক সৈন্য পলায়ন করিল। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে বিজয়ী সৈন্যদল বন্দী সৈন্যের সহিত কালাপাহাড়ের নিকটে উপনীত হইলেন।

বরেন্দ্রভূমিতে জমিদার-বিদ্রোহ উপলক্ষে আর একটি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অবশিষ্ট সকল জমিদার-সৈন্য পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধে নুর আলি,

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি দরবারে।

যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সের আলি কালাপাহাড়ের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আজ সুবৃহৎ দরবার। বৃহৎ নীলরত্নাদি-খচিত ঝালর-যুক্ত চন্দ্রাতপ সকল উত্তোলন করা হইয়াছে। পুষ্পমালা, সুদৃশ্য লতা, সুদৃশ্য পত্র ও সুদৃশ্য কদলী তরু দ্বারা দরবার ক্ষেত্র অতি সুন্দররূপে সুসজ্জীভূত হইয়াছে। বরেন্দ্রের সকল জমিদারগণ, সমবেত হইয়াছেন। সুলতানপুরের নিকটবর্ত্তী ধুবলহাটির জমিদারবংশের আদিপুরুষ সেই ধার্ম্মিক অতিথিভক্ত শৌণ্ডিক মহাশয়েরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে—অদ্য দরবারে বরেন্দ্রভূমিতে শান্তি স্থাপিত হইবে। অদ্য দরবারের কার্য্য-তালিকা সুবৃহৎ। দরবারের উপরে যেরূপ চন্দ্রাতপ উত্তোলন করা হইয়াছে, নিম্নে সেইরূপ রক্ত বর্ণ বস্ত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে। মহার্ঘ আসন সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে—মহার্ঘ বেশভূষণধারী সৈনিকগণ দরবার-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। সমর-বাদকগণ উৎসাহের বাদ্য বাজাইতেছে। সাময়িক গায়কদল বীররসাত্মক বীর-কাহিনী গান করিতেছে।

গ্রীক, শক, হূন, পারশি, তাতার।
এক যায় লুটে আসে অন্য আর।
কত দুখ সহে বার বার ম'ার?
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥

হিন্দুগণ আছে বহু দিন হেথা।
পাঠান রয়েছে যাবেনাকো কোথা।
কর হেন কাজ যুক্তি হয় যথা।
একতা অভাবে এদুখ হায়॥

পাঠান হিন্দুর ঐক্য প্রয়োজন।
নহিলে হেথায় থাকে নাকো ধন।
মরিছে মরিছে লোক অগণন।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥

গিয়েছে বাণিজ্য গেছে কৃষিকাজ।
নীরব নিস্তেজ হিন্দুর সমাজ।
মুখ দেখাইতে পাই সদা লাজ।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥

এস হিন্দুগণ, এস হে পাঠান।
ত্যজ ত্যজ ত্যজ জাতি অভিমান।
একতা-শৃঙ্খলা করহ সন্ধান।
একতা অভাবে এদুখ হায়॥

ভাটের গান শেষ হইলে সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দরবারে উপস্থিত সকল লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"উপস্থিত হিন্দুমুসলমানগণ! আপনারা সকলেই বোধ হয়, কুরুযুদ্ধের উদ্দেশ্য জ্ঞাত আছেন। যদুকুলপতি দ্বারকানাথ কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল, ভারত-

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তাণ্ডায় নিরঞ্জনের অভ্যর্থনা।

বরেন্দ্র-বিজয়ী সহকারী সেনাপতি তাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাণ্ডার প্রধান প্রধান রাজপথ জয়তোরণে সজ্জিত হইয়াছে। নৃত্য বাদ্য গীত মহোৎসব চলিতেছে। সেনাপতি হিন্দু, বঙ্গেশ্বর ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন মুসলমান। অভ্যর্থনা ক্ষেত্রের নিকটেই এক পটমণ্ডপে কালাপাহাড় অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গেশ্বর কালাপাহাড়কে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়াছেন। কালাপাহাড়ও বরেন্দ্রের বাকি রাজস্ব ও উপায়নাদি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলই বঙ্গেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন। আজ তিন দিন তাণ্ডায় আনন্দ উৎসব চলিতেছে। প্রথম দিন অভ্যর্থনা ক্ষেত্রে আলিঙ্গন অভ্যর্থনার পর, পথের দুর্গমতা, পথশ্রম, লাল খাঁর বুদ্ধি কৌশল ও সেনানিবেশ সংস্থাপনের সুবন্দোবস্ত, সের আলি ও সুরআলির বিশ্বস্ততা, এবাদত খাঁর বিশ্বাস ঘাতকতা, যুদ্ধ-জয়ের কৌশল, সেনা-রক্ষণ, সেনা বিভাগ করণ প্রভৃতি বিষয়ে কথোপ-

কথন হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনের অভ্যর্থনায় বরেন্দ্রভূমির অবস্থা, বরেন্দ্রের জমিদারগণের সহিত সখ্য স্থাপন, ধুবলহাটীর রাজবংশের আদিপুরুষের আতিথেয়তা, পুঁটীয়া রাজবংশের আনুগত্য ও সহায়তা, বরেন্দ্রের উৎপন্ন দ্রব্য, জল বায়ু ও খাদ্য, লোক সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছে। এই দিন অভ্যর্থনা-ক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বর কালাপাহাড়কে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি বার্দ্ধক্য বশতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই দিন বঙ্গেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কালাপাহাড় হিন্দু না হইলে নজিরণের শুভ পরিণয় তাঁহার সঙ্গেই হইত। নিরঞ্জন কালাপাহাড়ের ন্যায় বীর, পণ্ডিত ও সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত জামাতা বঙ্গদেশে বিরল। নজিরণও কিছু দিন জলবাসের পর নবাব-প্রাসাদে উঠিয়াছেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও কিন্তু আর কোন পীড়া নাই। বঙ্গেশ্বর ইহাও বলিয়াছেন, এই জয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নজিরণের বিবাহ দিতে হইবে।

তাণ্ডায় প্রতি ঘরে আনন্দ। যুদ্ধ-বিজয়ী সেনানায়ক, সৈনিক, সৈন্যের আহার-সংগ্রাহক, অশ্ব-রক্ষক, হস্তি-পালক—সকলের গৃহেই আনন্দ। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্র পাইয়াছেন, বনিতা পতি পাইয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতা পাইয়াছেন, পুত্রকন্যা পিতা পাইয়াছেন, বন্ধু বন্ধু পাইয়াছেন, ও প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গ পাইয়াছেন; কেন না তাণ্ডাবাসীর আনন্দ হইবে? আজ শিশু পুত্রকন্যা "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া পিতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া আনন্দের একশেষ দেখাইতেছে। আজ ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতার সুখ দুঃখের কথা শুনিয়া কখন হর্ষিত কখন দুঃখিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিয়া আজ সহর্ষে কত কথাই বলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা ভয়ঙ্কর রণ-রাক্ষসের গ্রাসমুক্ত পুত্রমুখ অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন—আজ প্রশান্ত

অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর! আমিরণ! আর এখানে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রো না—তোমাদের পবিত্র গাঢ় প্রেমে আর কলঙ্ক স্পর্শ করতে দিও না। সের তুমি সের বেশে গৃহে যাও। নুর তুমি সেরকে লইয়া যাও। নজিরণ তোমার প্রেমের গভীরতা—অতলস্পর্শী গভীরতা, বিশুদ্ধতা, স্থিরতা, দৃঢ়তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করলেম। নুর ওরফে আমিরণ—চতুরা আমিরণ! তোমার আশাও কাল পূর্ণ হবে, হোসেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। হোসেন তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না। ফকির সাহেব, আপনি কল্য প্রত্যূষে ঘোষণা করবেন—আমি কা'ল কল্‌মা প'ড়ে মুসলমান হ'ব—প্রকাশ্যে মুসলমান হ'ব, কাল সূর্য্য অস্ত গমনের পূর্ব্বে আমি নবাবের অনুমতি লয়ে নজিরণের পাণিগ্রহণ করব।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল সের, নুর ও ফকির সাহেব আর বাক্যব্যয় না করিয়া, তিন জনে এক সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন।

করিয়াছে ; যখন জানিবেন, সের সেরপুরের যুদ্ধে স্বীয় জীবন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়াছে ; সের দেশে দেশে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মায়ায়,—নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া,—পুরুষ বেশে ভ্রমণ করিয়াছে ; আর সেই সের—বিবি নজিরণ ; তখন আর আপনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তাহাকে বিবাহ করবেন। ছদ্মবেশী আমিরণেরও হোসেনের সহিত বিবাহ হইবে। আপনার বিবাহের দিন উপস্থিত। ঘটক মধ্যস্থের অভাব নাই। বড় আশা ছিল, আপনি মুসলমান হইবার পূর্ব্বে আপনার চরণ যুগল একবার পূজা করিব ; তাহা আর পোড়া কপালে হইল না। আজ তিন দিনের মধ্যে একবার দেখা পাইলাম না। রমণীর প্রেম, রমণীর ভক্তি, যশোলিপ্সু কার্য্যকুশল সেনাপতির মনে স্থান পায়না। পূর্ব্বে আক্ষেপ করিতেন—

পত্রের এই অংশ পর্য্যন্ত সেনাপতি পাঠ করিলেন। পত্রের অপর অংশ মসীপতনে এরূপ নষ্ট হয়েছিল যে, তাহা আর বহুযত্নেও সেনাপতি পাঠ করিতে পারিলেন না। এখন সেনাপতির নানা চিন্তা আসিল। অন্তঃপুরবাসিনী যোগমায়া এ সব কথা কোথায় পায়। নানা চিন্তা করিতে করিতে সেনাপতি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত অবস্থায় কত স্বপ্নই দেখিলেন। কোন স্বপ্নে কাঁদিতে লাগিলেন। কোন স্বপ্নে হাস্য করিয়া উঠিলেন। চিন্তাকুল ব্যক্তির নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের বিরাম থাকেনা। অদ্য সেনাপতিরও স্বপ্ন দর্শনের বিরাম নাই।

সেনাপতি প্রথম স্বপ্ন দেখিলেন—বঙ্গের মধ্যস্থানে একটু ধূম দৃষ্ট হইল। ঐ ধূম কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুসংযোগে জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ধূম ক্রমে বিষম হুতাশন হইয়া সকল বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম পরিব্যাপ্ত হইল। ঐ আগুন আকাশ স্পর্শ করিল। ঐ আগুনে পুড়িয়া ঐ সকল দেশ ভস্মীভূত হইল। কত হিন্দু পুড়িল—হিন্দুর গ্রন্থ পুড়িল!

তাঁহার পিণ্ডাদি ভাসিয়া গেল। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বিশাল দণ্ড হস্তে করিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন—রে কুলাঙ্গার! রে বিধর্ম্মী মুসলমান! তুই ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক। তুই আমাদের বংশের গ্লানি। তুই বঙ্গদেশের পাপ—তুই হিন্দুর ত্রাস। তুই হিন্দু দেব দেবীর অরি। তোর জল পিণ্ড আমরা স্পর্শ করিবনা। যা যা, তুই মুসলমান-পদ-লেহনকারী কুক্কুর। তুই মক্কায় যাইয়া তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কালাপাহাড় কি যেন কি উত্তর করিতেছিলেন, সেই উত্তরে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি এবারে কোন দেব দেবীর নাম মুখে উচ্চারণ করিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন স্বপ্ন সকল অলীক চিন্তা। কোন দেব দেবী নাই—ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্ম সমাজ সংস্থাপনের কথা শিশুকে জুজুর ভয় দেখানের মত একটা ভয় দেখানে কথা মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি স্থিতি—ঐ নিয়মেই লয় প্রাপ্তি। স্বর্গ নরকও মিছে কথা। কর্ম্ম কিছুই নয়, পুরুষকারই সব। পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম নাই। সমুদ্রে যেমন জলবুদ্‌বুদ্ আপনিই উঠিতেছে, আপনিই লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই জড়াত্মক পৃথিবীতে জীবের আপনিই উৎপত্তি হইতেছে, আবার আপনই লয় হইতেছে।

সেনাপতি আর শয্যায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন। প্রভাত-বায়ু মৃদু মৃদু তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন—হিন্দু মুসলমান এক। সকলেই মানুষ। সকলেই এক রকম মনো-বৃত্তি, প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি ল'য়ে পৃথিবীতে এসেছে। মুসলমানকে কেন দ্বেষ করিব? চাই বল, চাই শক্তি। হিন্দু মুসলমানে মিলন অসম্ভব। ফকির ও স্বামীর মত ভ্রান্ত। বঙ্গে বল সঞ্চয় করতে হ'লে, হয় মুসলমান হিন্দুকে গ্রাস করবে, আর না হয়

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার সমীপে।

৯৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সেনাপতি কালাপাহাড় বরেন্দ্র জয় করিয়া তাণ্ডায় আসিয়াছেন। ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসেই নজিরণের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় মহা-সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। আমিরণের সহিতও হোসেন পরিণীত হইয়াছেন। আজ শ্রাবণের প্রথম ভাগ। আকাশে মেঘ টল্ টল্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে—মধ্যে মধ্যে মেঘ সকল প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে। ভাগীরথীর বেগ খরতর হইয়াছে—ভাগীরথী যেন যৌবনমদে মাতিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া অহঙ্কারের কটাক্ষ করিতে করিতে আপন মনে আপন কথা বলিতে বলিতে স্বীয় গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছেন। প্রবল গর্ব্বিত লোক গমন কালে যেমন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জীবকে একটু কিছু জানাইয়া যায়, ভাগীরথীও সেইরূপ দুই তীর ভূমি ভাঙ্গিয়া বৃক্ষ লতা

মুসলমান করিবেন। তাওার বাস ভবন ও বিপণি গৃহের উপর নিরঞ্জনের মাতুলগণ আর কেহ দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা সকলে ঐ সকল অট্টালিকা পরে বিক্রয় করিবেন। তাঁহারা কেহ যোগমায়াকে সঙ্গে লইতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের সকলের আশঙ্কা যোগমায়াকে সঙ্গে লইলে, কালাপাহাড় তাঁহাদিগের প্রতি প্রধাবিত হইবে।

বেলা ছয় দণ্ড হইলেও দিবস মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন এই প্রভাত হইল। নিরঞ্জনের মাতামহালয়ে এক্ষণে কেবল এক যোগমায়া ও এক বৃদ্ধা পরিচারিকা আছেন। আজ আনন্দ বাজার নিস্তব্ধ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আজ রঙ্গালয় নিস্তব্ধতা রাক্ষসীর বাস ভবনে পরিণত হইয়াছে। যোগমায়া চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। পরিচারিকা বলিল—"বেলা কম হয়নি, তরকারী টরকারী কুটে নিন। বসে বসে সারা রাত দিন ভাব্‌লে আর কি হবে! যা কপালে ছিল হয়েছে।"

যোগমায়া। খাওয়াত প্রতিদিনই আছে, এক সময়ে খেলেই হ'লো। আমার কপাল মন্দ কিসে? যার স্বামী নবাবের সেনাপতি, তার আর কপাল মন্দ কিসে? তবে আমার এক আক্ষেপ এই যে, তিনি মুসলমান হয়েছেন।

পরিচারিকা। ঠাকুরাণি! থাম থাম। অমন স্বামী থাক্‌লেই বা কি, ম'লেই বা কি। জাতনাশা অলপ্পেয়ে নজিরণ মাগীকে বে' না ক'রে আর এ বাড়ী মুখো এলোনা। এখন এসেই বা কি করেন, কেবল বলেন মুসলমান হও, আর সেই মুসলমানীর বাড়ীতে চল।

জানিনা পরিচারিকা কালাপাহাড় কে কিরূপ চক্ষে দেখিত, কিন্তু সে সর্ব্বদাই যোগমায়ার নিকট কালাপাহাড়ের নিন্দা করিত ও গালি

ঝি এই কথায় রাগিয়া গর্ গর্ করিতে করিতে বেগে সম্মার্জ্জনী চালাইয়া গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

যোগমায়া কালাপাহাড়কে বলিলেন—"আমি কাঁদি নাই।"

কালাপাহাড়। তোমার চখে জল তবু কাঁদ নাই?

পরিচারিকা ক্রোধে আর থাকিতে পারিল না, সে স্বগতই আরম্ভ করিল। ই—ই—ই, চখের জলে ঘড় পুরে গেল। মেয়ে টাকে দগ্‌ধে মার্‌লে। নিজে কাঁদান আর জিজ্ঞাসা করেন চখে জল। উনি কাঁদ্‌বেন না ত কাঁদ্‌বে কে? অমন পোড়া কপাল আর কার?

যোগমায়া পুনরপি পরিচারিকার স্বগত বাক্যাবলী নিষেধ করিয়া কালাপাহাড়কে বলিলেন—"না আমি কাঁদিব কেন, কাঁদি নাই।"

কালাপাহাড় বলিতে লাগিলেন—"দেখ মায়া! শান্তি সুখ তোমারও গিয়েছে, আমারও গিয়েছে। "তুমি কাঁদবেনা ত কাঁদ্‌বে কে" ঝির এই কথা খুব সত্য। আমিও কাঁদ্‌ছি। ভেবনা, নবাবের ভাইঝি নজিরণকে বে করে আমি বড় সুখে আছি। আমি আমার হৃদয়ে দাবানল জ্বেলেছি। এখন আমার শান্তি তোমাতে। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তুমি আমার বাল্য সখী। তুমি আপন, নজিরণ এখনও পর। নজিরণকে ভালবেসেছি কি না বল্‌তে পারি না; তার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার কর্‌ব। তুমি জান, সকল কাজ এক স্থানে হয় না। রন্ধন, ভোজন, পান, শয়নের ভিন্ন গৃহের প্রয়োজন। নজিরণ সুন্দরী রসিকা, এ কথা স্বীকার করি। তুমিও আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী, বুদ্ধিমতী ও আমার শান্তিদায়িনী। নজিরণ পুষ্পোদ্যান, তুমি অন্তঃপুর। নজিরণ বৈঠকখানা, তুমি শয়ন ভবন। নজিরণ সুখ, তুমি শান্তি। নজিরণ গোলাপের মালা, তুমি স্নিগ্ধ সৌরভশালিনী বেলের মালা। নজিরণ সুরা, তুমি সুধা। নজিরণের সহবাসে ক্ষণেক

পতিপ্রাণা বালিকা পতির খাতিরেও ধর্ম্ম-গোঁড়ামি ছাড়ে না, তাই কি হিন্দু মুসলমানে মিল্‌বে? সকল হিন্দু নাশ করে এক মুসলমান কর্‌ব—কাশী হ'তে কামাখ্যা, হিমালয় হ'তে বঙ্গোপসাগর আল্লা আল্লা ধ্বনিতে, লায় লাহা এল্‌ এল্‌ল্লা কলমায় এদেশ কম্পিত কর্‌ব। জেন যোগ! তোমার দোষে সোণার বাঙ্গালা ছারে খারে চল্‌লো।

যোগমায়া আর ভয়ে কথা বলিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় বেগে গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন।

কাঁদিতেছি। আবার কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্য-সাধনে প্রভুর প্রশংসাবাদে—পার্শ্ববর্ত্তী লোকের গুণ কীর্ত্তনে হাসিয়া উঠিতেছি। স্মৃতি ও বিস্মৃতি স্ব স্ব মায়া বিস্তার করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বিস্মৃতি মায়া-জালে সকল কষ্ট ঢাকিবার চেষ্টা পাইতেছেন, স্মৃতি সকল দৃশ্য নয়নের উপর আনিয়া ধরিতেছেন। আমরা স্মৃতি বিস্মৃতির হাতের ক্রীড়ার পুতুল হইয়াছি। আমরা স্মৃতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিস্মৃতির মায়া-জালের ছায়ায় উপবেশন করিয়া সকল ক্লেশ অপনোদন করিতে চাহি। এই সুখ দুঃখের বিচিত্র ভাণ্ডার সংসারে, বিস্মৃতির বটচ্ছায়া ও স্মৃতির উত্তপ্ত মরু উভয়ের সুখ দুঃখই আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে। আমিরণের বাড়ীতে নজিরণ অগ্রেই আসিয়াছেন। সেনাপতি কালাপাহাড় পরে অশ্বারোহণে সেই ভবনে উপনীত হইলেন। তিনি বহির্ব্বাটীতে অবস্থান না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আমিরণ নিকটে আসিয়া বলিলেন—"কি দুঃসাহস! ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ। এখনই ধরে বিচারের জন্য পাঠাব।"

কাপা। আমি বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি। আমার সের আলি ও নুর আলি নামে দুই জন শরীর-রক্ষক পালিয়েছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে এসেছি। আমার অব্যাহতগতি।

আমি। আমিও বেরব। আমার ঘোড়াও বাহিরে সাজান আছে। আমার সখীর একটি ক্রীতদাস পালিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

কাপা। বটে—বটে। আগে আমি আমার শরীর-রক্ষক গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাই।

আমি। ক্রীতদাস বলে যদি ধরা পড়ে যান?

কাপা। ধরা দিলে ত ধরা পড়্‌ব।

আমি। ধরাও দিয়েছেন ধরাও পড়েছেন।

আমার মালঞ্চে মধুর চাকও নাই, আর দশে বিশে মধুর মাছি এসে মধুও ঢালেনা।”

এই সময়ে নজিরণ বলিল—“পোড়ার মুখী জিজিরণ, তুইত এখন খুব কথা শিখেছিস।”

এই রূপ কথা হইতে হইতে ছবিরণ গোটাকতক পান ও আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত কেলো ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং ডাক ছাড়িল—“তোমরা কেউ গোলাপী খিলি নেবে গো? দুই খিলি এক মন।”

কৃষ্ণচন্দ্র ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই সেনাপতি ও সেনানায়ক হোসেনকে দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন—“আজ্ঞে, আজ্ঞে এখানে সেনাপতি ও খাঁ সাহেব। আমি—আমি—”

কালাপাহাড় ডাকিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজা। আমি বাঙ্গালা বেহারের সেনাপতি আপনার কাছে কি? আমি আপনার কাছে পূর্ব্বে ছিলাম নিরু ঠাকুর, এক্ষণে আছি নিরু খাঁ পাঠান। আপনি আমার বাল্যবন্ধু; আমি সেনাপতি বলে কিছু মাত্র ভয় কর্‌বেন না। জিজিরণের সঙ্গে বে’ আমি নিশ্চয় দেব।”

সেনাপতি জিজিরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—“কেমন জিজিরণ, তুমি ত মুক্ষিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বে করছ?”

জিজিরণ মস্তক অবনত করিয়া বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। ছবিরণ ও জিজিরণের বিবাহও প্রধান প্রধান সৈনিকের সহিত হইয়াছিল। কালু সে বিবাহের কথা জানিত না।

কালাপাহাড় আবার কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন—“মুক্ষিরাজ ঘোষজা। নেচে, গেয়ে, বাজায়ে আমাদিগকে একটু সুখী কর। তোমার মত গায়ক, তোমার মত বাদক, তোমার মত নর্ত্তক এ সহরে আর নাই।”

নজিরণ, আমিরণ, ছবিরণ ও জিজিরণ চারি জনেই এক সঙ্গে কালুর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা আরও জিজিরণের মুখ টিপিয়া বলিলেন—"ওলো জিজিরণ! তোর বড় কপাল, এমন রসিক চূড়ামণির সঙ্গে তোর বে।"

কৃষ্ণচন্দ্রের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নানা অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে গান ধরিলেন—

জিজিরণ রূপের ডালি, কমল কলি,
ফোটা গোলাপ ফুল।
জিজিরণ হাস্‌ছে বসে, ফুল পড়ছে খসে,
রসিক ভ্রমরা আকুল॥
জিজিরণ ডাঙ্গায় চাঁপাফুল, জলে কমল ফুল,
পরী বলে মনে করি ভুল।

এই সঙ্গীত হইতে হইতে আমিরণ বলিলেন—"জিজিরণ ত এখন তোমার। জিজিরণের রূপের গুণের গান তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে শুনিয়ো; এখন শ্যামা বিষয়, ভবানী বিষয়, টপ্পা, খেয়াল, দেহতত্ত্ব, সংকীর্ত্তন, এই সকল গানের একটা গাও।"

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন।—"তবে আচ্ছা আমি ক্রমে ক্রমে সব গাচ্ছি। আগে শ্যামা বিষয়ই ধরিঃ—

খাঁড়া ধরা ভয়ঙ্করা শ্যামারে মা,
রণে ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী দিগম্বরী রে মা,
কভু সিংহ পরে চড় দশ হাতে অস্ত্র ধর॥
দৈত্যদলে দমন কর উমারে মা,
কখন বা হাঁ করে দাঁড়িয়ে শম্ভু উপরে,
সংহার মূর্ত্তিতে হও সর্ব্ব সংহারিণী রে মা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বারাণসী নগরী এস্থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে সেনাপতি কালাপাহাড়ের সৈন্যদল যুদ্ধ সম্ভার ও অশ্ব গজাদি আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এইস্থানে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশী-রাজের দূতগণ মনে করিয়াছেন, এই স্থানেই কালাপাহাড় সৈন্য সামন্তসহ ভাগীরথী পার হইবেন। কাশীর উত্তরদিকের প্রান্তরে কাশীরাজের সৈন্য-সামন্তের সহিত কালাপাহাড়ের যুদ্ধ হইবে—এই বিশ্বাসে কাশীরাজ সেই প্রান্তরে সেনাদল সহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন।

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ। দেব দিবাকর তাঁহার কিরণ-জাল সংযত করিয়া ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ-বায়ু সেবনের অনুমতি করিয়া অস্তাচল গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। বিহগকুল দৈনিক আহার সমাপন করিয়া চঞ্চু মুছিয়া পক্ষ ঝাড়িয়া কুলায়ে গমনের উদ্যোগ করিতেছে। বিগত-যৌবনা

পীর। আমরা গঙ্গার ডাইন পার দিয়ে যেয়ে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার সর্ব্বনাশ কর্‌ব।

অতঃপর পীরবক্সের পরামর্শই গ্রাহ্য করা হইল। কতকগুলি নৌকা মহাজনী নৌকা বলিয়া নৌসেতু নির্ম্মাণার্থ প্রেরিত হইল। কল্য প্রত্যূষে দুই দিক দিয়া কাশী আক্রমণ করা স্থির হইল। কালাপাহাড় ছয় আনা রকম সৈন্য লইয়া সন্ধ্যা পরেই যাত্রা করিলেন।

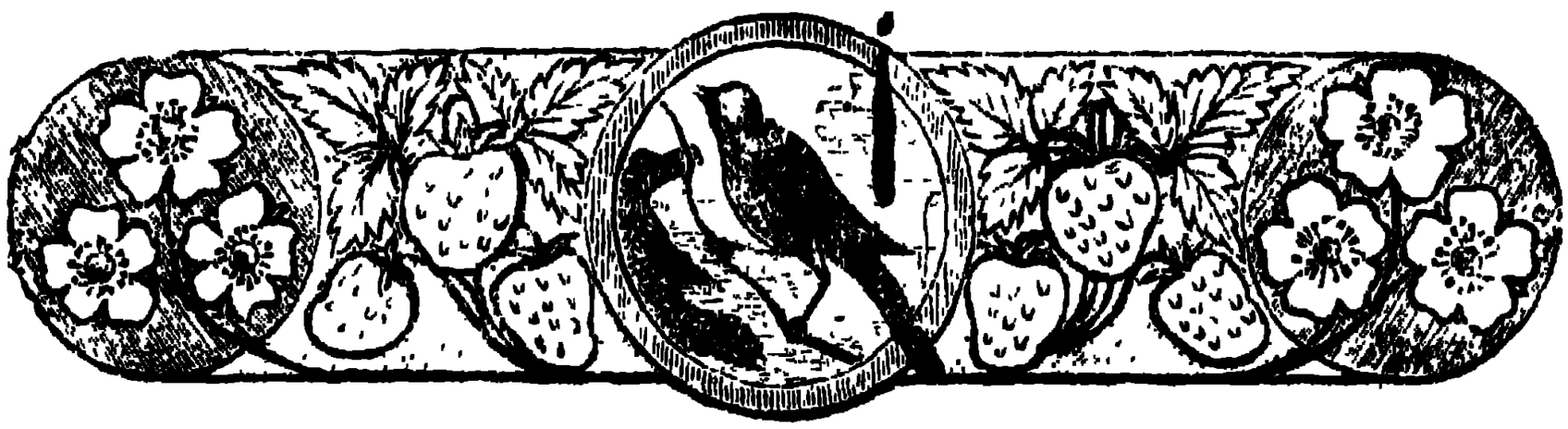

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালী জয়।

আল্লা—আল্লা—আল্লা। অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! বাবা বিশ্বেশ্বরজি কি জয়! বাল-সূর্য্য উদয়াচলে রক্তাভ কিরণমালা বিক্ষেপ করিতে করিতে সমাগত হইয়াছেন। বিহঙ্গকুল কুলায় না ছাড়িয়াই প্রাতঃস্তোত্র পাঠ করিতেছে। অনিল অরুণের অভ্যর্থনা-সূচক চামর ব্যজন করিতেছেন। কুসুম-কুল হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া উঠিল। পত্রপুঞ্জ নড়িয়া নড়িয়া নাচিয়া উঠিল। তরুকুল দুলিয়া দুলিয়া দোল খাইতে লাগিল। ব্রততীকুল হেলিয়া হেলিয়া তরু শাখায় আলিঙ্গন করিয়া হেলিয়া পড়িল। পেচক, বাদুড়, চামচিকা অরুণকে গালি দিতে দিতে পলায়ন করিল। তস্করকুলও তাহাতে অনুমোদন করিল। তারকা-বেষ্টিত শশধর অরুণের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিপাতে পেচকাদি ও তস্করাদির কার্য্যে, বিনা বাক্য ব্যয়ে, অঙ্গভঙ্গিতে

সমর্থন করিলেন। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধরবে দিগন্ত কম্পিত হইল। কাশীরাজের সহিত হোসেন প্রমুখ কালাপাহাড়ের সেনাদলের ঘোর সংগ্রাম বাধিল। পদাতিক পদাতিকর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, তীরন্দাজ তীরন্দাজের সহিত, অসিযোদ্ধা অসিযোদ্ধার সহিত ঘোর আহবে প্রমত্ত হইলেন।—যেন দেবাসুরে ঘোর সমর বাধিল। কাশীরাজ অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হোসেনআলি ও বন্দেআলির যুদ্ধকৌশলও বিচিত্র।

অন্নপূর্ণা-মন্দিরে আরতি হইতেছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে মঙ্গল আরতির ঘোর ঘটা লাগিয়াছে। সঙ্কটার বাড়ী শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। কাল-ভৈরবের মন্দিরে আরতির বাদ্যের সহিত নবাগত সারমেয় দল ডাকিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় পশ্চাৎদিক্ হইতে রব উঠিল ;—

"পালারে পালারে কাফের! পালারে সত্বর।
পরাণে বাঁচিস যদি যা যা নিজ ঘর॥"

"ওমা! ওরে বাবা! এ কারা! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ঘোর বিপদ! মুসলমান-সৈন্য মন্দিরে আসিয়াছে। কালাপাহাড় পুরী প্রবেশ করেছে" —এই কথা যাত্রীর মুখ হইতে পাণ্ডার মুখে, পাণ্ডার মুখ হইতে সমগ্র বারাণসী সহরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কথা উঠিতে উঠিতে পলায়নের ঘোর রোল উঠিল। পাণ্ডাগণ বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি জ্ঞানবাপীতে ফেলিয়া দিলেন। অন্য পাণ্ডাদল অন্নপূর্ণার পীঠ চিহ্ন লইয়া পলায়ন করিলেন।

কালাপাহাড়ের সেনাদল চকবাজারে আগুন লাগাইয়া দিল। অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও বিশ্বেশ্বরের কৃত্রিম মূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল। শঙ্কটাকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করা হইল। কালভৈরব দণ্ডাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইলেন। বৈশ্বানর লোল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক পবিত্র পুরী বারাণসী উদরসাৎ

করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিল। ধূমপুঞ্জ তদূর্দ্ধে উঠিল। বাল-বৃদ্ধ-বনিতার রোদন ধ্বনিতে প্রলয়কাল বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল।

ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণ, পরহিতব্রত সন্ন্যাসিদল, ভক্তিপূর্ণ ছাত্র-নিচয় ও কাশীর সাধারণ অধিবাসিসমূহ যিনি যাহা পাইলেন, তাহাই হস্তে লইয়া কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। কালাপাহাড়ের সহিত তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধিল। কালাপাহাড় এক তেজস্বী অশ্বের পৃষ্ঠে থাকিয়া সুকৌশলে সৈন্যচালনা করিতেছিলেন, তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন. একজন সন্ন্যাসী দূর হইতে চিম্‌টা ছুড়িয়া তাঁহার নিধন সাধনের উপক্রম করিতেছেন; কিন্তু একটি ছাত্র দণ্ডাঘাতে চিম্‌টা ভূতলে ফেলিয়া দিল। সেনাপতি ছাত্রটিকে চিনি চিনি করিয়া ব্যস্ততায় চিনিতে পারিলেন না। ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দুগণ প্রাণপণে ধর্ম্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছেন ও মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের জন্য বীর নিনাদে পৃথিবী কম্পিত করিতেছেন। এইরূপ যুদ্ধে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইল।

কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রেই সংবাদ পাইলেন, অন্য পথে কালাপাহাড় আসিয়া দেব দেবীর মন্দির সকল আক্রমণ করিয়াছে। কাশীরাজ আর যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে নগরী রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সৈন্যও আসিল। দগ্ধ কাশীর পশ্চিম পার্শ্বে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানে ঘোর সংগ্রাম হইল। হিন্দুগণ অনাহারে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণ পর্য্যায় ক্রমে এক দলের পর অপর দল আহার সমাপন করিয়া আসিয়া নবোদ্যমে সমর-লালসার পরিতৃপ্তি করিতে লাগিলেন। ক্লান্তি বশতঃ হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে মুসলমান সৈন্য

বুভুক্ষু সিংহ দলের ন্যায় হিন্দু সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। দূর হইতে বিক্ষিপ্ত এক শর অশ্বারোহী কাশীরাজের কর্ণমূলে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অচৈতন্য হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব তাঁহার সাজ পোষাক দশন দ্বারা কঠিনরূপে ধারণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। হিন্দু দল একেই দেব দেবীর মূর্ত্তিনাশে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, কাশী-দাহের অগ্নিশিখায় তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল এবং অবশেষে যখন শুনিলেন, রাজা সমরাঙ্গণে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাদিগের উদ্যম উৎসাহ কিছুই থাকিল না। এরূপ অবস্থায়ও কাশীরাজের সেনাপতি শেষ চেষ্টা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কালাপাহাড়ের পক্ষ হইতে সুরাপানে প্রমত্ত, শত্রুদলনে সমর্থ, এক দল বৃহৎ হস্তী হিন্দু-নাশের জন্য হিন্দুদিগের প্রতিকূলে পরিচালিত হইল। আর হিন্দুর উপায় থাকিল না। মৃত্যু ভিন্ন জয়ের আশা থাকিল না। সমর করিতে করিতে না মরিয়া, হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া, ও শুণ্ডাঘাতে মরিয়া স্বর্গে যাইবার পথ থাকিল না; তখন হিন্দু সেনাপতি তূর্য্যধ্বনি করিয়া জানাইলেন "পালাও পালাও"। হিন্দুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন। কতকগুলি দুর্ভাগ্য হিন্দু কালাপাহাড়ের করে বন্দী হইলেন।

অতঃপর কাশীর যে দৃশ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সে দৃশ্য বর্ণনা করিলে লেখনী অপবিত্র হইবে। সে দৃশ্য মনে করিলে হৃদয় কলঙ্কিত হইবে। উপায়ও নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছি; পাপীর পাপের অভিনয় দেখাইতে বসিয়াছি। মুসলমান অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগী স্বধর্ম্মদ্রোহীর কার্য্যের অপকারিতা দেখাইতে উদ্যোগী হইয়াছি —ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুফল দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছি—অপরিণাম-দর্শীর অনুষ্ঠানের কুফল দেখাইতে বসিয়াছি, এক্ষণে বিরত হওয়াও সঙ্গত

সমুচিত দণ্ডবিধান হইল। ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রাধান্য-প্রিয়তার, ভারতের একতা-শূন্যতার, ভারতবাসীর মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবার অনধিকারিতার, ভারতবাসীর একজনকে পাঁচ জনের অধীনে রাখিবার ও পাঁচ জনে একজনের অধীনে থাকিবার অপটুতার সমুচিত দণ্ড বিধান হইল। ভারতবাসীর সহানুভূতি-শূন্যতার, ভারতবাসীর নিশ্চেষ্টতার, ভারতবাসীর উদ্যম-শূন্যতার সমুচিত দণ্ড বিধান হইল। ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতির বুঝিয়া কার্য্য করিবার এক সুন্দর আদর্শ হইল।

কাশী জয় হইয়াছে। কালাপাহাড় তাণ্ডায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। পথিমধ্যে কত দেবমূর্ত্তি, কত দেবীমূর্ত্তি ও কত দেবালয়ের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। কত হিন্দুপল্লী ভস্মসাৎ করিয়াছেন। গয়াধাম জয় করা অতি সহজ বিবেচিত হওয়ায় পিরবক্স ও হোসেন আলিকে সৈন্য-সহ গয়ায় পাঠাইয়া ঘোর আড়ম্বরে উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে এই নিমিত্ত সেনাপতি তাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নজিরণের অনুরোধে কালাপাহাড় আজ যোগমায়ার সহিত দেখা করিতে মাতামহালয়ে গমন করিয়াছেন। যোগমায়া সেই ভাবেই নিরঞ্জনের মাতামহালয়েই অবস্থিতি করিতেছেন। আমিরণ, ছবিরণ, ও জিজিরণ সেনাপতির মন পরীক্ষার জন্য আজ তাঁহাকে কাঁদাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এক একজনে এক এক ভাবে যোগমায়ার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সেনাপতির প্রেম-পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া, সমুদ্র তরঙ্গে তীরভূমি প্লাবনের ন্যায় তদীয় নয়নে প্লাবন আসিয়াছে। তাঁহারা যোগমায়ার অনেক গুণ বর্ণনার পর বলিয়াছেন, যোগমায়ার পতিভক্তি এত গভীর ও দৃঢ় যে, তিনি (নিরঞ্জন) বরেন্দ্র ভূমি জয় করিতে গেলে, যোগমায়া পাগলিনীর বেশে তাঁহার অনুগমন করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া মাতামহালয় হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জনের মাতামহালয়ের বধূগণের তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায়, যোগমায়া স্বীয় সংকল্প-সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই।

কালাপাহাড়ের ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করিয়া যোগমায়ার সহিত দেখা করিবেন। নজিরণ ও তাঁহার সহচরী-গণের অনুরোধে কালাপাহাড় যোগমায়ার ভবনে আসিয়াছেন যোগ-মায়ার সেই পূর্ব্ব পরিচারিকাই আছে। সে কালাপাহাড়কে দেখিয়াই কত কি বলিতেছে। সে আপন মনে আপনি বলিতেছে—"এমন কঠিনও মানুষ থাকেগা! এমন নিঠুরও মানুষ থাকে গা? দয়া নাই,

মায়া নাই, ভদ্রতা নাই, চক্ষু লজ্জাও নাই। ঠাকুরকে ডাকিনীতে পেয়েছে—নিশ্চয় ডাকিনীতে পেয়েছে। তা না হ'লে বামুনের ছেলে, নিজে মস্ত পণ্ডিত লোক, এ সব কিছুই না ভেবে মুসলমান হলেন! এই সোনার চাঁদের মত বৌ, সাক্ষাৎ দেবী, সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা, এর দিকে ফিরেও চাওয়া নাই। যে আপন জাত ইজ্জত খেয়ে দুঃসাহসে ভরকরে কালীমন্দির হ'তে মাথা বাঁচিয়ে আন্‌লে, সে হ'লো পর—আর কোথাকার সেই মুসলমানের মেয়ে তাকে নিয়ে ঘর কন্না কচ্ছেন! শুনেছি সেও নাকি বলে ঠাকুরকে এখানে আস্‌তে—ঠাকুর নামেও এখন কালাপাহাড়, আসলেও কালাপাহাড়; পূর্ব্বের সে দয়া, মায়া, হাসিমাখা মুখ, মিষ্টিকথা অপূর্ব্ব রূপ দিব্বি ব্রাহ্মণের শ্রী এখন সে সব কোথায় গিয়েছে।"

পরিচারিকার এইরূপ কথায় যোগমায়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন, পরিচারিকাকে বকুনি হ'তে ক্ষান্ত হইতে বলিলে, তাহার বকুনি আরও বাড়িত। সে কত্ত কি বকিতে বকিতে স্থানান্তরে চলিয়াগেল।

কালাপাহাড় আবার বলিতে লাগিলেন—"তোমার হিন্দুগ্রন্থমাত্রও রাখ বনা; সমস্ত পোড়াব। হিন্দুর ধর্ম্মও যা, মুসলমানের ধর্ম্মও তাই। হিন্দুতে গরু খেতো, মুসলমানে এখনও গরু খায়। হিন্দুরা গরম দেশ ব'লে গরু খাওয়াটা ছেড়েছে। হিন্দুরা যেরূপ অত্যাচারে অনার্য্যদিগকে তাড়িয়েছে, মুসলমানেরা তত অত্যাচার এখনও করতে পারেনি। আর দেখ হিন্দুরা যে বড় জাতি হয়েছিল, অনার্য্যেরা তাদের সঙ্গে মিসেছিল বলে। বিজিত জাতি অর্থাৎ দাসের সংখ্যাই হিন্দুর মধ্যে অধিক। মুসলমানেরা ত হিন্দুকে দাস করতে চান না; ধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হলেই হলো। আমি যত হিন্দুকে মুসলমান করেছি, সকলকেই বড় বড় পদ দিয়েছি। আমা হ'তে তোমার জন্যই হিন্দুর বেশী ক্ষতি

ভুল্‌ব! যে দিন পাটুলীর বাড়ী ঘর গিয়েছিল, যে দিন পাটুলীর সম্পত্তি গিয়েছিল, যে দিন নিরাশ্রয় হ'য়ে বন পালিয়েছিলাম, কার মুখ দেখে সে দিন বেঁচেছিলেম মায়া? কার ম্লান মুখ দেখে তাণ্ডায় দরবার কর্‌তে এসেছিলাম? কার কথা ভেবে তাণ্ডায় এক বৎসর দরবার করেছি? কার সুখ সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছি? মায়া! তুমি কি কেবল আমার স্ত্রী? তুমি উপকার করিতে আমার বন্ধু, তুমি সহায়তা করিতে আমার ভ্রাতা, পরামর্শ দিতে তুমি আমার মন্ত্রী, আহার দানে তুমি মাতা, সেবা শুশ্রূষায় তুমি পত্নী, শান্তি দিতে তুমি দেবী, প্রফুল্লতা ও সুখ দিতে তুমি ভাঁড় ও কবি। রূপে ধিক্! রূপের মোহে ধিক্! ঘটনাচক্রে উপকারের কৃতজ্ঞতায়—ধর্ম্মের নৈরাশ্যে—আমি নজিরণকে বে করেছি। তোমার সহিত নিরঞ্জন দেবতা; তোমার বিহনে নিরঞ্জন মূর্ত্তিমান নরক। তোমায় আর নজিরণে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তুমি শান্তির নদী, আর নজিরণ শীতল শিশির বিন্দু। তুমি প্রফুল্লতার পুষ্পোদ্যান আর নজিরণ বোঁটাছেঁড়া একটা কোটা গোলাপ। তুমি সেবা ভক্তির আকর আর সে সেবাভক্তির মরুভূমি। তোমায় ভুলব মায়া? তোমায় ভুলব?"

যোগমায়া আর কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। যোগমায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ঠাকুরদাদার গণনা ঠিক। আমার পোড়া কপাল তাই আমি এমন স্বামীর সংসর্গ হ'তে আমি বঞ্চিত।"

কালাপাহাড়ও আর কথা কহিতে পারিলেন না। জলে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনিও নয়ন জল মুছিতে মুছিতে যোগমায়ার ভবন হইতে বহির্গত হইলেন।

মায়াকে পাব, দেশেরও উপকার করিব। পুরী গেলেই হিন্দুর বড় তীর্থ গেল। যা হউক এই নিকটের বদ্বীপটার দফা রফা করে আস্‌তে হচ্ছে।” সেনাপতি অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

নূতন বঙ্গেশ্বর। বঙ্গেশ্বরের, নূতন সেনাপতি কালাপাহাড়। কি সাহসে আমরা কালাপাহাড়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব—কি সাহসে বঙ্গত্রাস সেনাপতির অন্দরে ললনাকুলের মধ্যে প্রবেশ করিব? পাঠক! আপনি চন্দ্রশেখরে মিরকাসিমের অন্তঃপুর দেখিয়াছেন। আপনি রাজসিংহ পাঠে কল্পনায় মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। এস্থানে কালাপাহাড়ের অন্তঃপুরের অবস্থা না লিখিয়া উল্লিখিত গ্রন্থ বরাত দিলে কি চলে না? বরাতে চলিলেই বড় ভাল হইত। পর-পদাঙ্কে পদ রাখিয়া গমন করা অপেক্ষা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা কি ভাল? পক্ষান্তরে রূপ ও ঐশ্বর্য্য বর্ণনে এবং নায়ক নায়িকার নামের গুণে বঙ্গে গ্রন্থের আদর। আসামিগণ যদি সকল বাঙ্গালা কথা রূপান্তরিত করিয়া পৃথক ভাষা করিতে পারেন এবং উড়িয়াগণও যদি ঐরূপ উড়িয়াকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারেন এবং তদ্দেশবাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ ভাষাস্বাতন্ত্র সমর্থন করেন, তবে আমি চন্দ্রশেখর ঠিক নকল করিলেও আমি কত পাঠক পাইব। তাঁহারা আমার কালাপাহাড়ের অন্তঃপুর বর্ণন এক পৃথক নূতন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের ভাব ও কথা বেমালুম চুরি করিতে পারিলেই হতভাগ্য বঙ্গের গ্রন্থকারগণের সমধিক আদর হইয়া থাকে। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর-পদাঙ্কে গমন না করিয়া নূতন ভাবে নূতন গ্রন্থ রচনা করায় তিনি জীবিত থাকিতে খ্যাতি বা অর্থ কিছুই পান নাই।

স্বধর্ম্মচ্যুত নব সেনাপতি কালাপাহাড়ের অন্তঃপুর অতি রমণীয়। বিলাসপ্রিয়া গর্ব্বপূর্ণা নজিরণের বাসভবন অতিবিচিত্র ও মূল্যবান।

এই ভবনের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে সেনাপতি কালাপাহাড় আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই গৃহের মধ্যস্থলে এক বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মঞ্চে রত্নাদি খচিত সুবর্ণ পাত্রে ও সৌন্দর্য্য-সুগন্ধ-পূর্ণ পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহে গোলাপ জল সিঞ্চিত হইয়াছে। গৃহ-মধ্যস্থিত দ্রব্য সকল হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে। কে বলে নুরজাঁহান গোলাপ জল ও গোলাপী আতর নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন? নুরজাঁহান কেবল মাত্র ঐ সকল দ্রব্য প্রণয়নের নূতন পথ দেখাইয়াছেন মাত্র। কালাপাহাড় গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ নির্জ্জন দেখিলেন। তিনি একটু বড় করিয়া বলিলেন—"এত কড়া তলব, ঘরেত কাহাকেও দেখিনা?"

আমিরণ গম্ভীরভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সের ও নুর মরেছে।"

অন্যদিক দিয়া ছবিরণ ও জিজিরণ সেই গৃহে আসিয়া বলিলেন—"ছবিরণ ও জিজিরণও মরেছে।"

নজিরণও গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমিও মরিয়াছি।"

কালাপাহাড় তখন হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমি তবে ভূত। আজ এ কি অভিনয়? আজ কি তবে এখানে ভূত পেত্নীর খেলা হবে? সের আর নুর বরেন্দ্র যুদ্ধের পরেও দুইটা লোককে প্রাণে মেরে ভূত করে রেখে তবে মরেছে।"

আমিরণ। আপনি ভূত বইকি। তা না হলে এ সব হবে কেন?

ছবিরণ। তা বোন ঠিক।

জিজিরণ। তা দিদি সত্যি সত্যি।

নজিরণ। তা ভাই তোরা যা বলিস তা বল। আমি মরারচেয়েও বাড়া হয়েছি। নিয়ত যুদ্ধ, গ্রামের পর গ্রাম পোড়ান, মন্দির ভাঙ্গা, দেবতা

কাপা। হিন্দু আমার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

নজি। অন্যায় যুদ্ধে কাশী নষ্ট করেছ। ডাকাতের মত পড়ে গ্রাম, ঠাকুর, পুঁথি পোড়াচ্ছ। হিন্দু শিষ্ট শান্ত জাতি, তারা সহজে ক্ষেপেনা। তারা অপরিণামদর্শীর মত কাজ করেনা। সকল ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছেই আছে। তোমার অত্যাচার যখন সকল বাঙ্গালায় প্রসারিত হ'বে, যখন সকল হিন্দুর মনে ব্যথা লাগ্‌বে, তখন এই শিষ্ট শান্ত অস্ত্রহীন হিন্দুর মধ্য হ'তে এমন লোক জন হবে, এমন একটা শক্তির আবির্ভাব হ'বে যে, এই ক্ষুদ্র মুসলমান-শক্তি তাদের ফুৎকারে উড়ে যাবে। আমি দেখ্‌ছি, তুমি হিন্দুর প্রতি যত অত্যাচার কর্‌ছ, হিন্দুর উন্নতির পথ, হিন্দুর স্বাধীনতার পথ, হিন্দুর মিলনের পথ ততই পরিষ্কৃত হচ্ছে। বহুদিনের পরাধীনতায়, বহুদিনের অত্যাচার উৎপীড়নে হিন্দুর মিলনের শক্তি নষ্ট হয়েছে, তাইব'লে তারা মানব প্রকৃতি-সুলভ দোষ গুণ হারায় নাই। ক্রোধাদি রিপুর হাত হ'তে এড়ায় নাই। ঘোর অত্যাচারে যখন সকল হিন্দুর এক লক্ষ্য হবে, তখন ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়ে মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্য সকল হিন্দু মিল্‌বে। তখন অস্ত্র শস্ত্রের অভাব হবেনা এবং সেনাপতি ও সেনানায়কের অভাব থাকবেনা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল আপনা আপনি এসে পড়্‌বে।

কাপা। আমি তোমার মত ন্যুনা গুল্মলতাপূর্ণ বন দেখে বাঘের ভয় করিনা কারণ বনে বাঘ নাই। আমি মেরে কেটে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে হিন্দুকে মুস ব'' সঙ্গে মিশিয়ে দিব।

এইরূপপ্রকার ... ত ও বামাদলের মধ্যে অনেক কথা হইল। বামাদলের অনুনয়, অপে... ক্রন্দন, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি কিছুতেই সেনাপতির কঠিন হৃদয় ... হইল না। সেনাপতি তাঁহাদিগের বিশেষ পীড়া-

এক কণাও জীবনে শোধ করা অসম্ভব। আর বেশী সময় ছদ্মবেশে এই প্রিয়তম স্থানে, এই অপূর্ব্ব স্বর্গে বেড়ান হচ্ছেনা। বেলা দুই প্রহর, বাতাসও বেশ বচ্ছে। সৈনিকদিগকে কড়া হুকুম দিলেই মানে না, তারপরে নিষেধ করে আসি নাই। এ রমণীয় স্বর্গ পোড়ান হবেনা। এই সময়ে পোড়ান ও লুট বিষয়ে বিশেষ সতর্ক কর্‌তে হবে। কালাপাহাড় এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চীৎকার উঠিল—"আগুন, আগুন, সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ।"

কালাপাহাড় অদ্য প্রত্যূষে নবদ্বীপে আসিয়া নবদ্বীপের অদূরস্থ ময়দান মধ্যে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রকাশিত হওয়ায় অনেকে ধনসম্পত্তি ও গ্রন্থাদি লইয়া—পলায়ন করিয়াছেন। সৈনিকগণ কালাপাহাড়ের বিনা অনুমতিতেই নবদ্বাপে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। দেব হুতাশন লোল রসনা বিস্তারপূর্ব্বক নবদ্বীপ গ্রাস করিতে বসিয়াছেন—অগ্নিশিখা উর্দ্ধ গগনে উঠিয়াছে ও ধূমপুঞ্জ নবদ্বীপ অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। কালাপাহাড় অনন্যোপায় হইয়া সেই আম্রকাননে উচ্চ বংশীধ্বনি করিলেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনিতে প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, প্রাণপণ যত্নে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। সৈনিকগণ অগ্নি নির্ব্বাণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কালাপাহাড়ের অধ্যাপক হরদেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আগুন দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আম্র তরুমূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি উচ্চ রবে বলিতেছেন—"আমি কিছু বের কর্‌বনা, কিছু বের কর্‌ব না। যথাসর্ব্বস্ব যাউক, যথা সর্ব্বস্ব যাউক। পুঁথি পাঁজি আগে যাউক। মা জগদম্বাকে হারিয়েছি, চারি বৎসর। মেয়ের অনুসন্ধানে ন্যায়রত্নও নিরুদ্দেশ ছয় মাস। নিয়ে কি এমন ডাকাত

পারিত। তাহাদিগের সঙ্গে পটমণ্ডপ সকল রক্ষা করিবার জন্য জল ছড়াইয়া অগ্নি নির্ব্বাণের যন্ত্রাদি ছিল। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে জল ছড়াইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। বিদ্যাভূষণের বাড়ীর অল্পাংশ পুড়িয়াই আগুন নিবিল। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আগুন আসিতেই পারিল না। নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননীর (পোড়া মা) বাড়ী ও মূর্ত্তি কিছু পুড়িতে পুড়িতে আগুন নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্নী কালাপাহাড়কে গালি দেওয়া হইতে বিরত হন নাই। তিনি বলিতেছিলেন—"নিরে, পোড়ামুখো নিরে এমন নিষ্ঠুর? এমন নির্ম্মম। এই সোনার নবদ্বীপ কি ক'রে পোড়ালে? যে পুঁথি দেখ্‌লে প্রণাম কর্‌ত, নবদ্বীপকে স্বর্গ বল্‌ত, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে মুনি ঋষি বল্‌ত, সেই আজ নবদ্বীপ পোড়ালে! যে আমাকে মা'র চেয়ে অধিক ভক্তি কর্‌ত, আমায় কত আশাভরসা দিত, সেই দেব দ্বিজে ভক্তিমন্ত শুদ্ধ শান্ত দেবতা আজ ডাকিনীর মায়ায় কি হয়েছে!"

কালাপাহাড়ের শ্মশ্রু ছিল না। তিনি পরচুলার দাড়ী লাগাইয়া মুসলমান সাজিতেন। অগ্নিমধ্যেযাওয়ায় তাঁহার সেই পরচুলার দাড়ীও অর্দ্ধদগ্ধ হওয়ায় তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি গুরুপত্নীর আক্ষেপ ও তিরস্কার-বাক্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

গুরুপত্নী অস্থির ভাবে এই সকল কথা বলিতেছিলেন। তিনি স্থিরভাবে প্রণত ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"ষ্যাঁ-ষ্যাঁ-ষ্যাঁ তুই নিরু? বাবা নিরু! তুই এমন হয়েছিস! দেবতাও রাক্ষস হ'তে পারে রে বাবা! আমি জগদম্বাকে চারি বৎসর হারিয়েছি। ন্যায়রত্নও ছয়মাস হলো কোথায়

চলে গিয়েছেন।” এই বলিয়া অধ্যাপক-দয়িতা দরবিগলিতধারে অশ্রু-বর্ষণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন।

সিংহ কি আজ যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে! কালাপাহাড়ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া মাতৃচরণ ধারণ-পূর্ব্বক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার কথা কহিবার সাধ্য নাই। তাঁহার দরবিগলিতধারে প্রবাহিত অশ্রুধারার বিরাম নাই। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী ধীরে ধীরে নিকটে আসিলেন। তিনি অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“তুমি আমাদের সেই নিরু ঠাকুরপো? ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র ও আমার স্বামীর সতীর্থ? এখন বুঝি তুমি কালাপাহাড়? বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি? তুমি কাশী জয় করেছ, গ্রামের পর গ্রাম পোড়াচ্ছ, রাশি রাশি শাস্ত্র পোড়াচ্ছ ও নবাবের ভাইঝীকে বে করেছ। বলি, আমাদের কথা কি মনে আছে? তোমার মত দানব, তোমার মত রাক্ষস এদেশে আর জন্মায় নি। তোমার ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, সব সেই ডাকিনী মাগীর শ্রীপাদ-পদ্মে দিয়ে সোণার বাঙ্গালা রসাতলে দিতে বসেছ। তুমি যদি আমার খোকাকে না বাঁচাতে, তবে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না। আজ ঝ্যাঁটা দিয়ে বেশ করে ঝেড়ে দিতেম। তোমরা না বার জন ছাত্রে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে? আমার স্বামী কাশীর যুদ্ধে সন্ন্যাসীর চিম্‌টা হতে তোমায় বাঁচালেন। তাঁকে তুমি তাণ্ডায় লয়ে বন্দী করে রেখেছ। তাঁকে বন্দী করে রেখেছ, কিন্তু তোমার ঠাকুর সেবা, অতিথি সেবা, আদায় পত্র সমান ভাবেই হচ্ছে। শুনেছি তিনি তোমাকে কত সংবাদ দিয়েছেন, তুমি একবার দেখাও কর না। সেই কালনাগিনী নাগমন্ত্রে বেঁধে তোমায় জর জর করেছে। সেই বজ্জাত চখে মুখে কথা বলে। সে নাকি কথায় বলে সভার পরীক্ষায় উত্‌রে গেল। তার চাচাকে কত কটু কাটব্য বল্লে। শুনেছি তার

যে মায়া, অপর সাধারণ লোকের স্ব স্ব জন্মভূমির উপর তদপেক্ষা অধিক মমতা। এই দৈত্যের মত বাঙ্গালা পুড়িয়ে, শাস্ত্র পুড়িয়ে দেবদেবী ভেঙ্গে যদি উদ্দেশ্য সফল হ'তো, তা হ'লে ক্ষতি ছিলনা। বিষে-বিষে নির্ব্বিষ হ'ত। একপোয়া দুধে একছটাক জল খাওয়ান যায়, এক বেগবতী নদীতে পাঁচ কলসী দুধ ঢেলে ফেল্লেও দুধের চিহ্ন থাকেনা। হিন্দু জনসংখ্যা বেগবতী নদী, আর মুসলমানের সংখ্যা কয়েক কলসী দুধ মাত্র। এত হিন্দু মুসলমানে কি করে মিশ খাওয়াব? যা হউক আমার ত দুইরকম উদ্দেশ্যই আছে। হয় ঘোর অত্যাচারে হিন্দু উত্তেজিত হয়ে মুসলমানকে গ্রাস ক'রে ফেলুক অথবা সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যাক। আমার ইচ্ছা নয় যে দেশে উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, অত্যাচারী ও অত্যা-চরিত দুই সম্প্রদায়ের লোক থাকে। যে কোন রকমে দেশে এক সম্প্রদায়ের লোক ও এক প্রবলা শক্তি সংস্থাপন করা আবশ্যক। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু বুঝিনা। মরা বাঁচা সুখ দুঃখ আমি কিছু বুঝিনা। কোন ক্রমে এই পৃথিবীর খেলাটা খেলে যেতে পার্‌লেই হয়। ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, দয়া, মমতা, নম্রতা, বিনয় এ গুলি সমাজ ও পরিবার বন্ধনের শক্ত দড়ি, আসল এ গুলিতে কিছু নাই। আমরা অভ্যাস বশতঃ ঐ সব গুণের পরিচালনা করে থাকি। অভ্যাসই বল, আর যাই বলি, এ গুলি যে মানবহৃদয় কোমল রাখ্‌বার অমোঘ উপায়, তার আর সন্দেহ নাই। যখন মা ঠাকুরাণি ও হরনাথ দাদার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হলেম, তখন মনপ্রাণ কি আনন্দরসে পূর্ণ হ'ল। মা গালাগালি দিলেন, বৌ গালা-গালি দিলেন, তবু সে গুলি যেন আমার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। এই কড়াত্মক সংসারে প্রকৃত স্নেহ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সহিত মিলনেই স্বর্গ। জানিনা, এই নবদ্বীপটা পোড়ায় আমার কেন অভূতপূর্ব্ব কষ্ট হচ্ছে। যা হ'ক সকল খেলাই খেলে দেখ্‌তে হয়। যার যে ক্ষতি করেছি, সব পূরণ

কর্‌ব। আমি এখন মুসলমান, আমার হাতে কেহ দান না লন, হরনাথ দাদার হাতে দিয়ে ক্ষতিপূরণ কর্‌ব। আজ ফকির সাহেব বা স্বামীজির সঙ্গে দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত। ফকিরসাহেব ও স্বামীজি যে সব কথা বলেন, তাতে মনের বড় শান্তি হয়। তাঁরা আমার দ্বারা যে কাজ কর্‌বেন আশা করেছিলেন, আমি তার বিপরীত কাজ কর্‌ছি। তাঁরা আশা করেছিলেন, আমি হিন্দু মুসলমানের একতা সাধন করব; কিন্তু আমি তৎ-পরিবর্ত্তে সেই ভগ্ন স্থান প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর করছি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল; মুসলমান শক্তিতরণীর কর্ণধার একজন হিন্দু হ'লে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার কম্‌বে, ক্রমে ক্রমে হিন্দু-বল সমর বিভাগে প্রবেশ করবে, আমি তা অসাধ্য মনে করলেম। এখন আমি ভ্রান্ত কি তাঁরা ভ্রান্ত তাও, একবার বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে বুঝা আবশ্যক।"

কালাপাহাড় আপন মনে আপনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে এক গৈরিক বসনধারী অক্ষমালাধারী শ্বেতশ্মশ্রুল দীর্ঘকায় পুরুষকে দেখিলেন। কালাপাহাড় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

সেই পুরুষ উত্তর করিলেন—"আমি জ্ঞানানন্দ।"

কালাপাহাড় গলার স্বর জানিয়া ও নাম শুনিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন—"প্রভো! অনেক কথা আছে।"

জ্ঞানানন্দ স্বামী উত্তর করিলেন—"এখানে নহে, তোমার শিবিরে চল। নবদ্বীপের দফা রফা করেছ বোধ হয়।"

কালাপাহাড়। নবদ্বীপের আংশিক ক্ষতি হয়েছে সত্য। আপনি এখনি কি নবদ্বীপে আস্‌ছেন?

জ্ঞান। এই আমি নবদ্বীপে আস্‌ছি! এখনও পল্লীমধ্যে প্রবেশ করি নাই।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দিগণের মুক্তি।

"কি ঝকমারিই করেছি ভাই, তা আর বল্‌তে পারি না। দিল্লীর সম্রাট-সরকারের কাজ ছেড়ে সেনাপতি হিন্দু ব'লে বাঙ্গালায় এলেম। সেনাপতি মুসলমান হলেন। হিন্দুর গ্রাম পোড়ান, ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়ান আর হিন্দুর দেবদেবী ভাঙ্গা এ আর দেখ্‌তে পারিনে"—সৈনিক রাম সিং এই কথা বলিল। তদুত্তরে বিহারী সিং বলিল—"সেনাপতি সুদ্‌রেছে ভাই সুদ্‌রেছে। নবদ্বীপ সেনাপতির হুকুমে পোড়ে নাই। আজ সব কাশীর বন্দীদের মুক্তি হবে চল দেখ্‌তে যাই। সে দিন সেই বুড়ো মাঠাকুরাণী আর সেই বৌটির সঙ্গে কথা কবার পর সেনাপতি যেন মেষ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানানন্দ স্বামীও অনেক উপদেশ দিচ্ছেন।"

বসন্তকালের প্রাতঃকাল। বালসূর্য্যের রজত-ধবল কিরণ মালায় হাস্যময়ী ধরিত্রী অধিকৃতর হাস্য করিতেছেন। ফুল হাসিতেছে, পাতা হাসিতেছে, বৃক্ষলতিকা নাচিয়া নাচিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কোকিল শুভ সময়ের অবসর পাইয়া পঞ্চমে গান ধরিয়াছে। অপরাপর

আলিঙ্গন করিয়া অতি মধুর ভাষায় বলিলেন—"ভাই! তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অতুলনীয় যোদ্ধা ও বলী। তুমি ধর্ম্মবিশ্বাসে যা ভাল বুঝেছ, তাই কর্‌ছ। আমার নিকট তুমি সকল সময়ে ক্ষমার পাত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অপরাধ থাকিলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে তাহা ক্ষমা করা উচিত। আমি তোমার প্রকৃতি জানি, তোমার মন জানি। তোমার যখন যে বিশ্বাস হয়, তুমি তখন তাই কর। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধা বিপত্তি থাক্‌তে পারে না এবং তুমিও তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর না। ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস। যাহাকে এক জনে ধর্ম্ম বল্‌ছে, তাহাই অন্যের নিকটে অধর্ম্ম। ধর্ম্মেরপথ বড় পিচ্ছিল, তাহাতে পদস্খলন হওয়াও বিচিত্র নহে।"

কাপা। দাদা! আমার পাপের পরিসীমা নাই। তুমি কাশীর যুদ্ধে আমার জীবনদাতা। তোমাকে আমি কতকাল বন্দী ক'রে রেখেছি। তুমি নাকি বন্দী হওয়ার পরে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে, তা আমি পাই নাই।

হরনাথ। তুমি আমাকে চিন্‌বে কি করে? আমরা দুইজনে দুই-পক্ষে। আমার মাথায় ও মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। তখন আমার কাশীতে থাকাও সম্ভব নহে। আমার বন্দিদশায় প্রহরিগণ যে আমার কথা তোমার জানায় নাই, তা আমি বেশ বুঝেছি। তুমি সেনাপতি, আমি সামান্য বন্দী। সামান্য প্রহরীরও তোমার নিকট যাইবার অধিকার ছিল না।

উভয়ে অনেক কথা হইল। যে সকল কথায় কালাপাহাড়ের অনুতাপের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই সকল কথায় জ্ঞানানন্দও কালাপাহাড়কে বিশেষ অনুতপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জ্ঞানানন্দের চেষ্টায় বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। অনন্তর হরনাথ

নিয়োগ কর'তে হ'লে তাহাকে বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা অনেক দিতে হয়। দাদা! এই আমার মনের কথা। একথা তোমার নিকটে ভিন্ন কাহার নিকট এরূপ সরল ভাবে আর কখন প্রকাশ করি নাই।

হরনাথ। আচ্ছা ভাই! তোমার এসব কথার উত্তর এখন আমি দিব না। আমি চিন্তা ক'রে দেখি, এখন অনুমতি কর বাড়ী যাই। জানত তোমার বৌ ঠাকুরুণ, সেই উগ্রচণ্ডাদেবী—

কাপা। বৌঠাকুরুণকে কাল সন্ধ্যাকালে ব'লে এসেছি, দাদা কাল প্রাতে বাড়ী আস্‌বেন। বৌ ঠাকুরুণ কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। মুসলমেনে খানা আর ভাল লাগেনা। বৌঠাকুরুণকে ব'লো আজ তোমার বাটীতে আমি খাব। দাদা অনুমতি কিসের? তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাও। এখন তুমি দাদা আমি ভাই—। তোমার অনুমতি আমি পালন কর্‌ব। বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিভাবে যে কাজ করি সে পৃথক।

কালাপাহাড় ও জ্ঞানদানন্দ যখন বুঝিলেন, হরনাথ বাড়ী যাইবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত তখন তাঁহারা তাঁহাকে সত্বর বিদায় দিলেন। যাইবার সময় হরনাথ কালাপাহাড়কে তাঁহার বাটীতে আহারের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং সেনাপতিও তাহাতে সম্মত হইলেন।

কণ্ঠে যখন স্ব স্ব স্বামীর প্রশংসা করিত, তিনি তখন স্বামীর সর্ব্বপ্রকার নিন্দা করিয়াও সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। হরনাথ সর্ব্বদা তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। হরনাথের স্ত্রী লোক ও সমাজ কিছুরই ভয় না করিয়া হরনাথকে মুক্তকণ্ঠে গালি দিতে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কাজ জানিলেও অলসের চূড়ামণি ছিলেন; সন্তানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ থাকিলেও তাঁহার সন্তানগুলি পরে কোলে করিয়া নিয়া বেড়ায়, ইহাই তাঁহার নিয়ত ইচ্ছা। তাঁহার মতে তাঁহার পিতৃকুলের সকলেই দেবতা, তাঁহার স্বামিকুলের সকলেই পিশাচ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—তাঁহার পিতৃদত্তা একটি গাভী ছিল, তাহা তাঁহার স্বামিগৃহে স্থাপিত দশভূজা অপেক্ষাও আদরণীয় ছিল। তাহাকে কেহ রজ্জু বদ্ধ করিতে পারিবেনা। সে স্বাধীন ভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইবে এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। স্বামীর আয় ব্যয়ের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, স্বামীকে সর্ব্বদা বিশেষ অভাবে রাখিতে পারিলে, তিনি আর কখনও কপর্দ্দক দিয়া স্বজনকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। কলহেও তাঁহার বিশেষ একটু দক্ষতা জন্মিয়াছিল। সকল সময়েই তাঁহার কলহ করিবার একটি পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন হইত। নিতান্ত কাহাকেও না পাইলে তিনি তাঁহার সন্তানগণের সহিত কলহ-সমরে প্রবৃত্ত হইতেন! স্বামীর পীড়ার দিনে ও দুঃখের দিনে স্বামীকে বিশেষরূপে জ্বালাতন করিতে পারিতেন। দাস দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার একটা গৌরবের কথা ছিল। দ্বেষ, হিংসা, অভিমানও তাঁহার কম ছিলনা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জগতের সকল বালকবালিকা মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট; তাঁহার সন্তান গুলি সকল দোষহীন। একেবারেই গুণশূন্য লোক হয় না। হরনাথ-পত্নী তাঁহার অনুগত স্তাবকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নশীলা ছিলেন। তিনি

একটি লোক দুনিয়ায় আর নাই। মানুষ কি গরু কিছুই বুঝিনা। আপনার বুঝ্ পাগলেও বুঝে। বাঁদরের আপন পর জ্ঞান নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালাপাহাড় আহার করিতে লাগিলেন ও রাঙ্গা বধূর এইরূপ পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মধুর বাক্যবিন্যাসে মনে মনে হাসিতে হাসিতে শুনিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় আবার মজা করিবার জন্য বলিলেন—"দাদা বুঝি ছেলে মেয়ে গুলিকেও ভালবাসেন না?"

হর-স্ত্রী। বড়? একটুও না। অমন পোড়াকপালে লোক কি হয় গা? আমি ম'লেও বাছাদের ছোঁয় না। গয়না কাপড় কিছুই দেয় না। খাওয়া পরা বুঝেই না; পাপিষ্ঠ, অতি পাপিষ্ঠ। সংসারের কোন খোজ রাখে না, কেবল ভাই, বোন, এ, সে, ক'রে মরে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ কথোপকথনে আহার শেষ হইল। আহারান্তে হরনাথ ও কালাপাহাড়ে কত কি পরামর্শ হইল, তাহা আমাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই। পরিশেষে কালাপাহাড় যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তাহা প্রকাশ করায় বাধা নাই। কালাপাহাড় বলিলেন—"অঙ্গীকার কচ্ছি, ও সব রক্ষা কর্‌ব। উড়িষ্যায় আমায় যেতেই হ'বে। উড়িষ্যায় না গেলে এবং উড়িষ্যা জয় না করলে লোকে আমাকে ভীরু ও কাপুরুষ বল্‌বে। যা আমি নিজমুখে স্বীকার করেছি, তা আমার কত্তেই হ'বে।"

অতঃপর সেনাপতি কালাপাহাড়, হরনাথ ও হরনাথের সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সেনাপতি হরনাথের পুত্র কন্যাদের প্রত্যেকের হাতে কএকটি করিয়া মোহর দান করিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাণ্ডায় যাত্রা করিলেন। শুনা যায় নবদ্বীপের যে লোক কালাপাহাড়ের অগ্নিকাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষতির কথা বলিয়াছিল, জ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার তৎপরিমাণে ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার গৃহ।

ছি, ছি, ছি! আমি তোমাকে বার বার মানা করি, তবু তুমি কেঁদে কেঁদে শরীরটা মাটী করবে। কার জন্যে কাঁদ? সে তোমার কে? সে এমন চাঁদ ফেলে জাত খোয়ায়ে, ধর্ম্ম খোয়ায়ে এক মুসলমানীকে নিয়ে ঘর করা কচ্ছে। তুমি বল, এখনও সে তোমার জন্য মরে। কৈ নবদ্বীপ পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে কাল সন্ধ্যায় তাণ্ডায় এসেছে। তোমার সঙ্গেত একবার দেখাও কর্‌লে না। অমন পোড়ামুখোর ছায়াও মাড়াতে নাই; তুমি শিব শিব কর, সেই শিবের চিন্তায় মন দেও। এইরূপ কত কথা যোগমায়ার পরিচারিকা যোগমায়াকে বলিল।

পরিচারিকে! তুমি প্রেমিকা নহ। তুমি যোগমায়ার এক ফোঁটা চক্ষের জলের মূল্য কি করিয়া বুঝিবে। সেই সতী পতিব্রতার চক্ষের জলে বালুকাময় মরুভূমি ফলপুষ্পসমন্বিত উদ্যানে পরিণত হয়। তাঁহার পবিত্র চরণস্পর্শে নরক স্বর্গ হয়। তাঁহার করস্পর্শে বিষলতিকা স্বর্গলতিকা

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুরে।

সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিতে যাইতেছেন। অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে বিশাল বাহিনী, বহুল-পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী, প্রচুরপরিমাণে যুদ্ধ সম্ভার ও বহু সংখ্যক যানবাহন। এক এক পটমণ্ডপে এক এক দল করিয়া সৈনিক অবস্থিতি করিতেছেন। কোন দল গান করিতেছে, কোন দল নৃত্য করিতেছে, কোন দল নৃত্য, বাদ্য ও গানে প্রমত্ত হইয়াছে, কোন দল বসিয়া গল্প করিতেছে, কোন দল বসিয়া উড়িষ্যা-জয়ের অভিসন্ধি আঁটিতেছে, কোন দল বসিয়া পরনিন্দার সুখে কালাতিপাত করিতেছে, কোন দল বসিয়া সেনানায়ক ও সেনাপতিদিগের প্রশংসা করিতেছে, কোন দল অর্জ্জুন ও ভীমের মধ্যে বড় কে বলিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, কোন দল বসিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সুকীর্ত্তি বর্ণন করিতেছে, কোন দল পুত্রকলত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া অপর দলের সহিত

করছিলেম। সে যদি বেঁচে থাকে, আমারই কর্ম্মদোষে সে আশ্রয়হীন হয়েছে। আমি কি মূর্খ! কি জ্ঞানহীন! আমি বঙ্গমাতার কুসন্তান। বঙ্গের ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি। স্ববংশের অরি। স্বজনের পরম বৈরী। আমার জীবন বিষম মরুভূমি। বঙ্গের ধ্বংস সাধন করতে এসেছিলেম, ধ্বংস সাধন ক'রে গেলেম। আমার সেই ধ্বংসসাধনে পটু হস্ত এখন হাস্যময়ী উড়িষ্যা দেশে প্রসারিত হ'লো। উড়িষ্যার সরলতা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মভাব এই পাষণ্ড হতেই বিলুপ্ত হ'বে। যা একবার প্রকাশ করেছি, তা না করলেও নয়। নবাবকে যে উচ্চ আশার সোপানে অধিরোহণ করিয়েছি, তা হ'তে ত আর অবরোহণ করাতে পারি না। আমার অভি-সন্ধির একবার শেষ চেষ্টাও দেখি। যোগমায়া আর নজিরণ—দুইই আমাকে ভাল বাসে, দুয়েরই প্রেম অপার অগাধ, তবে আমি একের প্রেমে কেন তৃপ্ত হইতে পারি না? এ কি আমার মনের দোষ, না নজি-রণের প্রতি আমার আসক্তির অভাব? দুইটিই আলোক, একটিকে পূর্ণিমার চন্দ্র, অন্যটিকে স্তিমিত দীপ বলিয়া বোধ হয় কেন? বুঝেছি ইহার অর্থ আছে। নজিরণ ভাল বাসে বটে, সে ভালবাসা দেখাইতে জানে, সে হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় লইতে জানে, কিন্তু সে স্বামীর অসন, বসন, শয়ন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, মনোবৃত্তি, গতি, স্থিতি, কার্য্য প্রভৃতি সব আপন হাতে তুলিয়া লইয়া সকল বিষয়ে হিন্দুর কথিত অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'তে পারে না।

এই সময়ে এক দৌবারিক আসিয়া বলিল—"নবদ্বীপের একটি ব্রাহ্মণ খুব বড় একটা নাম, ন্যায় পঞ্চাননটি নয়, নায়—"

কালাপাহাড়। বুঝেছি ব্রাহ্মণ বলেন কি?

প্রহরী। তিনি দেখা করতে চান।

কালাপাহাড়। তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।

অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রহরী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতির পটমণ্ডপের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। কালাপাহাড় প্রহরীকে বিদায় করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। চতুর্থবারে দৃষ্টি করিয়া চিনিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণ তাঁহার অধ্যাপক নবদ্বীপনিবাসী হরদেব ন্যায়রত্ন। সেনাপতি কাঁদিয়া অধ্যাপকের পদতলে পড়িলেন। অধ্যাপক অনেক আশ্বাস বাক্য বলিয়া সেনাপতিকে আশ্বস্ত করিয়া বসাইলেন। কালাপাহাড় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পাটুলীর সম্পত্তি নষ্ট হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যোগমায়ার পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কত অনুতাপ করিলেন ও কাঁদিলেন।

অনন্তর অধ্যাপক মহাশয়ের কথা আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন—"প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, একমাত্র প্রিয় কন্যা জগদম্বাকে হারিয়েছি। পুরীতে কন্যার অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে শুনিলাম একদল যাত্রীর সহিত একটি কন্যা গিয়াছে। সেই তীর্থ-যাত্রীর অনুসন্ধানে গিয়া, কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা. মথুরা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিলাম; কোথাও কন্যা পাইলাম না। হরিদ্বারে সেই তীর্থযাত্রীর লোকের সহিত দেখা হইল, দেখিলাম সে দলের সহিত যে কন্যাটি আছে সে আমার নয়। হরিদ্বারে জ্ঞানানন্দের সহিত দেখা হইল, তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম একদল ফকির ও বহুদল সন্ন্যাসী হিন্দুমুসলমানের মহামিলনের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তুমি তাণ্ডায় সহকারী সেনাপতি হইয়াছ। পরে যখন কুরুক্ষেত্রে আসিলাম, তখন জানিলাম সম্রাট আকবরও হিন্দুমুসলমানের মিলনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। তিনি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া জিজিয়া প্রভৃতি কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দুমুসলমানকে এক করিবার জন্য এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ভাবিলাম এ ধর্ম্মগঠন মন্দ নহে। আমরা যখন শক, হুন, গ্রীক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিকে হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার অবস্থা।

কালাপাহাড় মেদিনীপুরেই থাকুন, আর উড়িষ্যার দিকেই অগ্রসর হউন, আমরা এক্ষণে কালাপাহাড়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উড়িষ্যার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। অনেকে মনে করেন, পুরী (শ্রীক্ষেত্র) বৌদ্ধ তীর্থ। তথায় অন্নের স্পর্শ দোষ নাই বলিয়া অনেকে এই ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। উড়িষ্যার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোভাবের পর, শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মযুগান্তরের প্রাদুর্ভাব কালে, পুরীতে কোন রাজা জগন্নাথ মন্দির ও তন্মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা—এই ত্রিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্থাপনের পরে ভুবনেশ্বরের ও সাক্ষী গোপালের মূর্ত্তি এবং মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। জগন্নাথের প্রসাদ, তিন শত বৎসর হইল, স্পর্শদোষ বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। তাঁহার বৈষ্ণব মত উড়িয়াগণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবার পর, জগন্নাথের প্রসাদ অন্নের স্পর্শদোষ তিরোহিত

ভিন্ন করিয়া নির্ম্মূল করিয়া দিত। বঙ্গের মৃত মালঞ্চে আর সৌরভ সম্ভারপূর্ণ সুবর্ণ চম্পক বিকশিত হইবে কি?

লেখনি! তুমি স্বাধীন বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে অবসর পাও নাই। মুসলমান অত্যাচারে উৎপীড়িত বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়া, স্বীয় মসীকলঙ্কিত অঙ্গ আরও কলঙ্কিত করিয়াছ। তুমি স্বাধীন উড়িষ্যার অবস্থা বর্ণনে অবসর পাইলে—এখন স্বাধীনতার চিত্রপট অঙ্কনে স্বীয় শক্তির পরিচয় দেও। যদি উড়িষ্যার স্বাধীনাবস্থা সম্যক্ রূপে বর্ণন করিতে অক্ষম হও, যদি তুমি পরাধীনকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ায় তোমার দৈবী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, তবে তুমি আর উড়িষ্যার স্বাধীনাবস্থা বর্ণন করিও না। একদিকে নরকসদৃশ পরাধীন বঙ্গ, অন্যদিকে স্বর্গ-সদৃশ স্বাধীন উড়িষ্যা! তুমি উভয় দেশের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছ। তুমি নরক ও স্বর্গের সমান্তরাল দুই চিত্র পট অঙ্কন করিয়া পরাধীন বঙ্গ-বাসীকে স্বর্গ সুখ দেখাইয়া দেও। তোমার নিজ শক্তিতে দৈবী শক্তি আবির্ভাব করিয়া লও। কল্পনা ও বাণী আসিয়া তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তুমি বৃক্ষলতা-সমাকুল শৈলমালা-সুশোভিত, শ্যামল শস্যপূর্ণ, শ্যামল-ক্ষেত্র পরিশোভিত, মহানদী বৈতরণী প্রভৃতি স্বচ্ছসলিলা বেগপূর্ণা নদীবিধৌতা উড়িষ্যার মানচিত্র অঙ্কন কর। দেশের স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে নগ্নবেশ অনার্য্য জাতি আছে, যাহারা প্রাচীন কালের রীতি নীতি সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বন জঙ্গলে বাস করাও শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছে, তাহাদের কথা তুমি এখন ছাড়িয়া দেও। উড়িষ্যা এখনও স্বাধীন—পুরুষ স্বাধীন—বালক স্বাধীন—বালিকা স্বাধীন! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা স্বাধীনভাবে চলাচল করিতেছে! কৃষি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, শিল্পাগারে শিল্পকর্ম্ম করিতেছে, বন জঙ্গলে ফল আহরণ করিতেছে, বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, স্নান ঘাটে স্নান পূজা

বাঁধা রহিয়াছে—তাহারা লবণ, চাউল, ডাইল ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য লইতে আসিয়াছে। টাকায় চারি পাঁচ মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে। টাকায় দুই তিন মণ ডাইল বিক্রীত হইতেছে। টাকায় ছয় মণ লবণ পাওয়া যাইতেছে। টাকায় ঘৃত আটসের বিক্রীত হইতেছে। সাধিয়াও বিক্রেতৃগণ টাকায় ষোল সের তৈল বিক্রয় করিতে পারিতেছে না—। স্বাধীনতার রঙ্গভূমি, শিল্পের বাজার, শস্যের গোলাবাড়ী উৎকলের অধিবাসিগণ যাহা জীবনে প্রয়োজন মনে করিত, তাহাই তাহাদের দেশে পাইত। যেমন অভাব ছিল, সেইরূপ দ্রব্য তাহাদের দেশে প্রস্তুত হইত। তাহাদের কার্পাস, রেশমী ও পশমী বসন, লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে উৎকল বাসিগণ তাহা জানিত না। পেটের জ্বালায় উৎকলবাসিগণ অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিত না। উৎকলের শৈলমালা, আম্র, জাম, পনস প্রভৃতি ফলের আগার। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র খাদ্যের ভাণ্ডার, তাহাদের দেশ-প্রবাহিত নদী তাহাদিগের দেশের শিল্প লইয়া যাইবার ও বিদেশী দ্রব্যজাত আনিয়া ঢালিয়া দিবার পথ—অর্থ আনিয়া দিবার প্রস্রবণ। উৎকলে শান্তি, সুখ ও প্রফুল্লতা প্রতিঘরে বিরাজ করিতেছে। সরলতা ও সদাশয়তা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিগৃহে বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থপরতা, ন্যায়পরতা, সদাচার ও সদনুষ্ঠান উৎকল ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই।

বৈশাখ মাস, বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। খরকর বিভাকর কিরণমালা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছেন। পবন ভয়ে স্তম্ভিত, পক্ষিকুল নীরব, তরু-ব্রততী নিস্পন্দগণ। কেবল মানবের বড় পেট, তাই যেন তারা পেটের জ্বালায় দুই চারি জন চলাচল করিতেছে। উড়িষ্যার পুণ্যভূমি পুরী সহর। পুরীর অন্তর্গত শ্রীমন্দিরের অদূরে এক

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎকলে সমরায়োজন।

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন উৎকল পাঠানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তখন মুকুন্দদেব উৎকলের স্বাধীন রাজা ছিলেন। মুকুন্দদেব নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজাধীন উৎকলে যেমন ময়ূর-ভঞ্জ, নীলগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজ্য আছে, সেইরূপ মুকুন্দদেবের সময়েও তাঁহার অধীন অনেক গুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। পাঠানবাহিনী মুকুন্দদেবের রাজধানী যাজপুর ও পুরীর শ্রীমন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে জানিয়া, মুকুন্দদেব উৎকলের সর্ব্বত্র পাণ্ডা-দিগকে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, উৎকলের সীমায় মুসলমান চমূ পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। ভাগ্যের ফল কে খণ্ডাইতে পারে? উদ্যমহীন উদ্যোগবিহীন শান্তিপ্রিয় মানবজাতিকে সহসা কে সমর-সাগরের দিকে প্রধাবিত করিতে পারে? উৎকলে বহুকাল শান্তি সুখ বিরাজ করায় উৎকলবাসিগণ

সুধীরঞ্জন পুরীধাম এবং রাজা মুকুন্দদেব রাজপ্রাসাদ ও রাজদুর্গ রক্ষা করিতেছেন।

সুধীরঞ্জনের যশ উড়িষ্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পাণ্ডাগণ হাটে, বাজারে ও মেলাক্ষেত্রে, যেখানে যে ভাবে জন সমাগম হইতেছে, উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া দেশীয় লোকদিগকে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছেন। তাঁহারা সকল স্থানেই সুধীরঞ্জনের বীরত্ব, শূরত্ব, বিশ্বস্ততা ও রণকুশলতার প্রশংসা করিয়া স্বধর্ম্মানুরাগের কথা বিশেষরূপে বুঝাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—ধর্ম্মই লোকের প্রাণ,—ধর্ম্মই লোক-সমাজের বন্ধন রজ্জু। উৎকলের যে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উন্নতি হইয়াছে, শ্রীমন্দির ও ত্রিমূর্ত্তির উপাসনাই তাহার কারণ। স্বাধীনতা মানব জাতির প্রাণ। স্বাধীনতা বিনা মানবের জীবনও মরণ তুল্য। মণিহারা ফণী যেমন, রূপগুণহীন মানব যেমন, স্বাদহীন খাদ্য যেমন, ভক্তিহীন পূজা যেমন, বিশ্বাসহীন ধর্ম্ম যেমন, স্বাধীনতা বিহীন মানবও তাদৃশ। স্বাধীনতা না থাকিলে, ধর্ম্ম না থাকিলে আমরা কেন মাংস পিণ্ডের ভার বহন করিয়া মরিব? শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সচ্চরিত্র গঠন, স্বধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি স্বাধীনতা-স্বর্গলতিকার ফলপুষ্প। আমরা স্বাধীনতা হারাইয়া কি মুসলমানের দাস হইয়া থাকিব? স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষা যাবে, শিল্প যাবে ও ধর্ম্ম যাবে, আমাদের কিছুই থাকিবে না। আমরা উদরান্নের জন্য মুসলমান পদলেহী কুকুর হইব। আমরা কি মানবীয় মনোবৃত্তি লইয়া এখন ইতর শৃগাল কুক্কুরাদি জীব বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্যই সমরে নিরস্ত থাকিব? বাজাও, বাজাও, সমরবীণা বঙ্গোপসাগর হইতে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, উড়িষ্যার শৈলে শৈলে, উড়িষ্যার বনে বনে এই বীণা শব্দিত হউক। উড়িষ্যা জাগুক। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উড়িষ্যা জাগুক। এ ধন একবার

হারাইলে আর পাইব না—রমণী চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিলে তা আর প্রক্ষালিত হইবে না। আজ আমরা প্রধান ভাস্কর, প্রধান কাংস্যবণিক, প্রধান স্বর্ণবণিক, প্রধান সূত্রধর, প্রধান লবণ প্রস্তুতকারক, আমাদিগের কাল-রাত্রির পরদিন, আমাদিগের স্বাধীনতা সূর্য্যের অস্তগমনের পরদিন, যখন মুসলমানগণ আমাদিগের কার্য্য ও ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তখন রাজার দ্রব্য ফেলিয়া অধম বিজিত কুক্কুরের দ্রব্য কে কিনিবে? তাই বলি জাগ গো, উৎকলবাসিগণ জাগ। শান্তির দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলে, আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই। তোমার দ্বারে বৈরী, তোমার বুকের উপর অরাতি। রে কাপুরুষদল! মাকে মুসলমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, জন্মভূমি মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতে দিয়া, তুচ্ছ পুত্র কলত্র ও সামান্য সঞ্চিত অর্থ লইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইও না। সিংহ হইয়া শৃগাল বৃত্তি অবলম্বন করিও না। তোমাদের সমবেত চেষ্টায় কি না হইবে? একদিকে আমরা দেশের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ, আর অপর দিকে মুসলমানের একদল সৈন্য মাত্র। একটা দেশ এক দল সৈন্যে দলন করিবে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার আর কি আছে? কুঞ্জর-কাননে কতিপয় মাত্র ব্যাঘ্র আসিয়া কি করিতে পারে? তাই বলি, সকলেই মত্ত মাতঙ্গ হও। নিজে জাগ, স্বদেশবাসীকে জাগাও। অসি ধর, অসি ধরাও। আর ক্ষণ বিলম্বের সময় নাই।

সুধীরঞ্জন সুভোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভো! এই বুঝি সেই বাঙ্গালী বালিকা জগদম্বা?"

সুভো—আজ্ঞে হাঁ।

সুধীরঞ্জন তৎপরে সরলভাবে জগোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কত দিন এদেশে? তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

জগো বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিল—"আমি পাঁচ বৎসর এদেশে। বাড়ী নবদ্বীপে।"

এইরূপ একদিন, দুদিন করিয়া জগদম্বার সহিত সুধীরঞ্জনের দেখা হইল। একটু একটু করিয়া কত কথা হইল। উভয়ের পরিচয় হইল। উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইতে লাগিল, দেশে যাইবার জল্পনা কল্পনা কতরূপই চলিতে লাগিল। সুধীরঞ্জন ধর্ম্মব্রতে ব্রতী—পুরী-রক্ষার ধর্ম্মব্রত উদ্‌যাপিত হইলেই গৃহে যাইবেন। জগোর সহিত সুভো আসিত এবং চক্রধর সুধীর নিকটে থাকিতেন। সুধী চক্রধরের দিকে চাহিয়া এবং জগো সুভোর দিকে চাহিয়া পরস্পর কথা কহিতেন। সুধীরঞ্জনের যশশ্চন্দ্রকিরণেন্দ্রমার বিমল উৎকল উদ্ভাসিত হইল। জগদম্বার লজ্জাশীলতা, শিল্পনিপুণতা, শিক্ষা ও দেবভক্তির কথা সুধীরঞ্জন জানিলেন ও শুনিলেন।

উভয়ের হৃদয়ে কি কাল কীট প্রবেশ করিল। আর সুধী ও জগো পরস্পর এরূপ ভাবে কথা কহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। জগোর ইচ্ছা সুভোকে চুরি করিয়া সুধীকে দুই একবার দেখিয়া লইবেন। সুধীর ইচ্ছাও চক্রধরকে ভাঁড়াইয়া জগোর দেবীমূর্ত্তি একবার মনের সহিত দেখিয়া লইবেন। এখন জগোর ইচ্ছা সুধীকে দেখেন ও সুধীর ইচ্ছা জগোকে দেখেন, কিন্তু এদেখাদেখির পথে লজ্জা বিষম অন্তরায় হইল। এখন শয়নে স্বপনে জগো সুধীরঞ্জনকে দেখিতে লাগিলেন; সুধীরঞ্জনেরও ঠিক ঐ দশা। আর একটি কথাও বলিব? এখন উভয়েরই ইচ্ছা

দাঁড়াইল। দ্বারের সম্মুখে রাশি রাশি শ্মশ্রুল মুসলমান ও [
ধারী হিন্দুর শব স্তূপীকৃত হইল। এক বার, দুইবার করিয়া ব
হিন্দুগণ মুসলমানের আক্রমণ সহ্য করিল। শেষবারে মুসলমান
তীরবেগে প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বীরে বীরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিল
দলে দলে গোলমালে যুদ্ধ বাধিল। কালাপাহাড় ও সুধীরঞ্জন ঘোর
আহবে প্রমত্ত হইলেন। উভয়ের অসির সুন্দর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। উভয়ের
উজ্জ্বল অসি সূর্য্যালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইল।
পরস্পরের অসির আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। পরস্পরের
অসিচালনার কৌশলে বোধ হইতে লাগিল, প্রত্যেক আঘাতেই প্রত্যে-
কের বিনাশ নিশ্চিত, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুধীরঞ্জনের অসি ভগ্ন হইয়া
গেল। অন্য বীর সুধীরঞ্জনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ অসি আনিয়া দিল। এই
অবকাশে কালাপাহাড় সুধীরঞ্জনের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিলেন।
হঠাৎ কি ভাবিলেন! তিনি সুধীরঞ্জনের নব অসির বেগ নিবারণ করিয়া
বলিলেন—"থাম, তোমার সহিত আমি আর যুদ্ধ করিব না।"

সুধীরঞ্জন বলিলেন—"তোমার ঐ দুর্দ্দমনীয় অসিবেগ কে সহ্য
করিবে?"

কাপা। আমি আর যুদ্ধ করিবনা। ার

ইত্যবসরে মুসলমান সৈন্যগণ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল। মুসল াহাড়
রক্ত পতাকা শ্রীমন্দিরের উপরি উড়াইয়া দিল। জগন্নাথমূর্ত্তি হস্ত লুণ্ঠন
করিল। বিজয় কার্য্য শেষ হইয়া গেল। 'আল্লাহো আকবর' রত না
দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। কাহার অজ্ঞাত বল্লমাঘাতে যুদ্ধ চার ও
কালাপাহাড়ের বাম বাহুমূল বিদ্ধ হইল। যুদ্ধে অনেক পাণ্ডা হ ও উপর
আহত হইল। তন্মধ্যে হলায়ুধ মিশ্রের নিধন উল্লেখযোগ্য।

ঘনের সঙ্গে সঙ্গে সমর-বিজয়ী মুসলমান অনীকিনী হইলেন।

মত্ত হইয়া জয়ের চিহ্ন স্বরূপ জগন্নাথমূর্ত্তি মস্তকে গ্রহণ করিয়া আল্লা রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলিত-সৈকত-পুলিন-বিরা- চিল্কা হ্রদের দিকে প্রধাবিত হইল। পুরীতে ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল। আজ উড়িষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য্য, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অস্তগমন করিল। আজ হিন্দু স্বাধীন রাজবংশের নাম উড়িষ্যা হইতে বিলুপ্ত হইল। দেব দেব জগন্নাথ—উড়িষ্যার দেবতা—হিন্দুর দেবতা—অপহৃত হইলেন। পুরীবাসিনী অবলাকুলের ক্রন্দনে আজ পুরীগগন কম্পিত হইতে লাগিল। এই ঘোর আহবে কাহার পিতা মরিয়াছে, কাহার স্বামী মরিয়াছে, কাহার পুত্র মরিয়াছে, কাহার ভ্রাতা মরিয়াছে, কাহার পৌত্র মরিয়াছে, কাহার দৌহিত্র মরিয়াছে, কাহার বিভিন্ন সম্পর্কের দুইজন মরিয়াছে, কাহারও বা নানা সম্পর্কের কতজন মরিয়াছে, উড়িয়া ললনাগণ কেন কাঁদিবে না? স্বজনের শোক, স্বাধীনতার শোক, দেবনাশের শোক ও সর্ব্বোপরি জাতি, ধর্ম্ম, কুল ও মাননাশের আশঙ্কা। নিরীহ উড়িয়া অবলাগণ কাঁদ, উচ্চরবে কাঁদ। বাঙ্গালী ললনাগণ তোমাদের সহিত স্বর মিলাইয়া কাঁদুক।

দিন! তুমি শেষ হইওনা—রজনি! তুমি আসিও না। দিন তুমি শেষ হইলে উড়িষ্যার স্বাধীনতার দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। উড়িষ্যার শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য যাইবে। অন্নাভাবে উড়িয়াবাসী হাহাকার করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাত্যভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাসত্বে জীবন ক্ষয় করিবে! দরিদ্রতা উৎকলবাসীর অলঙ্কার হইবে। দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি স্বতই আসিয়া পড়িবে।

যুদ্ধান্তে বন্দী লইয়া যখন মুসলমান সৈনিকগণ চিল্কা হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন একটি হাবিলদার সহস্র সৈন্যের সহিত পুরীর সমুদ্র তীরস্থিত পটমণ্ডপাদি লইবার জন্য কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করিল।

যুদ্ধান্তে মুসলমান বাহিনী শ্রীমান্দ্যারর প্রাচীরের মধ্য হইতে চলিয়া গেলে পুরীর কুল-ললনাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হত ও আহত স্বজনের অনুসন্ধান ও সৎকারের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরের নিকট আসিলেন। হলায়ুধের-সহধর্ম্মিণী ও কন্যার সহিত জগদম্বাও সেই প্রাচীরের মধ্যে আসিয়াছিল। অন্য অবলাগণ রোরুদ্যমানাবস্থায় হত ও আহত স্বজন লইয়া শোকবিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জগদম্বা প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। সে নির্নিমেষ-নয়নে হতাশ-প্রাণে অসীম সাহসে কি যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার মূর্ত্তি স্থিরা, গম্ভীরা চক্ষুও পলকশূন্য। যে সকল যবন-সৈন্য সমুদ্রের তীরে ছিল, তাহারা চিল্কা হ্রদাভিমুখে গমনকালে মনে করিল, হিন্দুদিগের দেবমন্দিরে বহু অর্থ প্রোথিত থাকে। তাহারা শ্রীমন্দির খনন করিয়া যাইবার মানস করিল।

আকাশ পরিষ্কৃত। সপ্তমীর অর্দ্ধ বৃত্তাকার চন্দ্রমার রজত ধবল কিরণ-মালায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত হইয়াছে! প্রবল বায়ু প্রবহমাণ হওয়ায় সমুদ্রের জল-কল্লোল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সৈনিকগণ শ্রীমন্দির খনন করিয়া কিছুই পাইল না। 'সমরক্ষেত্রে মৃত শবের মধ্যে এক অনিন্দনীয়া রূপসী দেববালার ন্যায় এক বালিকাকে পাইল। তাহারা ভাবিল; সেনাপতি সাহেব এক হিন্দু রমণীর বিয়োগে অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন, যদি এই রমণী রত্নের সহিত সেনাপতির পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে, হয়ত সেনাপতি সাহেব আবার স্থিরচিত্ত ও সুখী হইতে পারেন। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সেই দেববালিকাকে মাতঙ্গের পৃষ্ঠোপরি এক সুন্দর হাওদায় বসাইয়া দিয়া চিল্কাভিমুখে যাত্রা করিল।

বালিকা আনা ভাল হয় নাই এবং তাহার অজ্ঞান অবস্থা হইতে আরও অমঙ্গল হইতে পারে। হিন্দু বন্দীর গৃহে হিন্দু বালিকা রক্ষা করাই ভাল, এই বিবেচনা করিয়া তাহারা আপনার ঘর অন্ধকার করিয়া এই সংজ্ঞাশূন্য বালিকাকে ফেলিয়া গিয়াছে।”

সুধীরঞ্জন সৈনিকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বালিকা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও সুধীরঞ্জনের নিকট হইতে একটু সরিয়া গেলেন।

অন্য বস্ত্রাবাসে হরদেব ন্যায়রত্ন ও বিষার মহন্তী নানা কথায় রজনী যাপন করিয়াছেন। মহন্তী জগন্নাথ মূর্ত্তি লাভের মানসে মুসলমান সৈন্যের অনুগমন করেন। নিম্বকাষ্ঠের জগন্নাথ যখন জ্বলিয়া উঠেন, কালাপাহাড়ের আদেশে জগন্নাথে যখন অগ্নি সংযোগ করা হয়, মহন্তী তখন কাঁদিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপদিতে প্রস্তুত হন। হরদেব মহন্তীর প্রমুখাৎ জগন্নাথ দগ্ধ হইতেছেন জানিয়া, সেনাপতির নিকট জগন্নাথ ভিক্ষা চাহেন এবং জলসেচনে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথ রক্ষা করেন। মহন্তীর মুখে হরদেব কন্যার অনুসন্ধান পাইয়াছেন। সেনাপতির অনুমত্যনুসারে প্রত্যূষে হরদেব, মহন্তী ও কয়েকজন সৈন্য লইয়া তনয়া জগদম্বার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন স্থির করিয়াছেন। সমস্ত রজনী হরদেব মহন্তীর নিকটে তনয়ার অনুসন্ধান লইয়াছেন ও কাঁদিয়া যামিনী শেষ করিয়াছেন।

প্রভাতে হরদেব ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া মহন্তী ও কতিপয় সৈনিকের সহিত পুরীর অভিমুখে তনয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অকস্মাৎ রোদন ধ্বনিতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সে রোদনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে রোদনস্বরও যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন রোদনের কারণ জানিয়া,—কে কেন কাঁদিতেছে জানিয়া—পুরী যাইতে অভিলাষী হইলেন।

সুধী। স্বদেশবৈরী মুসলমানকে অন্তরের সহিত ঘৃণাকরি।

কালাপাহাড় সেইরূপ কম্পিত স্বরে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"যদি তোমার পরমাত্মীয়, এমন কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুসলমান হন?"

এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সুধীরঞ্জন সেনাপতির মুখের দিকে চাহিলেন। স্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া বস্ত্র সরাইয়া পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"দাদা! দাদা!! তুমিই আমার দাদা! যে দাদার চরণ দশবৎসর বন্দনা করিনাই, সেই দাদা—আমার পরমপূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! যে দিন দুই ভাই কাজির অত্যাচারে নিশীথে ঘর দ্বার ছাড়িয়া বন্যপথে বাহির হই, সেদিন আমার কষ্টে দুঃখিত হইয়া যিনি নিয়ত কাঁন্দিয়াছিলেন, সেই দাদা! যাহাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেছি, যিনি আমার পাঠ দিয়া পরম প্রীতি লাভ করেছেন, সেই দাদা! যিনি কোন খাদ্যদ্রব্য মুখে ভাল লাগিলে নিজে না খাইয়া আমার মুখে তুলিয়া দিয়া, সুখী হইয়াছেন, সেই দাদা? যিনি দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, দেশহিতে অনুরক্ত, দেশের কল্যাণসাধন যাঁর জীবনব্রত, সেই দাদা! মুসলমান-বিদ্বেষে যাঁহার হৃদয়পূর্ণ, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত, সেই দাদা! যে দাদা আমার দুঃখে দুঃখী, আমার সুখে সুখী, আমার আশায় আশান্বিত আমার উন্নতিতে পরিতুষ্ট, সেই দাদা! পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় আমি যাঁহাতে পিতামাতার বাৎসল্য স্নেহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদর সোহাগ, অধ্যাপক গুরুর শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়াছি সেই দাদা! দাদা! আমি আর মুসলমানকে ঘৃণা করি না। তুমি আমি দুই নহি। তোমার ধর্ম্মও যাহা, আমার ধর্ম্মও তাহাই। তুমি যাহা ভাল মনে করেছ, আমার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ। তুমি অবশ্যই

গৃহে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। সেই দিনই হরদেব, সুধীরঞ্জন, জগদম্বা প্রভৃতি পুরী যাত্রা করিলেন। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহারা দেশে যাইবেন। পরে হোসেনের সহিত নির্জ্জনে অনেক পরামর্শ হইল। উৎকল মুসলমান পদে বিদলিত হইল। উৎকলের স্বাধীনতা-রবি মুসলমানের অধীনতারূপ চির রাহু গ্রাসে বেষ্টিত হইল।

হইয়া ঐরূপে রোদন করিতেছেন। প্রতিগৃহে এইরূপ শোক ও মর্ম্ম-পীড়া।

যখন পুরী সহরের প্রতিগৃহ এইরূপ শোক ও তাপপূর্ণ, তখন হঠাৎ সহরের বাহিরে বহু কণ্ঠবিনিঃসৃত শব্দ উঠিল—"জয়, জগন্নাথ জি কি জয়!" প্রথমে কি শব্দ হইতেছে কেহ বুঝিতে পারিলেন না—পুরীর উপকণ্ঠে কেবল গোল শ্রুত হইতে লাগিল। কেহ ভাবিলেন, আবার বুঝি মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বাধিল। কেহ ভাবিলেন, মায়াযুদ্ধকারী কূটযোদ্ধা কালাপাহাড়ের এই বা কোন কূটযুদ্ধ হইবে। ক্রমে জগন্নাথদেবের জয় শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। পুরীর প্রায় সাতশত বন্দী শ্রীমন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইল। আবার অর্দ্ধ দগ্ধ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরে স্থাপিত হইল। মুসলমানের শব সমবেত করিয়া সমাধিস্থ করা হইল। হিন্দুর শব পূর্ব্বেই সৎকার করা হইয়াছিল। মৃত অশ্বাদি পশুও ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। মৃতা পুরীর আবার যেন সামান্য সংজ্ঞালাভ হইল।

হলায়ুধ মিশ্রের দ্বারে একখানা শিবিকা আসিল। উড়িয়া বাহকেরা হুঁ হুঁ শব্দ হইতে বিরত হইয়া বাড়ীর বহির্দ্বারে শিবিকা রাখিল। হলায়ুধের পত্নী ও কন্যা ধীরে ধীরে শিবিকার নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শিবিকায় জগদম্বা ও তাঁহার সহিত একজন পক্কে দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জগদম্বাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী উচ্চরবে কাঁদিয়া বলিলেন—"মা! তুই কোথায় ছিলি? তোরে পাব আর আশা করি নাই। কর্ত্তা আর এহ সংসারে নাই। তাঁহার শব যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে। আমি নিজেই তাঁহার সৎকার করিয়াছি। হায় হায়! আমাদের কি উপায় হবে। কর্ত্তা থাকিতে কেন আমি মরিলা না? সুভদ্রার বে' কে দেবে? কর্ত্তার বড় সাধ ছিল ভাল করে সুভদ্রা বে' দিবেন। ও কর্ত্তা! তোমার সুভদ্রাকে ফেলে কোথায় গেলে

বাড়ী এস। তোমার সেনাপতি দাদা এসেছেন। তুমি যাকে বড় ভাল বাসিতে, বড় সোহাগ করিতে, যাকে ফুল সাজে সাজাতে, আজ তার বিধবা বেশ দেখ।”

এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে যুবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চক্রধর ধীর স্থির ভাবে বলিলেন—“মা, বৌমা কেঁদোনা। গৃহিণি কাঁদ কেন? তোমার পুত্র, পীড়ায় মরে নাই, দুষ্কর্ম্ম করিতে গিয়ে মরে নাই। স্বদেশ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—সম্মুখ সংগ্রামে তাহার মৃত্যু হয়েছে। দামোদর সেনাপতির বামপার্শ্ব থেকে যেরূপ কৌশলে, —যেরূপ বীরত্বে যুদ্ধ করেছে, তাতে উড়িষ্যার গৌরব ও আমার গৌরব প্রকাশ পেয়েছে। এই নশ্বর জগতে মৃত্যু নিশ্চিত। জরা বার্দ্ধক্যে ক্লেশ পাইয়া ও রোগতাপে ভুগিয়া মৃত্যু অপেক্ষা যুদ্ধে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়স্কর। যদি কোন সুখের মৃত্যু থাকে, তবে সে যুদ্ধে মৃত্যু। যদি কোন গৌরবের মৃত্যু থাকে, তবে সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু। যদি কোন উৎসাহের মৃত্যু থাকে, তবে এইরূপ দেশবৈরীর মস্তক ছিন্ন করিতে করিতে মৃত্যু। যদি উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষা হ’ত, তবে আমি ও আমার সকল পুত্র রণে মরিলেও আক্ষেপ ছিল না। আমার মহাগৌরবের বিষয় এই যে, আমি একটি বীর পুত্রকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বলি দিয়াছি। বৌমা, তুমি বীরপত্নী বলিয়া উড়িষ্যায় আদৃত হইবে। গৃহিণি, তুমি বীরপ্রসবিনী বলিয়া সম্মান পাইবে।

সুধীরঞ্জন বলিলেন—“মা! আপনারা কাঁদিবেন না। আমি আমার জীবন এক্ষণে এক বিষম ভার মনে করি ও আমাকে আমি পতিত মনে করি। উৎকলের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলেম না, প্রভু জগন্নাথ আমায় সে গৌরব দিলেন না; আমার মৃত্যু কি সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর

বঙ্গের সুপুত্র, উড়িষ্যার পরমবন্ধু। মানুষে যাহা করিতে পারে, তুমি তাহা করেছ। অল্প সৈন্য, অল্প যুদ্ধোপকরণ লয়ে তুমি যা করেছ, তা যে সে মানুষে পারেনা। তুমি যুদ্ধে মরিতে প্রস্তুত ছিলে, উৎকলের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার জন্য তুমি জীবন উৎসর্গ করেছিলে। মুসলমান সেনাপতি তোমার বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলে তুষ্ট হ'য়ে তোমায় মারেন নাই। আমরা শুনেছি, তোমার সঙ্গে যুক্তি তর্কে হ'রে জগন্নাথ ফিরিয়ে দিয়েছে,—আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। এও জগন্নাথের লীলা খেলা, জগন্নাথ অর্দ্ধ পোড়া হ'য়ে পুরীতে থাকলেন, আমরাও স্বাধীনতা হারিয়ে মুসলমানের দাস হ'য়ে থাকলেম—জীবন্মৃত হ'য়ে থাকলেম। যাও, বাবা যাও, বেলা হ'লো।

সুধীরঞ্জন কাঁদিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ও দিকে জগদম্বার প্রতি দৃষ্টি কর। কাঁদিতে কাঁদিতে জগদম্বার আয়ত নয়ন রক্ত বর্ণ হইয়াছে, সুন্দর গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, হলায়ুধের বিধবা পত্নী তাহাকে একবার কোলে করিতেছেন, একবার মুখ চুম্বন করিতেছেন, একবার মস্তকের ঘ্রাণ লইতেছেন। বিধবার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা শতধারে পড়িতেছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! যাও, বাড়ী যাও। পতিপুত্র লয়ে সুখী হও, আমার শূন্য ঘরের লক্ষ্মী আজ বিদায় দেই, কর্ত্তার সঙ্গে আমার ঘর ভেঙ্গেছে। এ লক্ষ্মী আর আমি কত দিন ঘরে রাখিব? রাজলক্ষ্মী রাজগৃহে যাও, রাজার ঘর উজ্জ্বল কর।"

সুভদ্রার নয়নযুগলও রক্তবর্ণ ও অশ্রুময়। সে জগদম্বার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক বলিল,—"দিদি! যাও, বাড়ী যাও। সেনাপতি তোমার পতি হবেন, তুমি সুখী হ'বে। দিদি এ অভাগিনীর কথা মনে ক'রো। এ অভাগিনী তোমায় দিদি বলিয়াই জানিত। তুমি তার খেলায় সাথী, তুমি তার শিক্ষাগুরু। দিদি! আর জীবনে দেখা হবে না। তুমি সোনার

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার চিল্কাতটে।

হরদেব, সুধীরঞ্জন ও জগদম্বা আবার চিল্কাতটে পাঠান অনীকিনীর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। সেনানায়ক হোসেন সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন ও সযত্নে তাঁহাদিগকে হরদেবের বস্ত্রাবাসে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগের বিশ্রাম, স্নান ও আহারের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইল। হিন্দু দাসদাসীগণ তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সুধীরঞ্জন সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জানাইলেন। হোসেন, স্নান ভোজনান্তে অপরাহ্ণে সেনাপতির সহিত দেখা হইবে, জানাইলেন।

আগন্তুকগণের পক্ষে পাঠান-শিবির যেন কেমন বিষাদ-কালিমায় কলঙ্কিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পটমণ্ডপে পটমণ্ডপে সৈনিকগণের উচ্চ সঙ্গীত নাই, হাস্যধ্বনি নাই, ক্রীড়া কৌতুকের কোলাহল নাই, খেলাধূলার ধুম নাই, সকলেই যেন কেমন বিষণ্ণ। এক সৈনিক ধীর ও গম্ভীরভাবে অন্য সৈনিকের নিকট গমন করিতেছে। প্রহরিগণ চিন্তাকুল ও বিষাদে

হিন্দু সমাজের কুপ্রথা কুরীতি কিসে দূর হয়, হিন্দুর শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের কিসে উন্নতি হয়, এই সব বিষয়ে স্বদেশ-হিতব্রত দাদার পরামর্শ লইবেন। সুধীরঞ্জন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হোসেন নিকটে আসিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে সুধীরঞ্জনকে বসিতে বলিলেন। তিনি বসিলে তাঁহার করে হোসেন একখানা পত্র দিলেন।

পত্র খানি এইঃ—

প্রাণাধিকেষু—

সুধীর! অধীর হইও না। পিতামাতা আমাদের শৈশবেই মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়াছেন। পিসীমাতা আমাদের বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা শেষ করিয়াছেন। আমিও চলিলাম। অনুতাপদগ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তি-তেই সুখ। আমি বঙ্গমাতার কুসন্তান। ব্রাহ্মণজাতির কলঙ্ক! বঙ্গের ত্রাস—হিন্দুর আতঙ্ক। এই ঘোর পাপময় জীবন রাখিয়া সুখ নাই। আমি মরিলাম, তুমি কাঁদিও না। আমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিও না। আমি হিন্দু সাধারণের বৈরী; সেই অরি-ভাবে আমাকে ঘৃণা করিও। সংসারে একা আসিয়াছ, একা যাইবে। নশ্বরজগতে অবিনশ্বর কিছু নাই—যশ কিছুদিন মাত্র থাকে। দেশের কার্য্য করিও। এক যুগান্ত অমর থাকিবে।

আমার আর কিছু বলিবার নাই। যত সত্বর পার দেশে যাইবে। দেশে যাইয়াই জগদম্বাকে বিবাহ করিবে। হরনাথ দাদার নিকট হইতে বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইবে। হরনাথ দাদা গরিব, তাঁহাকে পাটুলীর তালুক হইতে দুইশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দিবে। হোসেনের নিকট যে কৌটাটি পাইবে, তাহা তোমার বিবাহের দিনে জগদম্বাকে দিবে।

আমি ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের যে ক্ষতি করিলাম, তাহা আমার চতুর্দ্দশ পুরুষেও পূরণ করিতে পারিবে না। অনিষ্ট করা যত সহজ,

ইষ্ট করা তত সহজ নহে। রাজপুত প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অন্যান্য হিন্দুর শোণিত এখনও কিছু উষ্ণ আছে। বাঙ্গালীর শোণিতে সে উপকরণ নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কিরূপ ঘোর অত্যাচারে বাঙ্গালী হিন্দু উত্তেজিত হইবে, তাহার পরিমাণ আমি বুঝিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি জগতের চক্ষে নিন্দিত, ইতিহাসের পত্রে ঘৃণিত, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড পিশাচ বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া জীবনকে ক্লেশ-তুষানলে দগ্ধ করিয়াও যখন হিন্দুতে সজীবতার চিহ্ন পাইলাম না, তখন এই গাঢ় নিদ্রিত জাতি আর কখন জাগ্রত হইবে কি না আমার সন্দেহ। ভাবিয়াছিলাম, ধর্ম্মের আঘাতে বাঙ্গালী ও উড়ে বিশেষ ক্ষেপিবে। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া উড়িষ্যা জয় করিতে আসার উদ্দেশ্য ছিল। আমি উড়িষ্যার বন জঙ্গল পাহাড় পূর্ণ দেশে দক্ষিণ হইতে উড়িয়া ও উত্তরদিক হইতে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইব। ঘোড়ার ডাকে সোলেমান সত্বর সংবাদ পাইবেন। নবাবও অবিলম্বে যুদ্ধে আসিবেন। সমবেত উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার সৈন্যের নিকট বঙ্গেশ্বর পরাস্ত হইবেন! এই আশা যখন সফল হইল না, তখন আর আমার আশা সফল হইবার সম্ভব নাই। বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণের দেবভক্তি দেখ্‌লেতো? যে নূতন সম্পত্তির সনন্দ পাইবে, ঐ সম্পত্তির আয় হইতে কাশীতে একটি ছত্র, নবদ্বীপে কয়েকটি চতুষ্পাঠী এবং বাটীতে একটি চতুষ্পাঠী ও একটি মক্তাব করিবে। পাটুলী হইতে কাটোয়া দিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিবে। কাটোয়ায় কয়েকটি পান্থশালা করিয়া দিবে।

আমার ভ্রাতা বলিয়া সমাজে পরিচয় দিলেও তোমায় লোকে ঘৃণা করিবে। হোসেনকে অবিশ্বাস করিও না। হোসেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তুমি আমায় ঘৃণা করিও না। বিদায়—চির বিদায়। যদি পরকাল থাকে, তবে—তাহাতে আমার বিশ্বাস নাই; থাকিলেও তুমি স্বর্গ ও

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বনে।

শিষ্য। গুরো! আর একটি কথা।

গুরু। তাইতো বলি, তোমার মায়া বন্ধনও কাটে নাই—বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ জন্মে নাই।

শিষ্য আবার কাতরভাবে বলিল—"কি করিব? মনের দোষ। আমিত ভাবি আপনার প্রদর্শিত ও উপদিষ্ট কাজ করি, মনে নানাকথা এক সঙ্গে উদয় হয়। ধ্যান ধারণায় আর কিছুই হয় না।"

গুরু। তোমার ভোগবাসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাই বলি তুমি আর কিছুদিন সংসারে থাকগে।

শিষ্য। কয়েকটি সংবাদ। ভোগবাসনা আর আমার নাই। তবে স্নেহ মমতার হাত এখনও ছাড়াতে পারি নাই।

গুরু। আচ্ছা বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে?

শিষ্য। আমি আপনার কথা ভাবতে ভাবতে চিল্কাতটে আমার সেই শিবিরে কেমন করে আপনার দেখা পেলেম?

গুরু। একথা তুমি এখন ভাল বুঝ্‌বেনা। আমরা যে যোগ করি, সেই যোগের এমন এক শক্তি আছে, তার বলে আমরা বুঝ্‌তে পারি, আমাদের জন্য কে কোথায় ব্যাকুল হ'লো। তোমার ব্যাকুলতায় আমার মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। তাই আমি তোমার পটমণ্ডপে গিয়ে দেখা কর্‌লেম।

শিষ্য। আচ্ছা আপনি আমার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ সঙ্গে নিলেন কেন?

গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ও সন্ন্যাসীর বেশ দুটা একটা আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমি পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, উড়িষ্যাজয়ের পর তোমার যখন নৈরাশ্য আস্‌বে, যখন দেখ্‌বে জগন্নাথ দগ্ধ করাতেও উৎকলবাসিগণ তেমন উত্তেজিত হ'লো না ও বঙ্গালায় উত্তেজনার চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হ'লো না,তখন তুমি নিশ্চয়ই হতাশ হবে। আমার ইচ্ছা ছিল,এই সময়ে তোমাকে ধর্ম্মপথে আন্‌ব। তুমি বড় অন্যায় করেছ। তুমি তোমার শরীর যোগধর্ম্মগ্রহণে অপটু করে ফেলেছ। তোমাকে সন্ন্যাসিবেশে সেই পটমণ্ডপ হ'তে বের ক'রে দিলাম। বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেম,আহার নিদ্রার ব্যাঘাত কর্‌বে না। তুমি এক বেলা নিরামিষ আতপান্ন ও অপর বেলা ফল মুল আহার কর্‌বে, তুমি কিনা অনাহার অনিদ্রায় শরীরটি মাটি ক'রে রাজমহালে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এসে অজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌লে। এখন তোমাকে বনে রেখে সুস্থ কর্‌তে হচ্ছে।"

শিষ্য। কি কর্‌ব গুরো? শিবির হ'তে যে রাত্রিতে বেরলেম তারপর দিন মধ্যাহ্নকালেই দেখ্‌লেম ফকির শিলিমসা বৃক্ষ মূলে যায় যায়। তাকে নিয়ে দুই দিন বসে থাক্‌লেম। ফকির আমায় চিন্‌লেনা, আমি তাকে চিন্‌লেম। দেশের জন্যই ফকির ম'রে গেল। হিন্দু মুসলমানে একতা সাধনই ফকিরের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। জীবের প্রতি অত্যাচার না হয়, এই ফকিরের কর্ম্ম ছিল। ফকির অযোধ্যা অঞ্চল হ'তে আমার

সমাধিস্থ করিতে হইবে। সেনাপতি আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছেন, ঘোষণা করিতে হইবে। পথিমধ্যে সেনাপতির সহিত মুমূর্ষু সলিমসার দেখা হইয়াছিল। জগৎপ্রেমিক সলিম সেনাপতির অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কালাপাহাড় অনাহার ও অনিদ্রায় কতদিন পথে কাটাইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়েন। তিনি পথে অশেষ ক্লেশ পাইয়াছেন। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রান্তি ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হইয়া রাজমহালের জঙ্গলের নিকটে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। মৃত সন্ন্যাসী বোধে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। জ্ঞানানন্দ স্বামী নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া নিরঞ্জনের অনুসন্ধানে তথায় তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হন। স্বামীর শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হয়; তাঁহাকে সবল ও সুস্থ করিবার জন্য স্বামী তাঁহাকে রাজমহালের এক পর্ব্বত-গহ্বরে রাখিয়াছেন; নিরঞ্জনের কৃত্রিম জটা শ্মশ্রুর পরিবর্ত্তে এখন প্রকৃত জটা শ্মশ্রু হইয়াছে। স্বামী তাঁহাকে ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত হইতে বলিয়াছেন। তিনিই তাঁহার আহার সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেছেন ও তাঁহার মন পরীক্ষা করিতেছেন। কালাপাহাড় বিশেষ অনুতপ্ত হইলেও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভক্তি এপর্য্যন্ত প্রবল হয় নাই।

আমরা যে দিনের কথায় এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন স্বামী পূর্ব্ববর্ণিত কথোপকথনের পরই স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। নিরঞ্জন একাকী পর্ব্বত-গহ্বরে থাকিলেন। পৌষমাসের প্রথমভাগ শীত বিলক্ষণ পড়িয়াছে। নিরঞ্জনকে অগুন করিবার জন্য নিকটস্থ বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইতেছে। তিনি সেই দিন অপরাহ্ণে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন; এক উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিয়াছেন ও কাষ্ঠ ভাঙ্গিতেছেন। বনমধ্যে বৃক্ষ তলে দুই জন কাঠুরিয়া আসিল। কাঠুরিয়া

কচ্ছে। বড় বড় সেনার কর্ত্তা গুলোই বড় কাঁদ্‌ছে। রঙ্গীন নিশেন উড়িয়ে দেছে। যুদ্ধের বাদ্যি বাজাচ্ছে।

কাঠুরিয়ারা এই কথা বলিতে বলিতে বনান্তরে গমন করিল। নিরঞ্জন বৃক্ষ শাখা হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন! কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলেন তাহা কেহ জানে না। বহুক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"আমি কোথায়? আমি সেই পাপ তাপ ও অত্যাচারময় পৃথিবীতে, না নরকদ্বারে? মাথা, বুক, পঞ্জর, হাত ও পা যেন নাই বলিয়া বোধ হচ্ছে। এ সব ক্লেশ কি যম দূতের বন্ধনের ক্লেশ? কে বলে পাপ পুণ্য নাই? কে বলে স্বর্গ নরক নাই? কে বলে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নাই? অপরিণামদর্শী তরলমতি স্বার্থপর অসহিষ্ণু মানব, সামান্য ক্ষতি বৃদ্ধিতে বিকার প্রাপ্ত হ'য়ে বিশ্বপতিকে উড়িয়ে দিতে চায়! ঈশ্বর ত আছেন! পাপপুণ্য ত আছে! নরক ত আছে! তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? আমার কে আছে? ইহলোকে মুখ দেখাইবার স্থান নাই—সম্মুখে ভীষণ নরক। হায়! হায়! আমি কি করি, কোথায় যাই, কাহাকে ডাকি! হতাশ! হতাশ! ঘোর নৈরাশ্য! ঈশ্বরকে মানি নাই। কখনও তাঁকে ডাকি নাই। পাপে ভয় করি নাই—এমন পাপ নাই যা ক'রতে সঙ্কুচিত হয়েছি। দেবদ্বিজের সর্ব্বনাশ করেছি—গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়েছি। পিশাচ, পিশাচ, আমি ঘোর পিশাচ; দানব, দানব, আমি ভয়ঙ্কর দৈত্য। পাপের ফল হাতে হাতে। যোগমায়া তুমি কোথায় গেলে? প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, শুশ্রূষাময়ী, শান্তিময়ী প্রেয়সী! তুমি কোথায়? পাপীর কর তোমার দিকে প্রসারিত হ'লো—আর তুমি বায়ুতে,—আকাশে,—কোথায় মিলিয়া গেলে। তুমি শান্তিমূর্ত্তি দেবী। তুমি মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি। তুমি পাপীর পাপপ্রভাবে

তাঁরা আশা কর্‌লেন, এই কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণসন্তান বঙ্গেশ্বরকে করায়ত্ত কর্‌তে পার্‌লে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ দূর হবে ; হিন্দু মুসলমানে একতা সাধিত হ'বে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের অশান্তি ক্লেশ দূর হ'বে, আমি তার কি করেছি ? ঘোর অশান্তির আগুন জ্বেলেছি। অনৈক্যের ভগ্ন স্থান প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করেছি ও পৈশাচিক অত্যাচারে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় ঘোর অনর্থ বাধিয়েছি। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, আমার সম্যক্ ভ্রান্তি। উপযুক্ত প্রতিফল। না, না, কিছুতেই ত মনকে বুঝাইতে পারি না। ঐ যে চূর্ণীকৃত মামুদের শব চারিদিকে দেখ্‌ছি। ঐ যে আলুলায়িত-কেশা ভগ্নশিরা, বিরসবদনা, শোকতাপ-বিধূরা নজিরণ মূর্ত্তি সর্ব্বদিকে। অশ্রুময়ী নজিরণ! অশ্রুজল সংবরণ কর, আর সহে না। চূর্ণদেহ মামুদ ! আর ছট্ ফট্ করিস্ না। আর ত্রাহি ত্রাহি করিস্ না। বাবা মামুদ ! ভাল মুখ দেখা—বাবা বল। নজিরণ হাস, হাস, আবার সেইরূপ হাস। বাপ মামুদ ! আমার বুকে আয়। নজিরণ ! এস, তোমার উরুদেশে মাথা দিয়া শয়ন করি। নজিরণ ! এলেনা। বাবা মামুদ ! এলি না। আয় বাবা মামুদ ! আয়। এস প্রেয়সি নজিরণ এস। আর সহে না, সহেনা। মল্লেম, গেলেম।”

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নিরঞ্জন আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কাশীর পথে।

গুরুদেবের মনের ভাব যে, কি তা বুঝি না। যে যোগ শিখাচ্ছেন, তাই শিখান। যোগেই তন্ময় হ'য়ে থাকি। যোগের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকিবার—শান্তিতে থাকিবার—আর দ্বিতীয় পদ্ধতি নাই। এ ধন সম্পূর্ণরূপে পেলে সংসারে আর কিছুইত চাই না। মুনি ঋষিগণ এই সুখের এক চেটে অধিকারী থাকায়, অন্য কোন সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। ঠাকুর কি কচ্ছেন বুঝি না। আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেন মন কাঁচা কর্‌ছেন, কেন আমায় দেখাচ্ছেন, তাঁকে বঞ্চনা কচ্ছেন, এসব রহস্য গুরুদেবই জানেন। গুরুদেব যেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী। তিনি যা ভাব্‌ছেন, তিনি যা কর্‌বেন স্থির করেছেন, তা অবশ্যই আমার পক্ষে কল্যাণকর হ'বে। আমার এত ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মহত্যা কর্‌তে চেষ্টা করি নাই। সে পাপে কেন মজ্‌ব? পালাতে গেলেম, ভাঙ্গা স্থান দিয়ে গঙ্গায় পড়ে গেলেম, গঙ্গার জলে ভাস্‌তে, ভাস্‌তে চল্লেম, গুরুদেব যেন আমায় ধরবার জন্য গঙ্গার কূলে, গঙ্গার

জলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমায় ধর্‌লেন, উঠালেন, বাঁচালেন, নৌকায় ক'রে নিয়ে এলেন, তারপরে না সেই পাহাড়ের উপর মার কুটীরে রেখে দিলেন। মা সাক্ষাৎ দয়াময়ী মা। মাও যেন আমায় কি বল্‌বেন বল্‌বেন ক'রে বল্‌ছেন না। যা হ'ক কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মা-জি আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী, গুরুদেব সাক্ষাৎ শিব। এক অশ্বত্থ মূলে এক নবীনা সন্ন্যাসিনী আপন মনে আপনি এইরূপ বলিলেন।

একা একা সেই নবীনা তপস্বিনী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আর চারি পাঁচটি সন্ন্যাসিনী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই কাশীযাত্রী। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন প্রবীনা সন্ন্যাসিনী আছেন। তাঁহাকে সকলেই মা বা মাতাজি বলেন। তাঁহার অধীনেই সকল সন্ন্যাসিনী যাইতেছেন।

এই সময়ে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল। গৃহস্থ পল্লীতে প্রতি ঘরে গৃহিণীগণ আলোক জ্বালিতেছেন, শঙ্খ বাজাইতেছেন ও ধূপের সুরভি গন্ধে গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিতেছেন। দেবালয়ে আরতির আয়োজন হইল। আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইল। আরতির ঘটায় ভক্তগণের স্তবপাঠের ছটায় আগন্তুক সকলের মন শান্তি-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কুলবধূ গৃহকর্ম্ম সারিয়া বসন ভূষণে সাজিয়া কবরী বাঁধিয়া রূপের গর্ব্বে প্রস্ফুটিত গোলাপ সুন্দরীর ন্যায় আপনার বসন, ভূষণ ও বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তনয়কে স্তন্য পান করাইতে বসিলেন। শিশু স্তনের এক বোঁটা মুখে দিয়া অন্য বোঁটা হাতে টিপিয়া কখন গাল পুরিয়া চপ চপ করিয়া মুখ পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতেছে, কখন বা মুখ পুরিয়া দুগ্ধ লইয়া কুলকুচো করিয়া মায়ের মুখে ছড়াইয়া দিয়া, মায়ের রূপের গর্ব্ব নষ্ট করিয়া হাসিয়া দেখাইতেছে, সরল শিশুর মত সুন্দর জগতে আর কি আছে? বালকদল খেলা ভাঙ্গিয়া হাসিয়া নাচিয়া সরল

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অভিষেকে।

সম্মুখে পূণ্যভূমি বারাণসী ; ঐ বিশ্বেশ্বরের রজতমণ্ডিত মন্দিরের শীর্ষ-স্থিত ধ্বজা উড্ডীন হইতেছে ; ঐ অন্নপূর্ণা-মন্দিরের উচ্চতর শিখরে রক্ত-পদ্ম-ধ্বজা পত্ পত্ করিতেছে। ঐ ভাগীরথীর জলকল্লোল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। জাহ্নবী পূর্ব্বদক্ষিণগামিনী, কিন্তু এই পবিত্র তীর্থে পূত-তোয়া সুরধুনী দেবদেবীগণের উপাসনার জন্য যেন উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঐ বিশ্বেশ্বরের আরতির শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। জ্ঞানানন্দ স্বামী কাশীর পরপারে শিষ্যগণের সহিত উপনীত হইলেন। স্বামীর শিষ্যগণের পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, যাঁহাদের জীবন জগতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যাঁহাদের জাতিধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগের সহিত পাপী, তাপী ও পাড়িত কত রকমেরই লোক থাকে। তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়-উৎস হইতে যে জীব-হিতব্রত-সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলে দেখে না, শুনে না,

অথচ কত নির্জ্জন স্থান পবিত্র করে। এই সকল পবিত্রাত্মা সাধু পুরুষগণ নামের প্রার্থী নহেন, যশের আকাঙ্ক্ষী নহেন, সুখের অভিলাষী নহেন ও সম্পদের উপভোগী নহেন। তাঁহাদিগের নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, শান্তিময় ও সুখময় জীবন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতার সহিত কত কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, অথচ তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। মাতাজির জীবনও সেইরূপ।

কাশীর গঙ্গা-মধ্যস্থ সোপানাবলী, মন্দির সমূহ, অট্টালিকানিচয় ও কাশীপদ-চারিণী স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা দেখিয়া নিরঞ্জন বলিতে লাগিলেন—"গুরো! আমি কাশী যাব না। আমি আর কাশীর পুণ্যক্ষেত্রে পদ বিক্ষেপ কর্‌ব না। কাশীর দৃশ্য দেখেই আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, মন অস্থির হচ্ছে এবং স্মৃতি আমার মর্ম্মে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন কচ্ছে। আমি কোন্ মুখে কোন্ প্রাণে অন্নপূর্ণার দ্বারে ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ কর্‌ব? আমি ঘোর পাপী—বিষম কলঙ্কী মুসলমান। এই ধন-শ্রী-সমৃদ্ধি সম্পন্ন, অট্টালিকামালায় সুশোভমানা নানাশিল্পকর্ম্মসম্পন্না, নানাশিক্ষাগারসমন্বিতা বারাণসী না আমি পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিলাম? বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভেঙ্গেছি, অন্নপূর্ণাকে মন্দির সহ চূর্ণ করেছি, সঙ্কটার সর্ব্বনাশ সেধেছি, কালভৈরবের পক্ষে আমিই কাল হয়েছি, তিল-ভাণ্ডেশ্বরের মাথায় পদাঘাত করেছি, কেদারেশ্বরকে উৎপাটন করেছি ও দুর্গাবাড়ী ও দুর্গার দুর্গতির এক শেষ করেছি। বিদ্যাগার সকল পুড়িয়েছি; গ্রন্থ সকল ভস্মসাৎ করেছি। এই কাশীতে না আমি ছাত্র ছিলেম? আমারই গুরুর চতুষ্পাঠী ও গ্রন্থালয় কি ছেড়েছি? কৃতঘ্ন! কৃতঘ্ন! পাষণ্ড! পিশাচ! অসুর! রাক্ষস! আমি মায়ের কুপুত্র, দেশের কুসন্তান, স্বদেশ ও স্বজাতির কলঙ্ক, পরিচিত জনের বৈরী ও আশ্রয়-প্রাপ্ত স্থানের মহাশত্রু। লোকের কাহারও এক পাপ থাকে, কাহারও দুই পাপ

থাকে ; আমি সকল পাপে পাপী। অনুতাপ, অনুতাপ তুষানল ! কোথায় শিক্ষাগার কাশীর নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব, অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর উদ্দেশে প্রণত হইয়া কল্যাণ সাধন কর্‌ব, তাই না অগ্নিময় জ্বালায় কাশীর ধ্বংস সাধন করেছি। উঃ ! কি যাতনা। কি যাতনা ! এই পবিত্র তীর্থ আমি অগ্নি জ্বালায় জ্বালাতন করে—গোরক্তে প্লাবিত করেছিলেম, গোমাংসে সর্ব্বত্র পূর্ণ করেছিলেম, গোমুণ্ড দেবদেবীর আসনে রেখেছিলেম ও আল্লা আল্লা রবে কাশী কম্পিত করেছিলেম। না না এ নাস্তিক পাষণ্ড, এ গোঘাতী ও গোখাদক রাক্ষস কিছুতেই কাশীতে যেতে পার্‌বে না। কোন মুখে যাবে ? বিশ্বেশ্বর কি তাঁহার অভয় পদে এই ভীত পিশাচকে আশ্রয় দিবেন ? দয়াময়ী মা অন্নপূর্ণা তাঁহার করুণাকণা দানে এই অসুরকে কি উদ্ধার কর্‌বেন ? কাশীর অন্যান্য দেবগণ কি এ পাষণ্ডাদপি পাষণ্ডের প্রতি ফিরে চাইবেন ? না না, আমি যেন দেখ্‌ছি, ভৈরব কালভৈরব মূর্ত্তিতে চখে আগুন ও হাতে শূল লয়ে আমার দিকে আসছেন। মা সিংহবাহিনীরও ত্রিনয়নের ঊর্দ্ধ নয়নে অনলশিখা, করে কৃপাণ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর জাটী, গদা ধনু কিনা ? ঐ যে চখের আগুন আমায় পোড়াতে এলো। ঐ যে কোন অস্ত্র আমার গায়ে পড়্‌ছে, কোন অস্ত্র আমার মাথায় পড়্‌ছে ও কোন প্রহরণ আমার সম্মুখে ঘুর্‌ছে।'

জ্ঞানানন্দ স্বামী গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিল কালাপাহাড়ের চক্ষে ও মুখে সেচন করিলেন ও বুকে দুই চপেটাঘাত করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"বাবা ! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হয়ে বসো। কোন ভয় নাই। কল্য তোমার পূর্ণাভিষেকের দিন। কল্য তুমি যোগরাজ্যে অভিষিক্ত হ'বে। এ রাজ্যে অনেকেই একাকী অভিষিক্ত হ'য়ে থাকেন। তুমি স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে অভিষিক্ত হ'বে, সুতরাং তোমার অভিষেককে পূর্ণাভিষেক

তরণীতে শিষ্যাগণের সহিত ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া মণিকর্ণিকায় বসিয়া শিষ্যাদিগকে নানা উপদেশ দান করিলেন। যোগমায়া মাতাজির নিকট যে কথা শুনিবেন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন, অন্য সে কথা শুনিলেন। মাতাজি যোগমায়াকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন—যোগরাজ্যে, উচ্চ ধর্ম্মে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ নাই ও জাতিবর্ণের ভেদাভেদ নিন্দিত ও ঘৃণিত। নিরঞ্জনের সহিত যোগমায়ার এক সঙ্গে যোগ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কোনই দোষ হইবে না। একস্থানে যোগমায়া মাতাজির কথা ও অন্য-স্থানে নিরঞ্জন স্বামীর কথা নীরবে শ্রবণ করিলেন।

উষা আসিল। লোহিতরাগরঞ্জিত অরুণদেব তপনবিরহবিধুরা ধরিত্রীকে হাসাইবার জন্য পূর্ব্বগগনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমানিনী ধরণী প্রফুল্ল হইলেন বটে কিন্তু হাস্য করিলেন না। অরুণ যেন সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। বায়ু হিল্লোলসহকারে মেদিনীর পুষ্পাভরণ ও পত্রবাস দোলাইতে লাগিলেন। তাঁহার কুন্তল স্বরূপ ব্রততীপুঞ্জ ও লোমস্বরূপ ঈষিকা, কুশ, দূর্ব্বাদল সমূহ নাড়িতে লাগিলেন। বসুধার অবগুণ্ঠন স্বরূপ তুষার ধবল মেঘমালা সরাইতে লাগিলেন। বন্দি-স্বরূপে বিহগকুল অরুণের পক্ষে ধরার যশোগীত গাইতে লাগিল। অবনি ক্রমেই হর্ষের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া গৈরিকবসন পরিধান পূর্ব্বক পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া যোগমায়া দণ্ডায়মানা হইলেন। অপরঘাটে নিরঞ্জনও স্নান করিয়া ঐরূপ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে মাতাজি যোগমায়ার হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে নিরঞ্জনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানানন্দ স্বামী তাঁহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন। নিরঞ্জন যোগমায়ার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। স্বামী অঙ্গুলীনির্দ্দেশে দেখাইলেন, এই তোমার যোগমায়া

বিশ্বাস—এস্থলে বিসর্জ্জন দিতে আনিয়াছিলাম। স্বামীজি ও আমার উভয়েরই ভুল হয়েছে।

জ্ঞানানন্দ স্বামীও বিষাদে কম্পিতস্বরে বলিলেন—"যোগমায়া সাক্ষাৎ দেবী। ভক্তির মূর্ত্তি। সাক্ষাৎ নারীধর্ম্ম। প্রকৃত নির্ব্বাক রমণীরত্ন। প্রকৃত আনুগত্যের অমূল্য নিধি। তাঁহার হৃদয় বুঝি নাই, মন পরীক্ষা করি নাই। তাঁহার অগাধ অতলস্পর্শ ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিমাণ বুঝি নাই। আমাদের বড় ভ্রম হইয়াছে। ভ্রান্তি না হইলে ত শিব হইতাম। কেহ ভ্রমে একটা মারে। কেহ ভ্রমে শত শত জীব নষ্ট করে। এইস্থলেই ত মানবত্বে দেবত্বে প্রভেদ। এ ভ্রমের অনুতাপ রাখিবার স্থান নাই।"

কালাপাহাড় বেগে যোগমায়ার মস্তক ভূতলে ফেলিয়া দিয়া লম্ফ প্রদানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমিইত রাজা হরিশ্চন্দ্র! এই মণিকর্ণিকায় একবার আমার ধর্ম্ম পরীক্ষা করেছিলে। আমার শৈব্যা গিয়েছিল—আমার রোহিতাশ্ব গিয়াছিল—আমি ভুঁদোর গোলাম হয়েছিলেম।" এবার গেল আমার শৈব্যা। রাজমহিষী শৈব্যা! তুমি গেলে? তুমি মলে? তুমি একেবারে গেলে? না-না, এত শৈব্যা নয়। এ যে আমার অনন্তদুঃখিনী যোগমায়া। এ যে আমার প্রেমপুত্তলি যোগমায়া। এরূপ পতিহিতে রত আর কে? নিজের খাওয়া নাই, পরা নাই, সুখের কামনা নাই, পতিই সর্ব্বস্বধন। ঐ নজিরণ, এই আমি, স্থান কালীমন্দির,—তুমি না এই মূর্ত্তিমতী দয়াবেশে তথায় প্রবেশ করেছিলে? তখনও আমার আশা ছিল। আজ আমার কিছু নাই,—কিছু নাই যোগমায়া। কিছুই নাই। আজ নিন্দা, কলঙ্ক, গ্লানি, অপমান, হতাদর, নৈরাশ্য অনুতাপ ও আত্মগ্লানি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই। কালীমন্দিরের সামান্য বিপদে উদ্ধার কর্‌লে, সম্মুখে নরক, অসীম নরক, এনরকে আমাকে উদ্ধার কর্‌বে না?

উপসংহার।

পাঠককে অনেক বিরক্ত করিয়াছি। এক কথার কত বার পুনরুক্তি করিয়াছি। এখন আর দুই একটি কথার অবতারণা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইব।

যোগমায়ার মৃত্যুর পর হইতে কাশী সহরে মধ্যে মধ্যে এক পাগল আসিত। তাহার আসিবার কাল্পকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে, সায়ং সময়ে ও নিশীথ সময়ে কাশী সহরে আসিয়া বিষম চীৎকার করিত। সে কখন চীৎকার করিয়া বলিত—"আমার রাজ্য দেও, যান বাহন দেও, আমার মাতঙ্গ তুরঙ্গ দেও, আমার রাজমহিষী ও রাজ-পুত্রদের দেও, আমি আবার অযোধ্যায় রাজা হ'ব।" সে কখন চীৎকার করিয়া বলিত—"পালাও, পালাও কালাপাহাড় এলো! কাশী—পোড়াবে, গ্রন্থ পোড়াবে, দেবদেবী ভাঙ্গবে, হুলস্থুল বাধাবে। ভীষণ দানব, ভয়ানক রাক্ষস।" কখনও বলিত—"আমি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্র। আমি সীতা-বিরহে নিতান্ত অনুতপ্ত। আমার অশ্বমেধ হলো না। প্রেয়সী সীতা কোথায়? কোন বনে লুকাইল?" পাগল কখনও, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিত—"ওরে আমার নজিরণ নাই, মামুদ নাই, শুঁড়ো শুঁড়ো হ'য়ে মরেছে। আমার ননীর পুতুল গ্যাছে। আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা

উপসংহার।

আসিয়া দ্বাদশটি শিব ও একটি সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সত্রের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অনেক টাকা কাশীর এক পাণ্ডার হস্তে অর্পণ করিয়া যান! সেই টাকা এক ধনী মহাজনের কারবারে খাটিত ও তাহার সুদ হইতে শিবসেবা ও সত্রের ব্যয় চলিত। সেই শিব ও সত্র প্রতিষ্ঠার দিন হরে পাগলাকে একবার কাশীতে স্থিরভাবে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল। তৎপরে তাহাকে বা তাহার মৃতদেহ কাশীর কোথাও লক্ষিত হয় নাই। আমাদের কেলো অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বংশ এখনও রাঢ় অঞ্চলে আছে। শুনিতে পাই কৃষ্ণচন্দ্র ও বিদ্যা সুখসচ্ছন্দে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। সোলেমান ও দায়ুদের পরিণাম, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। হোসেন সেনাপতি কালাপাহাড়ের শাসনে বৈর-নির্য্যাতন করিতে পারেন নাই। দায়ুদের সময়ে মোগল পক্ষের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ও গোপনে চরের কার্য্য করিয়া দায়ুদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ছবিরণের ও দিজিরণের বিষয়ে আমরা আর কিছু অবগত নহি। পাটুলী অঞ্চলে যে রায় বংশ আছেন, তাঁহারা নিরঞ্জনের জ্ঞাতি বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন না এবং বর্দ্ধমানের মজুমদার বংশ কালাপাহাড়ের মাতামহ বংশ বলিয়া পরিচয় দেন না। কালাপাহাড়ের দুরপনেয় কলঙ্কই বোধ হয় এরূপ করিবার কারণ।